সোনায় বিনিয়োগ ভবিষ্যতের সঞ্চয়

বাজুস

উপদেষ্টা সম্পাদক
রুহুল আমিন রাসেল

সম্পাদনা সহযোগী
কে. এম. রাহাত ইসলাম
রাশেদ রহমান অমিত
নিশান চাকমা
সৈয়দা ইফফাত আরা
আশা নূর

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আহসানুল হক ফাহাদ

প্রকাশকাল
১ ফেব্রুয়ারি-২০২৪

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলাদেশের কারিগররা উন্নতমানের স্বর্ণালংকার তৈরি করে আসছেন। হাজার বছর আগে যখন আরবীয় বণিকরা ব্যবসায়িক উদ্দেশে এ দেশে আসতেন তখন ফিরে যাওয়ার সময় তারা মসলিন কাপড় ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যেতেন। সুদূর প্রাচীন-কাল থেকেই বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতের কাজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

বিশ্বে স্বর্ণালংকার হচ্ছে সর্বাধিক ব্যবহৃত ধাতু। দুবাই যেমন স্বর্ণ ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, বাংলাদেশও তেমন হতে পারে। এখন প্রয়োজন শুধু নীতি সহায়তা প্রদান এবং এ জুয়েলারি শিল্পকে থ্রাস্ট শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নার্সিং করা। আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জুয়েলারি শিল্প জাগরণ তুলবে। সরকার ২০২৬ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জুয়েলারি শিল্প অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। স্বর্ণশিল্প কর্মসংস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে এ শিল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এ শিল্পে ৪০-৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সরকারি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে এ শিল্প দেশের অর্থনৈতিক চিত্র আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। এখন সময় এসেছে স্বর্ণশিল্প নিয়ে বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণের। কোনোভাবেই স্বর্ণশিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

বাজুস
BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

প্রধান কার্যালয়:
লেভেল-১৯, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১০১২, হটলাইন: +৮৮ ০৯৬১২১২০২০২
ইমেইল: info@bajus.org, ওয়েবসাইট: www.bajus.org

সূচিপত্র

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫ পরিচিতি	০৩
জুয়েলারি শিল্পে প্রয়োজন অর্থনৈতিক অঞ্চল	০৯
বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের জুয়েলারি রপ্তানি সম্ভব	১১
আইনের সংস্কার ও কর সুবিধা জরুরি	১৩
নারী স্বর্ণশিল্পী দেখতে চাই	১৫
পোশাকের চেয়ে জুয়েলারি শিল্পে সম্ভাবনা অনেক বেশি	১৬
গহনা নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়	১৮
বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্পের সম্ভাবনাঃ চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রযাত্রার পথ	২০
সোনা ও ডলার-বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন মনোভংগীর (Mindset) প্রয়োজন	২৫
অলংকার ও জুয়েলারি শিল্পঃ রপ্তানীমুখী ভ্যালু চেইন গঠনে করনীয়	২৮
বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পের অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎ : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়	৩২
জুয়েলারি শিল্প সংস্কার দরকার	৪০
জুয়েলারি রপ্তানিতে প্রণোদনা চাই	৪২
কর মওকুফ করলে শিল্প ছড়িয়ে পড়বে	৪৪
জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বদনামের জন্য সরকারের নীতি দায়ী	৪৬
জুয়েলারি শিল্পের অর্থায়ন সহজ করতে হবে	৪৭
গহনা মেয়েদের জীবনের একটা অংশ	৪৮
নারী আর গহনা এক সুতোয় গাথা	৪৯
অলংকার নারীর ভূষণ	৫১
হালকা ওজনের জুয়েলারি রপ্তানিতে সম্ভাবনা সীমাহীন	৫৩

সায়েম সোবহান আনভীর

প্রেসিডেন্ট

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

এম এ হান্নান আজাদ
সহ-সভাপতি

গুলজার আহমেদ
সহ-সভাপতি

কাজী নাজনীন ইসলাম
সহ-সভাপতি

মোঃ রিপনুল হাসান
সহ-সভাপতি

মাসুদুর রহমান
সহ-সভাপতি

মোঃ জয়নাল আবেদীন খোকন
সহ-সভাপতি

সমিত ঘোষ অপু
সহ-সভাপতি

বাদল চন্দ্র রায়
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ মজিবর রহমান বেলাল
সহ-সম্পাদক

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

মোঃ ইমরান চৌধুরী
সহ-সম্পাদক

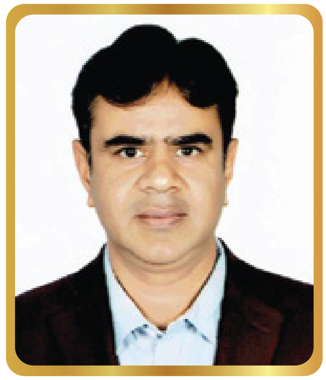

মোঃ তাজুল ইসলাম লাভলু
সহ-সম্পাদক

এনামুল হক ভূঞা লিটন
সহ-সম্পাদক

উত্তম ঘোষ
সহ-সম্পাদক

মোস্তফা কামাল
সহ-সম্পাদক

কাজী নাজনীন হোসেন
সহ-সম্পাদক

মোঃ আসলাম খান অপু
সহ-সম্পাদক

ফরিদা হোসেন
সহ-সম্পাদক

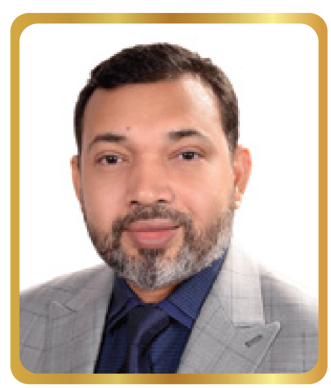

উত্তম বণিক
কোষাধ্যক্ষ

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

ডাঃ দিলীপ কুমার রায়
কার্যনির্বাহী সদস্য

ডাঃ দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
কার্যনির্বাহী সদস্য

আনোয়ার হোসেন
কার্যনির্বাহী সদস্য

পবিত্র চন্দ্র ঘোষ
কার্যনির্বাহী সদস্য

পবন কুমার আগরওয়াল
কার্যনির্বাহী সদস্য

নারায়ন চন্দ্র দে
কার্যনির্বাহী সদস্য

বিধান মালাকার
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোঃ মজিবর রহমান খান
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
কার্যনির্বাহী সদস্য

বাজুস কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৩-২০২৫

জয়দেব সাহা
কার্যনির্বাহী সদস্য

ইকবাল উদ্দিন
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোঃ ছালাম
কার্যনির্বাহী সদস্য

গণেশ দেবনাথ
কার্যনির্বাহী সদস্য

হাজী মোঃ শামছুল হক ভূইয়া
কার্যনির্বাহী সদস্য

নাজমুল হুদা লতিফ
কার্যনির্বাহী সদস্য

মোঃ আলী হোসেন
কার্যনির্বাহী সদস্য

জন্ম: ০১ জুলাই, ১৯৪২
মৃত্যু: ২৭ অক্টোবর, ২০২৩

বাজুসের সাবেক সভাপতি

জনাব সৈয়দ শামসুল আলম হাসু'র

মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত

জুয়েলারি শিল্পে প্রয়োজন অর্থনৈতিক অঞ্চল

নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়

জুয়েলারি শিল্পটা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতো শুরু হয়েছিল। এটা ওভাবেই রয়েছে। জুয়েলারি শিল্পকে আমরা বিশ্ববাজারে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই। আমাদের দেশেও বিশাল বাজার রয়েছে। চোরাচালানও একটা অঘোষিত ব্যবসা। যখন মানুষ বৈধ পথে না আসতে পারে তখন অন্য পথ খুঁজে বেড়ায়। স্বাভাবিকভাবে এ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের বৈধ কোনো উৎস আমাদের দেশে নেই। এতে কিন্তু অনেক সময় সংকট সৃষ্টি হয়। কাজেই আমাদের দেশে কাঁচামাল কীভাবে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

এখানে রিফাইনারি হলে কাঁচামাল এনে পরিশোধন করে ব্র্যান্ড এবং মান নিয়ন্ত্রণ করে যদি আমরা বাজারজাত করতে পারি, এটা হলো আমাদের প্রথম কাজ। তারপর সরকারের স্বার্থ তো আছেই সেখানে। ট্যাক্স-ভ্যাট এভরিথিং। আমাদের স্কিল লেবার আছে। এটা আমাদের জন্য সম্ভাবনাময়। প্রতিনিয়ত বিদেশি আসছেন, এখানে বিনিয়োগ করতে চান। নানা রকম শিল্প কারখানা করতে চান। এ দেশের সম্ভাবনা আমরা না বুঝলেও বিদেশিরা সবাই বোঝেন। স্বর্ণশিল্পে ৪৪ লাখ লোক জড়িত। ভারতের মতো বাজারটা যদি আমরা ধরতে পারি। বাঙালি যেখানে আছে, নারী যেখানে আছে সেখানে স্বর্ণের কদর আছে। ডায়মন্ড সম্পর্কে আমার ধারণা কম। আমাদের মতো স্বল্প আয়ের লোক ডায়মন্ডের দিকে যায় না।

স্বর্ণ কেনা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। মা-চাচিদের দেখেছি টাকাটা গহনায় রূপান্তরিত করতেন। আবার যখন সংকট তৈরি হতো তখন অলংকার বিক্রি করে টাকা বের করতেন। আমি মনে করি বিশ্বব্যাপী এটা চলমান কারেন্সি।

আমি আজকে দেখছি জুয়েলারি শিল্পে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ভারতের সমপর্যায়ে শিল্পটাকে নিতে পারি। আমি আশাবাদী আমরা তাদের চেয়েও কম দামে বাজার ধরতে পারব। আমাদের স্বর্ণশিল্পী যারা আছেন, তারা যে কারুকার্যগুলো করছেন, ভারতের অনেক কালচার আমাদের মতোই। আমাদের কারিগররা গিয়েই ওখানে কাজ করছেন। দক্ষ সেসব কারিগরকে যদি আবার ফিরিয়ে আনা যায়, জুয়েলারি শিল্পটাকে তাদের সমপর্যায়ে নিতে পারি। আমরা আশাবাদী তাদের চেয়েও কম দামে এখানে বাজার করতে পারব। জুয়েলারি শিল্পের কারখানাগুলো এক জায়গায় হলে সুবিধা হয়। তো এটা যেহেতু সূক্ষ্ম ও অনেক মূল্যবান শিল্প।

বাজুস আজ সব জুয়েলারিকে একটি জায়গায় সমন্বিত করেছে। এজন্য একটা কমপ্যাক্ট এরিয়া দরকার। এজন্য একটা নীতিমালা করতে হবে। এটা আমরা বসুন্ধরায়ও করতে পারি। তারা যদি জায়গা দেয় আশপাশে কোথাও। পূর্বাচলে বাণিজ্য মেলার প্যাভিলিয়ন আছে। এ জায়গার লোকেশনটাই ভালো। রূপগঞ্জের কোথাও দেওয়া যায়। এটা কোনো ব্যাপার না। পুরো নিয়ন্ত্রণটা সরকারের হাতে থাকতে হবে। স্মাগলিং বন্ধ করতে হলে প্রতিটি জায়গায় সরকারের তদারকি থাকতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনেক অর্গানাইজেশন আছে। উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত সরকারের তদারকি থাকতে হবে। যাতে কোনোভাবে চুরি না হয়। সোনা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, সেখানে এটাকে

ফর্মুলেট করে একটা নীতিমালা করতে হবে । অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে গভর্নরকে নিয়ে আমরা শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জুয়েলার্স এসোসিয়েশন মিলে একটা নীতিমালা করতে হবে। এখন মানুষ সচেতন। গোল্ডের পিউরিটি রক্ষা করতে হবে। যার জন্য বিএসটিআই কাজ করছে।

আমি এটুকু বলতে পারি, সরকার পজিটিভ। এটা একটা বিশাল শিল্প। সেজন্য যা যা করণীয় আমার সাধ্যমতো করব। ভ্যাট-ট্যাক্স এবং অন্যান্য জটিলতা যেগুলো আছে, সেগুলো তুলে ধরা হলে আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ বের করব। যত দ্রুত সম্ভব করব। করোনার সময় কিন্তু আমরা থেমে থাকিনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মেগা প্রকল্প চলমান রেখেছেন। আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন, সরকারেরও কান খুলেছে। না কাঁদলে মাও দুধ দেন না।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'জুয়েলারি শিল্পে সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের জুয়েলারি রপ্তানি সম্ভাবনা

ড. হাছান মাহমুদ এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বর্ণ কোনো দিন আমি পরিনি। বিয়ের সময় যে আংটি দিয়েছিল, সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে সপ্তাহখানেক পরেছিলাম। তারপর আর কখনো পরিনি। আমি ঘড়িও পরি না। আগে একসময় ঘড়ি পরতাম। এখন মোবাইলে যেহেতু টাইম দেখা যায় তাই ঘড়ি বাসায় পড়ে থাকে। অলংকার বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার খুবই কম। তবে এটা সত্য, আমার বউ যখন খুব রাগ করেন তখন মান ভাঙানোর জন্য আমি ছোটখাটো স্বর্ণ নিয়ে আসি। এটা সত্য। আমার স্ত্রীও একটা টকশোয় বলে বসলেন, তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হলে একটা লাভ হয়। খুব বেশি দামের আনি না। আমার বউয়ের বক্তব্য হচ্ছে, আমি কঞ্জুস কি না জানি না তবে আমি মিতব্যয়ী।

আমি শুধু এ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে চাই। প্রথমত বাংলাদেশের যে এক্সপোর্ট বাস্কেট। আমরা প্রায় পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি গার্মেন্টসের ওপর। আমাদের এক্সপোর্টের প্রায় ৮৫ ভাগ গার্মেন্টনির্ভর। এটি কোনো দেশের জন্য খুব বেশি স্বস্তিদায়ক নয়। এজন্য আমাদের বাণিজ্য বহুমুখীকরণ করা দরকার। রপ্তানি বহুমুখীকরণ করা দরকার। রপ্তানি বহুমুখীকরণ করার ক্ষেত্রে আমরা যেমন আইসিটির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। ইতোমধ্যে আইসিটি খাতের সেবা রপ্তানি করে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার আয় করছি।

জুয়েলারি শিল্প একটা বড় শিল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ আমাদের দেশে ভালো কারিগর আছেন। কিন্তু এখন জুয়েলারি শিল্প কারিগরনির্ভর নয়। কারিগরদের দক্ষতার সঙ্গে যদি যান্ত্রিক কৌশল যোগ করা যায়, তাহলে আমি মনে করি জুয়েলারি শিল্প থেকে বিরাট একটা অঙ্ক এক্সপোর্ট করতে পারব। আমাদের দেশের জনগণ বিশেষ করে মেয়েরা, পুরুষরাও অনেক সময় গহনা পরেন। এভাবে জুয়েলারির কদর সেটা কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় এত নেই। আমাদের দেশে বিয়ের সময় যেভাবে স্বর্ণালংকার দিতে হয়, সেটার জন্য যেভাবে আলাপ-আলোচনা হয়, ধরে দেওয়া হয়; সেজন্য আমি মনে করি এখন থেকে মনোযোগ দেওয়া হলে আমাদের দেশ থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের জুয়েলারি রপ্তানি করা সম্ভব। ভারতের একটা হিসাব দেখলাম, তিন মাসে ৬ হাজার কোটি টাকার স্বর্ণালংকার রপ্তানি করেছে। তাহলে ভারত থেকে নিশ্চিতভাবে কয়েক বিলিয়ন ডলারের জুয়েলারি এক্সপোর্ট হয়। শুধু স্বর্ণালংকার নয়, ডায়মন্ডের জুয়েলারিও রপ্তানি হয়।

আমি মনে করি বাংলাদেশ থেকেও বিলিয়নস অব ডলারের জুয়েলারি এক্সপোর্ট করা সম্ভব। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নীতিমালা করে দিয়েছেন। নীতিমালার আলোকে আমাদের জুয়েলারি শিল্প মালিকরা গহনা তৈরি করে রপ্তানি করতে পারবেন। আমদানির ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, এজন্য স্বর্ণ প্রায় চোরাচালান হতো। নীতিমালার ভিত্তিতে চোরাচালানও কমে যাবে এবং বন্ধ হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোল্ড রিফাইনারি করার অনুমতি দিয়েছেন।

আমি মনে করি এ শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, তাদের আমি অনুরোধ জানাব, কীভাবে আমরা জুয়েলারি এক্সপোর্ট করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারি তার ওপর একটু মনোযোগ দেওয়ার জন্য। ৫ হাজার বছর আগে থেকে

আমাদের দেশে স্বর্ণালংকার ব্যবহার হয়। কিছুদিন আগে আমি ইজিপ্ট গিয়ে সেখানকার জাদুঘরগুলোয় গিয়েছিলাম। ৫ হাজার বছর আগে তাদের রানি মারা গেছেন, তার মমির সঙ্গে তার স্বর্ণালংকার দিয়ে রাখা হয়েছে। এ রকম ৬ হাজার বছর আগের মমির সঙ্গেও স্বর্ণালংকার আছে। অর্থাৎ সভ্যতার পর থেকেই স্বর্ণালংকারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। মানুষ তখন থেকেই এ সম্পর্ক লালন করে আসছে।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'সেলিব্রেটিদের গহনা ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসাবে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী। উল্লেখিত লেখাটি বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

আইনের সংস্কার ও কর সুবিধা জরুরি

সায়েম সোবহান আনভীর
প্রেসিডেন্ট, বাজুস

বাজুসের পক্ষ থেকে কিছু চাহিদা আছে, খুব সিম্পল। আমরা সবাই শিল্পের কথা বলি। কিন্তু শিল্প কেন করব আমরা? শিল্পকারখানা করার জন্য কিছু নীতি সহায়তা দরকার। এটা আমাদের সরকার চেষ্টা করছে। আমরা তাতে খুশি। আমরা কীভাবে ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করব। আমরা গার্মেন্টসে কি ভারতের আগে যাইনি? বাংলাদেশ কিন্তু তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আমরা জুয়েলারিতেও পারব। আপনারা বিশ্বাস করেন আর না করেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি বিদেশে অনেক বড় বড় জুয়েলারি আছে সেখানে বাংলাদেশের লোকজন কাজ করেন। বাংলাদেশের মতো সূক্ষ্ম হাতের কারিগর কিন্তু দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এটা কিন্তু বোঝার ব্যাপার আছে।

বাংলাদেশের আরেকটা বড় ব্যাপার হলো গোল্ডের ব্যবসা নাকি স্মাগলিং করে। করবে না কেন? দুবাই থেকে গোল্ড আনলে ট্যাক্স ফ্রি। বাংলাদেশে আপনারা উচ্চহারে ভ্যাট-ট্যাক্স করে রাখছেন। সবার অভিযোগ একটাই। ট্যাক্স ফ্রি করে দেন তাহলে আর স্মাগলিং হবে না। এটা চাইলেই তো হবে, সরকারকে আমাদের সহায়তা করতে হবে কিছু কিছু বিষয়ে। এনবিআর, অর্থ মন্ত্রণালয়কে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। স্মাগলিংটা কীভাবে বন্ধ করা যায়। দুবাই থেকেই প্রধানত চোরাচালানটা হচ্ছে। এটা সবাই জানি, এটা ওপেন হয়ে গেছে এখন। চোরাচালানের মাধ্যমে আনলে দেখা যায় কিছু একটা মার্জিন থাকে। এই ট্যাক্স-ভ্যাটটা সরিয়ে দেন দেখবেন চোরাচালানটা আর হবে না। একদম সোজা হয়ে যাবে এটা।

আরেকটা বলার বিষয় হচ্ছে, জুয়েলারি খাতে আপাতত ৪৪ লাখ মানুষ সম্পৃক্ত রয়েছে। যদি আমরা সরকারের সহযোগিতা পাই। সঠিকভাবে উৎসাহ দেয়। আমি মনে করি এটা হবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প। আমরা মনে করি জুয়েলারি ফ্যাক্টরি করতে না জানি কত টাকা লাগে। আমার মতে ৫০ লাখ বিনিয়োগ করেও শুরু করা যেতে পারে। কোনো কিছুই এক দিনে বড় হয় না। বটগাছ হতে কিন্তু সময় লাগে। আমরা যেমন একটা ইন্ডাস্ট্রি করছি ইনিশিয়ালি ৬ হাজার লোক কাজ করবে জুয়েলারি ফ্যাক্টরিতে। আমাদের পরিকল্পনা আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৩০ হাজার লোক কাজ করবে এ ইন্ডাস্ট্রিতে। আমরা ৬ হাজার দিয়ে শুরু করে ৩০ হাজারে যেতে পারলে ছয়জন দিয়ে শুরু করে ৬০ জনে যাওয়ার মতো ১ হাজার ইন্ডাস্ট্রি করা সম্ভব। দেখবেন এতে নতুন একটা ডিরেকশন এসে পড়বে।

সরকার এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন করে দিচ্ছে। এ শিল্পের জন্য একটা নিরাপদ জায়গা দরকার। ৩০০ থেকে ৪০০ জন ব্যবসায়ী বলেছেন আমাদের একটা নিরাপদ জায়গা দেন বসুন্ধরার ভেতরে। আমি বললাম বসুন্ধরার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে না। আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাব ঢাকার আশপাশে একটা জায়গা দেওয়ার জন্য। ৩ হাজার বিঘা বা ১ হাজার একর জায়গা চাইব আমি। জমি দিলে দেখবেন জুয়েলারি রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের জন্য সবাইকে ১০ বছরের জন্য ট্যাক্স ফ্রি দেওয়া হয়। আমরাও যদি এ সুবিধা পাই দেখবেন সবকিছু শিথিল হয়ে যাবে। রপ্তানি বাড়বে, সবকিছু লিগ্যাল ফরমেটে চলে আসবে। আমাদের আইন সংস্কার না করলে কোনো দিনই বাংলাদেশে চোরাচালান বন্ধ হবে না। যে যত বড় বড় গানই দিই, যে যত বড় বড় কথাই বলি। আইন শিথিল করেন,

ট্যাক্সেশন শিথিল করেন সবকিছু সোজা হয়ে যাবে। গার্মেন্টসে ভ্যালু অ্যাডিশন বেশি নেই। সর্বোচ্চ ৫ থেকে ৭ শতাংশ ভ্যালু অ্যাডিশন হয়। যেখানে জুয়েলারিতে ৫০ শতাংশ ভ্যালু অ্যাডিশন করা সম্ভব। যদি মনোযোগ দেন বাংলাদেশে ডিজাইনারের অভাব নেই। চারুকলার ছেলেমেয়েরা এত সুন্দর নিখুঁত কাজ করেন। কিন্তু আমরা কাউকে উৎসাহ দিই না। দেশের মানুষকে কাজে লাগান। একটা সময় বাংলাদেশকে বলা হতো তলাবিহীন ঝুড়ি। আজকে কি আমরা তলাবিহীন ঝুড়ি না ১৯৭৫ সালে দুর্ভিক্ষের সময় চিন্তায় পড়ে গেল এ দেশের মানুষ খাবে কী। আজ কিন্তু ১৮ কোটি মানুষ। খাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ। সব দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। শুধু পলিসি ঠিক করেন, ট্যাক্সেশন ঠিক করেন। ইনশাআল্লাহ সবকিছু সমাধান করা সম্ভব।

নারী স্বর্ণশিল্পী দেখতে চাই

শিরীন আখতার
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ

স্বর্ণ একটা মূল্যবান জিনিস। আমাদের প্রয়োজনীয় অলংকার যদি বলি তাহলে সেটাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই স্বর্ণ ব্যবহার আমরা দেখে এসেছি। সেটা পুরুষ এবং নারী উভয়েই ব্যবহার করেছে। এখনো করছে। সুতরাং স্বর্ণ শুধু নারীর ঐতিহ্য, নারীর গহনা নয়। একদিকে প্রাধান্যটা দেওয়া হচ্ছে নারীর কারণে। অলংকার হিসেবে নারী এটা ব্যবহার করছে এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রেই নারীরা পছন্দ করছে স্বর্ণকে। আরও অন্যান্য ধাতু রয়েছে। তার মধ্যে স্বর্ণকেই বেশি পছন্দ করছে। আমি বলতে চাই স্বর্ণকে নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে মনে করেন। ফলে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয়।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে সবার কাছে স্বর্ণ পৌঁছে দিতে হলে খুব অল্প সোনায় কীভাবে গহনা তৈরি করা যায়। তাহলে সেটা অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পাবে। সেরকম কারুকার্য করা গহনা যদি কারিগররা তৈরি করেন আমার মনে সেটা অনেক বেশি উপকারে আসবে। আমি শুনেছি আমার দেশ থেকে স্বর্ণ রপ্তানি হবে। এটা শুনে আমি খুবই আনন্দিত। রপ্তানির মাধ্যমে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেলে আমাদের দেশের জন্য বড় ধরনের কাজ হবে। যার মাধ্যমে আমরা আমাদের শক্তিসম্পদ অর্জন করতে পারব। আমার মনে হয় এ জায়গাটার দিকে নজর দিতে হবে। বাজুস যত বেশি শক্তিশালী হবে, এ সংগঠনের সবাই যত বেশি উদ্যোগী হবেন ততই আপনাদের ব্যবসা সমস্ত কিছু এগিয়ে যাবে।

সোনা একটা শিল্প হিসেবে গড়ে উঠুক। শিল্প হিসেবে যাতে স্বর্ণকে দেখতে পাই। সেটার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। সেদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন কীভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এ উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা বলতে পারি ১৭ কোটি মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যা কিছু সম্পদ সেটা কাজে লাগাব। এবং কাজে লাগানোর মধ্য দিয়েই আমরা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। যেটা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সোনার মানুষ হবে কঠোর পরিশ্রমী। যারা দেশকে ভালোবাসবে। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সব ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করবে। অভিবাদন জানাচ্ছি বাজুস সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীরকে।

আরেকটা কথা বলি, স্বর্ণশিল্পী হিসেবে আমরা মেয়েদের একটু কমই দেখি। আমি জানি না অবস্থা কী। তবে আশপাশে অতটা নারী কারিগর দেখি না। আমার মনে হয় সমস্ত ক্ষেত্রে নারীরা যখন এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় কাজ করছে। আজকে গার্মেন্টস সেক্টরে, কৃষিতে কাজ করছে। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। আমার মনে হয় নারীদের সে সুযোগটা দিতে হবে। তারা কিন্তু আরও ভালো কাজ করবে।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'নারীর ঐতিহ্য, নারীর গহনা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

পোশাকের চেয়ে জুয়েলারি শিল্পে সম্ভবনা অনেক বেশি

অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএসইসি

একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সেটি নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। সেটিও আমাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ। তা সত্যিই বিভিন্ন অঙ্গনে সাড়া ফেলেছে। বিভিন্ন আলোচনা, কথাবার্তার মাধ্যমে এ সেক্টরের ভূমিকা, সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ এবং সামনের দিনগুলোয় বাংলাদেশের উন্নয়নে এ সেক্টরের কী কী করার সুযোগ আছে সে বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এটা বিভিন্ন মহলে আলোচিত এবং তথ্যগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে।

আশা করা যায়, সত্যিকার অর্থে এ দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করবে বাজুস। পৃথিবীতে বাটা ট্রেড দিয়ে প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হয়। তার পরই সমস্যা শুরু হয়েছিল বাটা ট্রেডের বিভিন্ন প্রডাক্ট নিয়ে। কারণ কমোডিটিগুলো একেকটা একেক ন্যাচারের, একেক ফর্মের এবং একেক প্যারিশেবল-নন প্যারিশেবল, ক্যারিজ-নন ক্যারিজ বিভিন্ন সমস্যার কারণে বাটার ট্রেড আস্তে আস্তে মানুষের ব্যবসাবাণিজ্যের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিভিন্ন প্রডাক্ট মানুষ বিভিন্ন শতাব্দীতে ব্যবহার করার পরে একটা সময় এসে তারা চিন্তা করে খুঁজে পায় এমন একটি খনিজ পদার্থ সৃষ্টিকর্তা আমাদের দিয়েছেন। যেটি খুব রেয়ার এবং ভালো একটি খনিজ সম্পদ। যেটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে ব্যবহার করা যায়।

দৈনন্দিন কোনো বিষয়ে ব্যবহার করতে গেলে এটার ইন টার্মস অব ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই খুব এক্সপেনসিভ কিছু হয়ে যাবে। তো তখন থেকেই কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন। সেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থেকে আস্তে আস্তে পৃথিবীতে আজকের কথাই বলি– আমাদের স্বর্ণের ডিমান্ডের কারণে যে প্রাইস সে কারণে আমাদের ব্যাগে, মানিব্যাগে, হ্যান্ডব্যাগে বা ভ্যানিটি ব্যাগে স্বর্ণমুদ্রা এখন ক্যারি করা সম্ভব না। এবং সেটা দিয়ে আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পারব না। যার জন্য গ্রাজুয়েলি ১৭ শতাব্দীতে বা তার আশপাশে যখন ভালো প্রিন্টিং মেশিন চলে আসে তখন এ লিগ্যাল টেন্ডার বা টাকা তখন ব্যবহার করি। আস্তে আস্তে আমাদের কাছে ব্যবহারের জন্য চলে আসে।

তবে টাকা সার্কুলেশনের পেছনেও গোল্ডের রিজার্ভ বড় ভূমিকা রাখে। আমরা কি ১ঃ১ এ মানি সার্কুলেট করব, না ১ঃ২, না ১ঃ৫ এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে কীভাবে সমন্বয় করব? সবকিছুর পেছনে এখনো গোল্ডের ভূমিকা অনেক। আমরা মনে করি এ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মেনটেইন করতে গিয়ে সারা বিশ্বে গোল্ডের যে ডিমান্ড সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর বড় বড় অর্থনীতি গোল্ডকে রিজার্ভ হিসেবে রাখে। কারণ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে তার ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের কারণে তার অনেক রকম প্রাইস স্কেলিশন এবং অনেক কারণে প্রাইস পড়েও যায়। যে কারণে চীন, ভারত এখন গোল্ড রিজার্ভ করছে। সে কারণে ওখানে কিন্তু ডিমান্ড সৃষ্টি হচ্ছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল এবং এলএনজি আমদানির কারণে তাদের কাছেও অতিরিক্ত অনেক সঞ্চয় হচ্ছে। যেটা তারা গোল্ডে রূপান্তরিত করে রিজার্ভ হিসেবে রাখছে। এ প্রডাক্টটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ। যেটা মানুষের ঘরে এবং সরকার বা রাষ্ট্র এটাকে সংরক্ষণ করে।

কিন্তু আমরা কেন যেন এটাকে এতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করিনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এখনো প্রত্নতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন জায়গায় মাটি খুঁড়ে অনেক কিছু বের করেন। সেখানেও জুয়েলারির সন্ধান পাওয়া যায়। বোঝা যায় এ সম্পদটির গুরুত্ব তখনো পরিবার-সমাজে কীরকম ছিল। তখন থেকেই দেখা যায় এটা শুধু স্বর্ণের একটি বার আকারে ছিল না। এটা কনভার্ট করে জুয়েলারিতে রূপান্তরিত করতে গিয়ে ক্রিয়েটিভি ইনোভেশন এবং হাতের কাজ, জ্ঞান-বুদ্ধি, মাথা এবং হাতের সমন্বয় এ জিনিসগুলো একটা আর্ট হিসেবে হাজার হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীতে রয়ে গেছে। এটা যারা পারেন এবং করেন তারা একজন শিল্পী এবং তাদের প্রপার সম্মান কিন্তু আমরা দিতে পারিনি। আমাদের এশিয়ার মানুষ যারা ইংল্যান্ড, কানাডা বা আমেরিকায় সেটেল হয়েছেন তারা এসব গহনার প্রধান ক্রেতা। সুতরাং এ দেশগুলোয় আমাদের বড় ধরনের রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। পরবর্তী ৩০০ বছরকে বলা হয় এশিয়ান এরা। ধরে নেওয়া হচ্ছে এশিয়ান এরাতেই সমস্ত উন্নতি হবে। বিদ্যা-বুদ্ধি, ইনোভেশন এবং নতুন যা কিছু তা এদিক থেকেই আসবে। সুতরাং এখন হচ্ছে রাইট টাইম। ১৪-১৫ বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ থেকে ৩০ বছর আগে আমরা ভাতকাপড় নিয়ে আলোচনা করতাম। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নিয়ে কথা বলতাম। এখন কিন্তু আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। আমাদের যে প্রজেকশন যাতে লিভিং পাওয়ার ক্রয়ক্ষমতা আরও বাড়বে। আমাদের ডিসপেজেবল ইনকাম যখন আরও বাড়বে তখন জুয়েলারির ডিমান্ড আরও বাড়বে। আমাদের দেশের মানুষ যারা দেশে-বিদেশে গেছেন। প্রথম দিকে নিজেদের স্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের হাতেও এখন সঞ্চয় আছে। তারা ওই দেশে বসে কেনাকাটা করেন।

আমরা একটা বিপুল রপ্তানি বাজার এখানে দেখতে পাচ্ছি। নিজের দেশেও একটা বাজার দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এরকম একটা সুযোগ যেখানে আমাদের দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার কারণে বিরাট একটা মার্কেট তৈরি হতে যাচ্ছে। ২৫০ বিলিয়ন থেকে ৫০০ বিলিয়নে চলে এ মার্কেট। আমাদের জিডিপির সাইজের প্রায় সমান হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববাজার। এরকম একটা সুযোগ আমরা কেন হারাব। দেশে এবং বিদেশের মার্কেটে গোল্ডের ব্যবসার যে সুযোগ, আমরা যদি এই সময়ে তা ধরতে না পারি, যে সুযোগে আমাদের পাশের দেশ খুব ভালোভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করছে; তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করে ফেলব। রপ্তানির বাস্কেট বাড়াতে হলে এরকম প্রডাক্ট নিয়েই কাজ করতে হবে। এত সুযোগসুবিধা দিয়ে গার্মেন্টসকে এখানে নিয়ে আসতে পারলে আমার মনে হয় জুয়েলারি শিল্পে সম্ভাবনা আরও বেশি।

হাতের কাজ করা শিল্পীর যে সমন্বয় আমাদের দেশে আছে, তারা খুবই উপেক্ষিত। তারাও একটা সামাজিক মর্যাদা পাবে। চোরাচালান নিয়ে যেসব কথাবার্তা এলো সেখান থেকে মুক্তি পাব। রপ্তানির উদ্যোগ নিলে এনবিআরের উচিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা এখনই দিয়ে দেওয়া। লোকাল মার্কেটে হয়তো ভ্যাট বা ট্যাক্স কিছুটা আসতে পারে। কিন্তু এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা গার্মেন্ট পায়, সেই সুবিধা পাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হিসেবে আমাকে বলা হলে, আমি এনবিআর এবং সরকারের অন্য জায়গায় কথা বলব।

তবে লোকাল এবং রপ্তানি দুটো মার্কেটকে আলাদা করে দেখতে হবে। গার্মেন্টসেও লোকাল মার্কেটে বিক্রির জন্য ট্যাক্সের একটা নিয়ম, রপ্তানিতে আকেটা নিয়ম। এক্সপোর্টে কিছুই না লোকাল মার্কেটে তো দিতেই হয়। বিশাল মার্কেট ও সম্ভাবনার কথা শুনলাম। একটা স্ট্রাকচারড হয়ে পলিসিগুলো ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আমার মনে হয় খুব সহজ। জুয়েলারিতে অভিজ্ঞ লোকজন সব আছেন। এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে গিয়ে নতুন করে করা খুব মুশকিল হবে। এ ছাড়া হাতের কাজের লোক পাওয়াও মুশকিল হবে। আর আমাদের প্রবাসীরা যেখানে থাকেন সেখানে যে ডিমান্ড এটা আমাদেরই পূরণ করতে হবে। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়াটা একদম ঠিক হবে না।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'অর্থনীতিতে জুয়েলারি শিল্পের অবদান ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

গহনা নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়

ফরিদা ইয়াসমিন
সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব

সভ্যতার শুরু থেকেই গহনার প্রচলন। হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার শুরুতে সোনার ব্যবহার শুরু হয়। আমরা যখন প্রাচীন মূর্তিগুলো দেখি, তখন কিন্তু দেখি তাদের গায়ে কত ধরনের গহনা। মুসলিমদের মধ্যে গহনার প্রচলন শুরু হয় মুঘল সাম্রাজ্যে। গহনা আমরা পছন্দ করি বা না করি গহনা কিন্তু একটি বিনিয়োগ। বিশেষ করে নারীদের বিনিয়োগ। নারীরা কিন্তু তেমনভাবে সম্পদের অধিকারী নয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নেই বললেই চলে। স্বামীর সম্পত্তি তেমনভাবেও পায় না। কিন্তু গহনা একান্তই তার।

বিয়েতে যে গহনা দেওয়ার প্রচলন, এটা কিন্তু নারীকে একটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। সোনার গহনা তার একটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। যত গহনা থাকবে তাকে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে ভাবে নারী। যখনই তার কোনো বিপদাপদ হয়, টাকার প্রয়োজন হয় নারী সেই গহনাটা বিক্রি করে প্রয়োজন মেটায়। শুধু সোনার গহনা নয়, রুপার গহনাও মূল্যবান। সেই গহনায় ডায়মন্ডসহ নানাবিধ পাথর ব্যবহার করে কখনো কখনো আরও আকর্ষণীয় ও মূল্যবান করে তোলা হয়। নারী যখনই সুযোগ পায়, যখনই কিছু অর্থ জমা করে তখনই চেষ্টা করে কিছু গহনা কিনে রাখার।

আমরা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি মা-চাচিদের সোনার গহনা কিনতে। কারণ গহনা একমাত্র নারীর নিজস্ব সম্পদ। এখানে কিন্তু পুরুষের কোনো অধিকার নেই। স্বামীরাও মানেন গহনা শুধুই তার স্ত্রীর বা নারীর মালিকানাধীন। গহনা যদি পুরুষ কোনো প্রয়োজনে চায়, যদি তার স্ত্রী বলেন, আমি এঁা দেব না তাহলে এটাতে স্বামীর কোনো অধিকার থাকে না। গহনা নারীর সম্পদ এটা বৈবাহিক দলিলেও বলা আছে। নারী যে এত সোনার গহনা পছন্দ করেন, আমি মনে করি এটাও একটা দিক। তবে শুধু নারী নয়, পুরুষরাও এখন গহনা পরেন। গহনা সৌন্দর্যের আনুষঙ্গিক বস্তু।

আমরা যদি শিল্পের কথা চিন্তা করি, এটা কিন্তু একটা বিশাল শিল্প। এ শিল্পে ৫০ থেকে ৬০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। আমি যতটুকু জেনেছি বাজুসের সদস্য ৪০ হাজার। যদি চিন্তা করি এই শ্রমিকদের উপার্জনের সঙ্গে তার পরিবারের কতজন সদস্য জড়িত; বিশাল একটা অঙ্ক। প্রতি বছর ২ লাখ কোটি টাকার ব্যবসা হয় স্বর্ণশিল্পে। আমি যদি এটাকে শিল্প হিসেবে দেখি তাহলে এ শিল্পের উন্নয়ন আমার চিন্তা করতে হবে। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের কথা চিন্তা করতে হবে। শ্রমিকদের পরিবারের কথা চিন্তা করতে হবে। বাজুস একা শুধু শ্রমিকদের উন্নয়নে কাজ করবে সেটা কতটুকু সম্ভব হবে? এর সঙ্গে সরকারেরও সহায়তা প্রয়োজন। সরকারকে দেশি শিল্পে সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এ শিল্পটার সঙ্গে রপ্তানিও জড়িত।

আমাদের দেশে ঠিক কতজন সোনা পরেন আমরা অনুমান করতে পারি। যদিও পরিসংখ্যান ওই ভাবে বলতে পারব না। একেবারে ধনী বা উচ্চবিত্ত শ্রেণি বেশি পরে, নিম্নবিত্তরাও অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে একটু সোনা কেনার চেষ্টা করে। এটা সম্পদ হিসেবে রাখে। বিপদে আপদে সেটি আবার বিক্রি করে দেয়। আমি বলব রপ্তানিনির্ভর শিল্পে অনেকের আগ্রহ আছে। বিদেশিদের আগ্রহ আছে বাংলাদেশের গহনার প্রতি। বিদেশে খনিতে সোনা উৎপাদন হয়।

সেখান থেকে অপরিশোধিত সোনা এনে গহনা তৈরি করা হয়। এ শিল্পে যে শ্রমিকদের কথা বলছি, সেখানে নারীদের নিয়োগ দেওয়া বা অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানাব। আমরা যতটুকু জানি, সোনার গহনার শ্রমিক হিসেবে পুরুষরাই কাজ করেন। সেখানে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া, নারীদের নিয়োগ এবং শ্রমিকদের কল্যাণে কী চিন্তা করা যায় এগুলো নিশ্চয় বাজুস করবে।

গণমাধ্যমের মানুষ হিসেবে বলব, এ শিল্পের সঙ্গে এতগুলো পরিবার জড়িত, এতগুলো মানুষ জড়িত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন জড়িত; এ শিল্পকে কীভাবে আরও এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয়ে গণমাধ্যম তাদের জায়গা থেকে কথা বলবে, কাজ করবে। গহনা শিল্পের পেছনে অনেক মানুষের শ্রম, ঘাম আছে এবং তা বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতির চাকার সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতির চাকা সচল হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করছেন। আমি গণমাধ্যমকে এ শিল্পের দিকে নজর দিতে বলব যাতে এটি প্রসার লাভ করতে পারে; যাতে তারা নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারে। গণমাধ্যম সব ক্ষেত্রে কাজ করে। তারা অসহায় মানুষ, ব্যবসা ও দেশের উন্নয়নের কথা বলে। আবার দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনাও গণমাধ্যম তুলে ধরে, তো গণমাধ্যম এ শিল্পের উন্নয়নের বিষয়টিতে নজর দেবে বলে আমি আশা করি

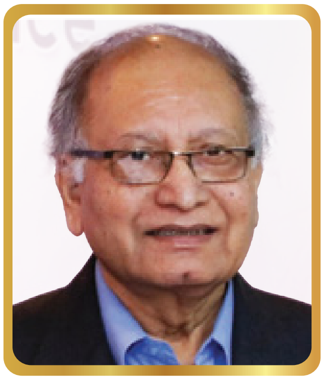

বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্পের সম্ভাবনাঃ চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রযাত্রার পথ

ড. মোস্তফা কে মুজেরী
নির্বাহী পরিচালক
ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

১. সূচনা

বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে উচ্চ এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস একটি দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান আয় গণমানুষের ব্যয় করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। অধিকন্তু শ্রমশক্তিতে নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল মিডিয়ার অগ্রগতি যা রিয়েলিটি শো, চলচ্চিত্র, মিউজিক ভিডিও এবং অন্যান্য মিডিয়া আউটলেটের মাধ্যমে উচ্চ ফ্যাশন প্রচার করে, জনগণকে জুয়েলারি, অলংকারসহ ফ্যাশনসামগ্রীর ব্যবহারের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করেছে। এটি জুয়েলারির অনলাইন বাজার বৃদ্ধির দ্বারাও উদ্দীপিত হয়েছে, যা ইন্টারনেটের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি এবং কম দামে অনলাইনে পোশাক ও জুয়েলারির প্রাপ্যতার দ্বারা চালিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প অত্যন্ত শ্রমঘন, যা দেশি বাজারে খুচরা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য আনুমানিক ২-৩ লাখ কারিগর এবং বিপুলসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে। এ শিল্পের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে এর বিনিয়োগ-কর্মসংস্থান অনুপাত অন্যান্য তুলনামূলক শিল্পের তুলনায় কম। প্রাপ্য বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২০ সালে বাংলাদেশে স্বর্ণের অলংকার, স্বর্ণের বার এবং রৌপ্য বিক্রি ছিল ২ হাজার ৮৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা ২০৩০ সালে ২১ হাজার ০৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিপরীতে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী জুয়েলারি বাজারের মূল্য ছিল ২১৬ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৩ সালে এ বাজার ২২৪ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০৮ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশ এখনো তার সম্ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ব জুয়েলারি রপ্তানি বাজারে অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারেনি। অধিকন্তু, বাস্তবতা হচ্ছে এই যে জুয়েলারি শিল্পের প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি এবং বিকাশ অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ এবং বৃহত্তর লাভজনক রপ্তানি বাজারে প্রবেশ এ উভয় চ্যানেলের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। এটি কেবল মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে না বরং দেশের ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত কর্মসংস্থান প্রদান করবে।

বাংলাদেশের কারিগরদের উৎকৃষ্টমানের স্বর্ণের অলংকার ও জুয়েলারি উৎপাদক হিসেবে দীর্ঘ সুনাম রয়েছে। কিন্তু দেশের অন্যতম প্রাচীন শিল্প এবং অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারে উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে জুয়েলারি শিল্প এখনো তার কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনায় বিকশিত হয়নি। অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবসার জন্য স্বর্ণ সংগ্রহে অসুবিধা, আর্থিক ও নীতি সহায়তার অভাব এবং প্রযুক্তি, উৎপাদনপ্রক্রিয়া, জুয়েলারি পণ্যের নকশা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ধীর অগ্রগতি।

২. সীমাবদ্ধতা এবং চ্যালেঞ্জ

স্বর্ণের সরবরাহ : বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের প্রধান বাধা হচ্ছে স্বর্ণের সরবরাহ যা সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। স্বর্ণনীতি ২০১৮ কিছু কঠোর নিয়মের অধীনে স্বর্ণের বার এবং ফিনিশড জুয়েলারি আকারে তৈরি স্বর্ণ

আমদানির অনুমতি দিয়েছে। পরে ২০২১ সালে সংশোধিত নীতি অপরিশোধিত এবং আংশিকভাবে পরিশোধিত স্বর্ণ ও স্বর্ণের আকরিক আমদানির অনুমতি দিয়েছে। অতীতে ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণের জুয়েলারি রপ্তানির নির্দেশিকা এবং পদ্ধতির রূপরেখাসহ জুয়েলারি রপ্তানি স্কিম প্রণয়ন করেছিল এবং জুয়েলারিকে উন্নয়নের জন্য নতুন রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, উন্নয়নের সহায়ক নীতির অনুপস্থিতিতে এসব প্রচেষ্টা রপ্তানিকে তেমন গতি দিতে পারেনি। স্বর্ণনীতি ২০১৮ ঘোষণা এবং ২০২১ সালে এর সংশোধনের পর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০২১ সালে বিভিন্ন গ্রেডের স্বর্ণের বার এবং স্বর্ণের কয়েন উৎপাদন ও বাজারজাত করার জন্য স্বর্ণ শোধনাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করেছে। এসওপি অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদন শুরু করার পরে বন্ডেড গুদাম এবং কর অব্যাহতির সুবিধা দেয়। অধিকন্তু, শোধনাগারগুলোয় ব্যবহৃত মূলধনি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের শুল্কমুক্ত আমদানিও অনুমোদিত। এসব প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জুয়েলারি শিল্প বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি-সক্ষমতা অর্জন করতে পারে যার ফলে 'মেড ইন বাংলাদেশ'সংবলিত স্বর্ণের বার ও অলংকার রপ্তানির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে স্বর্ণ এবং অপরিশোধিত ও আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণ ও স্বর্ণ আকরিক আমদানিসংক্রান্ত একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিকাঠামো গ্রহণ করা; যাতে জুয়েলার্স ও কারিগরদের শুধু গ্রাহকদের পুরনো স্বর্ণের অলংকার বিনিময়ের ওপর নির্ভর করতে না হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির বর্ধিত ব্যবহার : বর্তমানে জুয়েলারি উৎপাদনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, আনুষঙ্গিক এবং রাসায়নিক উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অবস্থা বেশির ভাগই অপর্যাপ্ত। মূল কাজগুলো এখনো বেশির ভাগ পুরনো সরঞ্জাম ব্যবহার করে হাতে সঞ্চালিত হয়। ফলস্বরূপ প্রক্রিয়াটি কিছু কিছু গুণগত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়; যা আধুনিক ও উন্নত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে অতিক্রম করা যেতে পারে।

নতুন এবং উদ্ভাবনী ডিজাইনের ব্যবহার : যদিও ডিজাইনের পরিবর্তন জুয়েলারি শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে ডিজাইন পরিবর্তনের উৎসগুলো বাংলাদেশে বেশ সীমিত এবং বেশির ভাগ কারিগরের নিজস্ব কল্পনা এবং কিছু গ্রাহক ক্যাটালগ ব্যবহার করে সরবরাহ করে। এসব ডিজাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যের বিভিন্ন নকশা এবং এর মধ্যে রয়েছে চেইন, নেকলেস, কানের দুল, আংটি, ব্রেসলেট ও অ্যাঙ্কলেট ইত্যাদির মতো পণ্য। তবে এসব পণ্য উৎপাদনপ্রক্রিয়া একটি ক্রমানুসারে সঞ্চালিত হয় যাতে একটি নির্দিষ্ট জুয়েলারি আইটেম উৎপাদনের জন্য বেশ কয়েকজন কারিগর জড়িত হন। ফলে একজন কদাচিৎ কোনো সম্পূর্ণ আইটেম তৈরিতে বিশেষজ্ঞ হতে পারে, বরং শুধু নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে বিশেষজ্ঞ হয়।

আর্থিক পরিষেবার প্রাপ্যতা : আর্থিক পরিষেবাগুলোয় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত প্রবাহের অনুপস্থিতিতে আর্থিক পরিষেবার প্রাপ্যতাও একটি বড় বাধা। ফলস্বরূপ, জুয়েলারি শিল্পের বেশির ভাগই পারিবারিক উৎস, বন্ধুবান্ধব এবং ব্যবসার লাভ থেকে পাওয়া তহবিলের ওপর নির্ভরশীল। তার ওপর, বাধ্যতামূলক সীমাবদ্ধতাগুলো শিথিল করতে এবং শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক সরকারি নীতি বেশির ভাগই খণ্ডিত এবং অস্বচ্ছ।

রপ্তানি সম্ভাবনার অন্বেষণ : বাংলাদেশের জুয়েলারি বাজার মূলত অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে যেখানে সামান্য রপ্তানি সংযোগ রয়েছে। জুয়েলারি শিল্পের জন্য সরকারের নীতিও এ ব্যাপারে সক্রিয় নয়। যা হোক, এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে একটি প্রাণবন্ত জুয়েলারি খাত নিশ্চিত করার জন্য দেশি বাজার বিকাশের পাশাপাশি রপ্তানি বাজারের অন্বেষণ অপরিহার্য। রপ্তানি সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে এবং একটি বৃহত্তর ও লাভজনক বাজারের রপ্তানি চ্যানেলগুলো ব্যবহারের জন্য স্বর্ণের সরবরাহ চ্যানেলকে সহজীকরণ, সরঞ্জাম এবং আনুষঙ্গিক আধুনিকীকরণ, নিশ্চিতকরণসহ

বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট কৌশল গ্রহণ করতে হবে যার অন্তর্ভুক্ত হবে আর্থিক প্রবাহ, প্রযুক্তি ও বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সহায়তা পরিষেবা প্রদান। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে বাংলাদেশ থেকে মেশিনে তৈরি এবং হাতে কারুকাজ করা এ উভয় প্রকার জুয়েলারির বৈশ্বিক বাজারে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, হংকং, থাইল্যান্ড এবং অন্যান্য উন্নত দেশে যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী বাস করে সেখানে রপ্তানি করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অধিকন্তু, সম্ভাব্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বাজারে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, রপ্তানিযোগ্য মানের জুয়েলারি তৈরিতে সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক ব্যবহারে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং আমদানিকারক দেশের বাজারে বর্তমানে প্রচলিত জুয়েলারির ডিজাইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

অধিকন্তু, রপ্তানি বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করতে এবং ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক দেশগুলোর সঙ্গে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশি জুয়েলারির ডিজাইন, গুণমান এবং প্রচারের জন্য একটি উপযুক্ত ও ব্যাপক বিপণন কৌশল প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে এও স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের একটি সুবিধা হচ্ছে এটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য শেয়ার করে। মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্য অনেক দেশে ঐতিহাসিক মুরিশ, মোগল থেকে আধুনিক ডিজাইনের জুয়েলারির অগ্রাধিকার রয়েছে। একইভাবে জনপ্রিয়তা রয়েছে জয়পুর এবং অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় কুন্দন জুয়েলারির মতো প্রাচ্য নকশা যা বাংলাদেশি কারিগরদের কাছেও পরিচিত। এ ছাড়া হীরা, রুবি, পান্না এবং কালচারড মুক্তা ব্যবহার করে রত্নখচিত জুয়েলারি এসব দেশের জুয়েলারির বাজারে উচ্চ চাহিদা রয়েছে। একইভাবে, প্রাচ্য নকশাসহ হস্তশিল্পের সোনার জুয়েলারির সঙ্গে এসব বাজারে ব্রেসলেট এবং চুড়িও পছন্দ করা হয়। বিপণন কৌশল বিকাশ : নির্দিষ্ট বাজারে জুয়েলারি রপ্তানির জন্য এ বাজারগুলোয় জুয়েলারির চাহিদা, বিতরণের জন্য বিপণন চ্যানেল, মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি, যোগাযোগের পয়েন্ট, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং প্রচারমূলক দিকসহ দেশনির্দিষ্ট বিপণন কৌশল প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৩. অগ্রযাত্রার পথ: ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করার পাশাপাশি জুয়েলারি শিল্পকে চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠার জন্য কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যমান কৌশল এবং ব্যবসায়িক মডেলের যথাযথ পর্যালোচনা, উপেক্ষিত দুর্বলতা চিহ্নিত এবং জুয়েলারি শিল্পের মুখোমুখি মূল চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করা। এর জন্য জুয়েলারি শিল্পকে ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং সফল হতে ও প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য গ্রাহকের অভিজ্ঞতার নিরন্তর পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। যদিও জুয়েলারি শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলো বাস্তব, কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তিতে এগুলোর সমাধান বর্তমান।

সর্বজনীন গ্রাহককেন্দ্রিক পদ্ধতি অবলম্বন : বর্তমানে শোরুম বিক্রয় কেন্দ্র ছাড়াও জুয়েলারি শিল্পের অনলাইন বিক্রয় বিশ্বব্যাপী বাজারের ক্রমবর্ধমান শেয়ার দখল করছে; তবে জুয়েলারির বিভিন্ন অঞ্চল, প্রকার এবং ব্র্যান্ড জুড়ে বিস্তৃত বৈচিত্র্য রয়েছে। এটি বাংলাদেশেরও প্রধান প্রবণতা হয়ে উঠতে পারে। ভোক্তারা বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে কেনার আগে গহনা অনুভব করে পছন্দ করতে পারেন, একই সময়ে অনলাইন বিক্রয় শিল্পের সাশ্রয়ী মূল্যের ব্র্যান্ডেড জুয়েলারি বিভাগেও তারা আধিপত্য বিস্তার করে। এজন্য বিক্রয় কেন্দ্রের বিক্রেতাদেরও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করা উচিত ডেটা পরিমাপ এবং ট্র্যাক করার জন্য; যা ব্র্যান্ডের পরিচয়কে রূপ দেবে এবং গ্রাহকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এভাবে জুয়েলারি শিল্পকে একটি গ্রাহককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত হিসেবে অমনি-চ্যানেল গ্রহণ করতে হবে যাতে সব চ্যানেল একীভূত হয়; যেখানে গ্রাহকদের একটি একীভূত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকে... তা শোরুম বিক্রয়

কেন্দ্রে, ফিজিক্যাল স্টোরে, অ্যাপ ব্যবহার করে বা ওয়েবসাইটে যেখানেই হোক না কেন। যেহেতু জুয়েলারি শিল্প অমনি-চ্যানেলে ফোকাস করবে, এটি ভোক্তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে সক্ষম হবে এবং উচ্চ মার্জিন সম্ভাবনাও অফার করতে পারে।

রিয়েল-টাইম গ্রাহক ডেটা ব্যবহার : এই ডিজিটাল যুগে গ্রাহক জুয়েলারি বিক্রেতারা কখন এবং কোথায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তার একটি সঠিক রেকর্ড রাখতে চান। বিচ্ছিন্ন সিস্টেমে তথ্য একটি একক চ্যানেলে রেকর্ড করা হয় (যেমন ইন-স্টোর পয়েন্ট অব সেল) যা গ্রাহকের প্রোফাইলের শুধু একটি একক তথ্য প্রদান করে, তারা ই-কমার্স, মোবাইল অ্যাপস, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মতো অন্য চ্যানেলগুলোর তথ্য বিবেচনা না করেই। এজন্য জুয়েলারি বিক্রেতাদের গ্রাহক সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং সব বিক্রয় চ্যানেলে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আধুনিক গ্রাহক ডেটা বিশ্লেষণসহ সব চ্যানেলের গ্রাহক ডেটা আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ভোক্তাদের আচরণের ধরন এবং গতিশীলতা পরিবর্তন বিশ্লেষণ : এ ডিজিটাল যুগের ভোক্তারা যে জুয়েলারি পণ্য কিনতে চান সে সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান এবং তথ্য বিদ্যমান। তারা সহজেই পণ্য রিভিউ, প্রতিযোগী পণ্যের মূল্য ইত্যাদির মতো তথ্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং সম্ভবত ভোক্তাদের এ ধরনের পণ্য সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকবে। এটি প্রতিযোগীদের কাছে ভোক্তা হারানোর বেশি ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এজন্য জুয়েলারি বিক্রেতাদের সর্বদা পরিবর্তিত গ্রাহক প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সচেতন হওয়া উচিত এবং মূল্যকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য প্রতি ধরনের জুয়েলারির মূল্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং পণ্যের মূল্য যুক্তিযুক্ত করতে সক্ষম হওয়া উচিত। প্রতিষ্ঠিত জুয়েলার্সে কাস্টম অর্ডার পরিচালনার জন্য একটি সিস্টেম থাকা উচিত যাতে পয়েন্ট-অব-সেল সিস্টেমে পূর্বনির্ধারিত গহনা বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে কাস্টম গহনা তৈরি করা সম্ভব হয়। এটি জুয়েলারি বিক্রেতাকে ভোক্তা চাহিদার পরিবর্তনশীল গতিশীলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম করবে।

গ্রাহকের আনুগত্য : জুয়েলারির বাজারে ব্র্যান্ডের আনুগত্যের ক্ষেত্রে গ্রাহকের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বড় অবদান রাখে। একটি নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফ্যাক্টর, যা গ্রাহক হারানোর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদিও প্রচার এবং ডিসকাউন্ট অফার অবশ্যই গ্রাহকদের আনুগত্যে সহায়তা করতে পারে, তবে ব্যক্তিগতকরণ একটি অসামান্য অভিজ্ঞতার অনন্য চাবিকাঠি। গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা তাদের ব্র্যান্ডের প্রতি অনুগত রাখার জন্য অপরিহার্য।

ফ্যাশনের বিবর্তন অবলম্বন : জুয়েলারির বাজারে যখন একটি নতুন এবং আকর্ষণীয় ডিজাইন বা প্যাটার্ন উপস্থিত হয়, তখন বেশির ভাগ গ্রাহক এটিতে আকৃষ্ট হন এবং সেই নির্দিষ্ট জুয়েলারির ব্যবহার একটি প্রবণতা হয়ে ওঠে। তবে নতুন ফ্যাশনের আবির্ভাবে এ পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন জুয়েলারি শিল্প বিশেষ করে ছোট ইউনিটগুলোকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কার্যকর বিপণন কৌশলের জন্য জুয়েলারির ফ্যাশন পরিবর্তনের প্রয়োজন, বিশেষ করে জুয়েলারি পণ্যের উচ্চ মূল্যের প্রেক্ষাপটে। তাই গ্রাহকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সর্বশেষ জুয়েলারি ফ্যাশন প্রবণতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

কর্মীদের প্রশিক্ষণ : দক্ষ ও যোগ্য কর্মী জুয়েলারি শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ডিজিটাল যুগে আধুনিক উদ্ভাবন গ্রহণ ও ব্যবহারের জন্য কর্মীদের ডিজিটাল দক্ষতা প্রয়োজন। প্রয়োজন নিয়মিতভাবে কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং সময়ে সময়ে কর্মীদের দক্ষতা আপগ্রেড করা। এ ছাড়া সব গ্রাহককে ইতিবাচক, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যক্তিগতকৃত অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা উচিত।

বাজার গবেষণা পরিচালনা এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ : রপ্তানি বাজারে সফল হতে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের বিকাশের জন্য উদ্ভাবন অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক ডিজাইন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনে পারদর্শী হলেও ডিজাইনভিত্তিক উদ্ভাবনের অভাব বিদ্যমান। ডিজিটাল বিপণনের দ্রুত পরিবর্তনের কারণে আধুনিক জুয়েলারি শিল্পকে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে হবে। মাল্টি-চ্যানেল মার্কেটিং, ইমেইল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রথাগত বিজ্ঞাপনসহ বেশ কয়েকটি পদ্ধতিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) হচ্ছে জুয়েলারি শিল্পের ভার্চুয়াল গ্রাহকের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির গোপন রহস্য। এআর প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকদের অনুপ্রাণিত এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে মূল বিষয় হচ্ছে সফ্টওয়্যারটি ঠিক কী উদ্দেশ্য অর্জন করে এবং এটি ব্যবসায়িক মডেলের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খায় কি না তা উপলব্ধি করা।

স্পষ্টতই, এ আধুনিক যুগে ডিজিটাল ব্যবসায়িক পরিবেশ বেশ চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে জুয়েলারি বিক্রেতাদের ভোক্তাদের সঙ্গে সংযোগ সুরক্ষার এবং তাদের প্রত্যাশিত বিক্রয় পরিষেবা প্রদানের জন্য কোনো স্মার্ট উপায় নেই। অনলাইন এবং অফলাইন উভয় গ্রাহকের ডেটা এবং সঠিক বিপণন প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুয়েলারি বিক্রেতারা তাদের গ্রাহকদের জন্য একটি মাল্টি-চ্যানেল মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন যা একটি কার্যকর যোগাযোগমাধ্যম এবং ক্রেতাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত সম্পর্ক তৈরি করে। তবে এও উপলব্ধি করতে হবে যে এ চ্যালেঞ্জগুলো জুয়েলারি শিল্পের জন্য অনন্য নয় এবং চ্যালেঞ্জগুলো অতিক্রম করার উপায়ও রয়েছে। এজন্য আধুনিক ভোক্তাদের ইতিবাচক শপিং অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করতে সুগমিত, আধুনিক ডেটা সায়েন্স, নিরবচ্ছিন্ন গ্রাহক পরিষেবা, ক্রস-চ্যানেল মার্কেটিং এবং প্রামাণিক ব্যক্তিগতকরণের সমন্বয় প্রয়োজন।

৪. সমাপনী মন্তব্য

জুয়েলারি শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে এর উন্নয়নমূলক ভূমিকা পালনে ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে জুয়েলারি শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিসহ কাঠামোগত ও সংগঠিত উন্নয়নের অভাব রয়েছে।

উপরোল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য একটি ব্যাপক নীতিকাঠামো গ্রহণের পাশাপাশি জুয়েলারি শিল্পের সুস্থ প্রবৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য একটি ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্ভাবনাগুলো উপলব্ধি করার জন্য সুনির্দিষ্ট মাইলফলক ও পর্যবেক্ষণ কাঠামোসহ একটি সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। অত্যন্ত প্রাণবন্ত উদ্যোক্তা-দক্ষতা এবং কারিগরদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প বিশ্ববাজারে জ্ঞান এবং ব্যবসার সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষমতা অর্জন করেছে যাতে হস্তশিল্প, ভারী ও প্রাচ্য নকশা এবং আধুনিক ডিজাইনের জুয়েলারি বিদেশি বাজারে ভোক্তাদের পছন্দের গুণমান, শৈলী, নকশা, কারুকাজসহ রপ্তানির জন্য তৈরি করা যায়। তবে মূল বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশি জুয়েলারির জন্য একটি উপযুক্ত প্রচারমূলক এবং উন্নয়ন কৌশলসহ বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি রপ্তানি বিপণন প্রোগ্রাম দ্রুত প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করা।

সোনা ও ডলার-বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন মনোভংগীর (Mindset) প্রয়োজন

ড. এম এম আকাশ
চেয়ারম্যান
অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সোনা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মূল্যবান ধাতু হিসেবে মনুষ্যজাতির কাছে সমাদৃত হয়ে আসছে। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে সোনা বিনিময়ের মাধ্যমের পাশাপাশি অলংকার বা সৌন্দর্যবর্ধনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সোনা একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অন্যতম মাধ্যম। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে সোনার মূল্যমানে খুব বড় ধরনের প্রভাব পড়ে না। স্বল্পমেয়াদে ডলারের তুলনায় সোনার দাম ওঠানামা করলেও, দীর্ঘমেয়াদে সোনার দাম ক্রমবর্ধমান।

বিশ্বের সব উন্নয়নশীল দেশ বর্তমানে সোনাকেন্দ্রিক আর্থিক ও পুঁজিবাজার তৈরি করছে। এর পেছনে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী ডলার সংকট দেখা দেয়, যা পরে অনেক দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। এ ছাড়া বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেমন ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, চায়না, জাপান এমনকি আমাদের পাশের ভারত সোনাকেন্দ্রিক রিজার্ভ/সঞ্চয় তৈরি করেছে; যা তাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে অনেকাংশেই ভূমিকা পালন করেছে।

২০২১ সালে বিশ্বের সপ্তম রপ্তানিকারক পণ্য ছিল সোনা, যার আর্থিক মূল্য ৪৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ববাণিজ্যে যার অবদান ছিল ২ দশমিক ৬ শতাংশ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের সোনার রিজার্ভ বাড়াচ্ছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের তথ্যমতে, ২০২২ সালে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ১ হাজার ১৩৬ টন সোনা রিজার্ভ করে, যার বাজারমূল্য ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্বের সবচেয়ে হস্তশিল্পে পারদর্শী সোনার কারিগর রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে বর্তমানে সোনার আনুমানিক বার্ষিক চাহিদা ৪০-৭০ টন। কিন্তু এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল যা পাকা সোনা হিসেবে বিবেচিত হয় তা-ই অবৈধ বলে গণ্য হয়। এর জন্য দায়ী সরকারি নীতিনির্ধারকদের সঠিক দৃষ্টিশক্তির অভাব।

ভারতীয় উপমহাদেশ হাতে তৈরি সোনার অলংকার বানানোর জন্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত। তার মধ্যে বাংলাদেশের কারিগরদের কাজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়ে থাকে। আমাদের যারা কারিগর রয়েছেন তাদের সূক্ষ্ম নিপুণ হাতে তৈরি অলংকারের চাহিদা প্রতিটি উন্নত দেশে রয়েছে। কিন্তু সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তারা ভারতসহ অন্যান্য দেশে মাইগ্রেট করেছেন। ফলে আমরা যে উত্তরাধিকারসূত্রে বর্ধিষ্ণু একটি স্বর্ণশিল্প পেয়েছিলাম, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারিনি।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ মোট রপ্তানি করেছে ৫২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যার ৮৫ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ আমদানি করেছে ৮৯ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যার ৩৩ শতাংশ ব্যয় হয়েছে সুতা, কাপড়, এলএনজি, লেদারসহ ৯টি পণ্যের দাম পরিশোধের

আওতায়। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি খাত সম্পূর্ণভাবে তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। একটি পণ্যভিত্তিক রপ্তানি খাত যে কোনো দেশের জন্যে ভয়ংকর ও হুমকিস্বরূপ।

বর্তমানে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। যার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। কিন্তু তার পাশাপাশি রয়েছে মধ্যম আয়ের দেশের অর্থনীতির ফাঁদ। তার জন্যে শুধ একটি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল রপ্তানি খাত কখনোই দেশি অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠবে না। সরকার ২০২৬ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার রপ্তানি বহুমুখীকরণ। এ রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে স্বর্ণশিল্প হতে পারে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের একটি নতুন হাতিয়ার। কারণ সোনার অলংকার ও পাকা সোনার ক্ষেত্রে প্রায় ২০-৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন করা সম্ভব। সেজন্য সোনা আমদানি করে মূল্য সংযোজনের পর সোনার অলংকার রপ্তানি করার কৌশল আমরা গ্রহণ করতে পারি। এজন্য আমরা চীনের অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণ করতে পারি। চীনের অর্থনৈতিক মডেলে দেখা যায়, তারা তাদের নিবন্ধনকৃত সোনা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা প্রসেসিং জোন তৈরি করেছে। এ জোনের আওতায় যেসব প্রতিষ্ঠান সোনার অলংকার উৎপাদন ও রপ্তানি করবে তাদের জন্য সরকারের তরফে সোনা আমদানির বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রদান করা হবে।

অনেকেই মনে করেন সোনা আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকলে দেশের ডলার বাইরে চলে যাবে। কিন্তু এ সোনার অলংকার যখন আবার বিদেশে রপ্তানি করা হবে তখন ব্যয়কৃত ডলার উঠে আসবে। অন্যদিকে রপ্তানি খাত বহুমুখী করার যে চেষ্টা সে চেষ্টাও সফল হবে বলে আমি আশাবাদী।

সোনা শতভাগ ভ্যাট কমপ্লায়েন্স ও আইআরসিধারী শিল্প। এ শিল্পের ওপর বর্তমানে কিছুটা অস্বাভাবিক করহার ও আমদানি শুল্কের বোঝা রয়েছে বলে স্বর্ণ উদ্যোক্তারা দাবি করছেন। একসময় সোনাকে বিলাসী পণ্য ভাবা হলেও এখন তা সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবেও ভাবা যেতে পারে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা সোনা সঞ্চয় করে রাখে দুর্দিনের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার অন্যতম বিকল্প হিসেবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অর্থনীতির ব্যালান্স অব পেমেন্টের সংকটের সময় বিকল্প মাধ্যম হতে পারে সঞ্চিত সোনা।

২০২১-২২ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে দেশি মুদ্রা টাকার মান কমেছে ১৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। যার কারণে স্থানীয় বাজারে সৃষ্টি হয়েছে ডলারের সংকট। আমদানি ব্যয় বেড়েছে, পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য বেড়েছে এলসি খুলতে না পারার ব্যর্থতায়। কিন্তু কিছু উন্নত দেশ তথা রাশিয়া, চীন, জাপান ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে ব্যালান্স অব পেমেন্টের বিকল্প মাধ্যম হিসেবে সোনা বেছে নিয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশে সোনাকে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে এনে তা ব্যালান্স অব পেমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২০২২ সালে কাস্টমসের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে প্রায় ৫২ টন সোনা। যার পুরোটাই এসেছে ব্যাগেজ রুলের গোপন অপব্যবহারের মাধ্যমে। অন্যদিকে বিদেশ থেকে কোনো যাত্রী দেশে প্রবেশের সময় ১০০ গ্রাম পর্যন্ত সোনা বিনা ট্যাক্সে নিয়ে আসতে পারেন; যার প্রভাব পড়ে স্থানীয় হাতে তৈরি গহনার ওপর।

অনেকে মনে করেন, সোনা চোরাচালানের সঙ্গে শুধু সোনা শিল্পগোষ্ঠীরাই জড়িত। কিন্তু আমি মনে করি আরও অনেকেই এর সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে যারা অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে সংযুক্ত এমনকি মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত চোরাকারবারিরাও এ সোনা পাচারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কোনো কোনো বেসরকারি সূত্রের হিসাবে প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০০ কোটি টাকা সমপরিমাণের সোনা চোরাচালান হয়। বার্ষিক হিসাবে এ অঙ্ক দাঁড়ায় প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা।

১ লাখ কোটি টাকার এ সোনার বাজার থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয় শুধু নামে মাত্র। সেই সুযোগে প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের সোনার বাংলাকে ব্যবহার করে আসছে সোনা চোরাচালানের নিরাপদ রুট হিসেবে। তাই সময় এসেছে সোনা চোরাচালানের ওপর কঠোর নজরদারির এবং স্বর্ণশিল্পকে ১০০ শতাংশ রপ্তানি শিল্পে পরিণত করার। এর জন্য আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন বাংলাদেশে যেসব নিবন্ধিত জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান আছে তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে এক ছাতার তলে নিয়ে আসা। তা সম্ভব হবে যদি স্বর্ণশিল্পকে আলাদা একটি এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন করে দেওয়া হয়, যেটা চীন, জার্মানি করেছে। আমাদের অন্যান্য শিল্প যেমন মডার্ন টেকনোলজি, তৈরি পোশাকশিল্প, লেদার ও বেকারি শিল্পের জন্য আলাদা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন করে দেওয়া হয়েছে। তেমনই স্বর্ণশিল্পের জন্য সরকার শর্ত সাপেক্ষে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন করে দিতে পারে। কিন্তু এ সুযোগে আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং করে দেশ থেকে পুঁজি পাচার যাতে না করা যায় সেজন্য কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা দরকার।

অনেকেই মনে করে থাকেন সোনা আমদানি করা মানে হচ্ছে এখন ডলার ব্যয় করা। বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে আমরা ডলার ব্যয় করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করতে পারব। জ্বালানি তেল, খাদ্য, ভোজ্য তেল ও সারের পেপছনে আমরা ডলার ব্যয় করতে পারব। কিন্তু এসবের ক্ষেত্রে ভ্যালু অ্যাডিশনটি খুব কমই হয়। অন্যদিকে আমরা যদি সোনা আমদানি করে তাতে ভ্যালু অ্যাড করে পুনরায় রপ্তানি করি তাতে ব্যয়কৃত ডলার উঠে আসবে বলে আমি মনে করি। এটা অনেকটা ইমপোর্ট টু রি-এক্সপোর্ট প্রসেস অবলম্বন করা; যা আমরা তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে ১৬ বছর ধরে করে আসছি। তাই আমি বলব না যে, সোনা আমদানি ফ্রি করে দেওয়া হোক। কিন্তু সোনা আমদানি করার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ আছে তা স্বর্ণালংকার রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে শিথিল করা হোক। কারণ এখন সোনা ব্যবসায়ীদের কাছে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ১০০ শতাংশ মার্জিন দিয়েও স্বর্ণালংকারের কাঁচামাল সোনা আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এসব ক্ষেত্রে কাস্টমস সুবিধা দেওয়া, বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সুবিধা প্রদান, ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে হবে।

কিন্তু আবারও বলব, এ ক্ষেত্রে আইনের কঠোর অনুশাসনের প্রয়োজন। কারণ এ সুবিধা যদি সকল প্রকার জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয় তাহলে সুযোগের অপব্যবহার করা হবে। তাই জুয়েলারি শিল্পের বিকাশে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিবন্ধনকৃত জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানদের জন্য আলাদা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন করে দিতে হবে বলে আমি মনে করি। এখানে যারা অলংকার তৈরি করবে এবং মোট উৎপাদনের ১০০ শতাংশ রপ্তানি করবে তাদের এ প্রসেসিং জোনের আওতায় প্রথমে নিয়ে আসতে হবে। প্রথমে সীমিত পরিসরে শুধু এসব প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রদান করা হোক।

পাশাপাশি বিদেশফেরত যাত্রীরা আসার সময় ব্যাগেজ রুলের মাধ্যমে সোনা আনার ক্ষেত্রে শুল্ক এবং সোনা আনার পরিমাণের সর্বোচ্চ সীমা তুলনামূলকভাবে যুক্তিসংগত মাত্রায় নির্ধারণ করতে হবে। বৈধ কাগজপত্র ও প্রসেসিং জোনের আওতায় যারা সোনা আমদানি করবে তাদেরও তুলনামূলকভাবে যুক্তিসংগত মাত্রায় শুল্ক অবকাশ, বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা প্রদানসহ আমদানিসংক্রান্ত জটিলতা কমানোর আশ্বাস প্রদান করতে হবে। স্বর্ণশিল্পকে থ্রাস্ট শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে যাতে ব্যালান্স অব পেমেন্ট সোনার মাধ্যমে করা যায়। তাহলে ডলারের বিকল্প হতে পারবে সোনা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের সোনার রিজার্ভ বাড়াতে হবে এবং সেসব সোনা স্থানীয় বাজার থেকে কিনতে হবে। তাই সময় এসেছে স্বর্ণশিল্পের ওপর এবং সোনা রিজার্ভের ওপর সরকারের সুদৃষ্টি দেওয়ার।

সোনা ও জুয়েলারি শিল্পঃ রপ্তানিমুখি ভ্যালু চেইন গঠনে করনীয়

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের প্রাচীনতম শিল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি জুয়েলারি শিল্প। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জুয়েলারি শিল্পের ইতিহাস অনেক বিস্তৃত। কালের বিবর্তনে সোনা হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যবাহী হওয়া স্বত্ত্বেও এ শিল্প সম্পর্কিত খুব বেশি তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় না। যার কারণে দেশের নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ এবং গবেষকদের কাছে স্বর্ণশিল্প একটি দুর্বোধ্য শিল্প। তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্র এবং গণ্যমান্য সোনা ব্যবসায়ীদের ওপর এর দায় অনেকাংশেই বর্তায়। যার কারণে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও এ শিল্প বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র এবং নীতিনির্ধারকদের কাছে অবহেলিত। যার ফলস্বরূপ দেশি বাজারে এ শিল্প কিছুটা পরিচিতি পেলেও আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো স্বীকৃতি পায়নি।

স্বর্ণশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমঘন শিল্প। হস্তশিল্পে অসামান্য পারদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম-নিপুণ অলংকার তৈরি বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পকে অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা করেছে। কিন্তু প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, বড় বিনিয়োগের অভাব, সীমিত গ্রাহককেন্দ্রিক বাজার এবং ডিজাইনের নতুনত্বের অভাব ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পের উন্নয়নে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

যেহেতু বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প পুরোটাই হাতের কাজের ওপর নির্ভরশীল, তাই ডিজাইনের আধুনিকায়ন, নতুনত্ব এবং ক্রমাগত পরিবর্তন এ শিল্পে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে এ জায়গায় পিছিয়ে আছি। যার ফলে বৈশ্বিক মানদণ্ডে আমরা নির্ভরতা অর্জন করলেও, কারু ও কলার বিচারে পাশের দেশগুলো থেকে পিছিয়ে আছি। যার কারণে বর্তমানে আমাদের দেশি গ্রাহকরা স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রথমেই বিদেশি ডিজাইনের গহনার খোঁজ করেন; যা আমাদের স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ বলে আমি মনে করি। এর ফলে স্থানীয় শিল্পীদের নৈপুণ্য আমাদের স্থানীয় সোনার বাজারে স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

২০২১ সালে বিশ্ববাজারে ২৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সোনার অলংকার রপ্তানি বাণিজ্য হয়েছে। যার মধ্যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অবদান ছিল ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অবদান ছিল ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ। তার মধ্যে বিশ্বের সর্বোচ্চ সোনা রপ্তানিকারক দেশ ছিল সুইজারল্যান্ড (৮৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং সর্বোচ্চ আমদানিকারক দেশও ছিল সুইজারল্যান্ড (৮৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অন্যদিকে ২০২১ সালে তৈরি পোশাকশিল্পের বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্য ছিল প্রায় ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ রপ্তানি পণ্যের তালিকায় সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সোনার অলংকার শিল্প খাত।

অন্যদিকে রপ্তানিতে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের স্বর্ণশিল্প বৈশ্বিক রপ্তানি বাণিজ্যে এখনো আউটসাইডার হিসেবে বিবেচিত। প্রাথমিক কাঁচামাল জোগানের অপ্রতুলতা, বৈশ্বিক মানসম্পন্ন যন্ত্রাংশের অভাব,

বড় বিনিয়োগের অনীহা, ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতাদের মধ্যে তথ্য-উপাত্তের অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় সোনার বাজার সম্পর্কে ব্র্যান্ডিংয়ের অভাব রপ্তানি খাতে স্বর্ণশিল্পের অবদানের মূল অন্তরায় বলে আমি মনে করি। এ ক্ষেত্রে পাশের দেশ ভারত কর্তৃক গৃহীত সোনা রপ্তানি নীতিগুলো আমাদের রোল মডেল হতে পারে।

২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী সোনার চাহিদা ছিল ৪ হাজার ৭৪০ টন। বিশ্বের সর্বোচ্চ সোনার অলংকার কনজ্যিউম ১০টি দেশের মধ্যে ভারত ও চীন অন্যতম। এবং এশিয়া মহাদেশের ছয়টি দেশ এ তালিকায় অবস্থান করছে। অন্যদিকে সোনার অলংকার রপ্তানিতে বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে চীন প্রথম (১২ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং ভারত তৃতীয় অবস্থানে (১০ দশমিক ৭ শতাংশ) আছে। অর্থাৎ ২০২১ সালে মোট সোনার অলংকার রপ্তানির ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ সম্মিলিতভাবে রপ্তানি করেছে চীন এবং ভারত; অর্থমূল্যে যার পরিমাণ ২৩ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পাশাপাশি তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুরের মতো নতুন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোও সোনার অলংকার রপ্তানিতে বিশ্ববাণিজ্যে অবদান রেখে চলেছে। দেশভিত্তিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক কোম্পানির মধ্যে ভারতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে পাঁচটি, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তিনটি ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক পাঁচটি। বিশ্বের সর্বোচ্চ সোনার অলংকার রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার দেশ রয়েছে চারটি। বিশ্ব রপ্তানি বাণিজ্যে তাদের অবদান যথাক্রমে ভারত (১০ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), শ্রীলঙ্কা (৬৫ দশমিক ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), নেপাল (৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও পাকিস্তান (৬ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

সাধারণত বিশ্বব্যাপী সোনার চাহিদাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় যথা অলংকার (৫৩ শতাংশ), কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক রিজার্ভ (১৮ শতাংশ), বিনিয়োগ (১৭ শতাংশ), শিল্পে (১২ শতাংশ)। অর্থাৎ বৈশ্বিক চাহিদার অর্ধেকের বেশি চাহিদা সোনার অলংকারে। পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের রিজার্ভ বাড়াচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওই দেশের সোনার বড় একটি ক্রেতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

দুই বছর ধরে বিশ্বের অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব সোনার বাজারেও বিদ্যমান। যার কারণে সোনার বাজার হয়ে উঠেছে অস্থিতিশীল। সোনার দাম সাধারণত তেলের দাম, মার্কিন ডলারের বিনিময়মূল্যের ওপর নির্ভর করে। কোভিড-১৯ পরবর্তী অবস্থায় সোনার বাজার দরের সূচকে বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে উন্নত বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সোনা রিজার্ভের দিকে ঝুঁকছে। পাশাপাশি ব্যালান্স অব পেমেন্ট এবং অর্থনীতি বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে সোনা।

আমাদের স্থানীয় সোনার বাজারের ভ্যালু চেইন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আমাদের স্থানীয় সোনার বাজার পুরোপুরি পুরনো সোনা এবং ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহার করে ক্যারিয়ারের মাধ্যমে ২০২২ সালে বাংলাদেশে সোনা প্রবেশ করেছে প্রায় ৫২ টন। প্রথমে পুরনো সোনা পরিশোধন করে ২৪ ক্যারেট বানানো হয় এবং ক্যারিয়ারের মাধ্যমে আনা সোনার বারগুলোয় খাদ মিশিয়ে ২২, ২১ ও ১৮ ক্যারেটের গহনায় রূপান্তর করা হয়।

২০১৮ সালে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়; যা ২০২১ সালে সংশোধন করা হয়। ওই নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশে সোনার চাহিদা রয়েছে ৪ টন (যদিও প্রকৃত চাহিদা এর থেকে ৮-১০ গুণ বেশি)। অন্যদিকে দেশের বাজারের নতুন সোনার চাহিদা রয়েছে ১৮-৩৬ টন। মাত্র ১০ শতাংশ আসে পুরনো সোনা পরিশোধনের মাধ্যমে। অর্থাৎ বাকি ৯০ শতাংশের উৎস হচ্ছে চোরাচালানকৃত সোনা। অস্বাভাবিক শুল্কহার, বিভ্রান্তিকর নীতিমালা প্রণয়ন, আমদানির ক্ষেত্রে কাগজপত্রের অস্বাভাবিক সময় ক্ষেপণ, সিন্ডিকেট করে সোনার ব্যবসা কোণঠাসা করে রাখা সোনা চোরাচালানের অন্যতম কারণ।

সোনা আমদানির ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৩তম। ২০২০ সালে বাংলাদেশে ৩৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি হয়েছে। যদিও হাজারো নিয়মনীতির জাঁতাকলে পড়ে গত দুই বছরে সোনার আমদানি শূন্যের কোঠায়। অথচ ২০২০ সালে স্থানীয় বাজারে সোনার বার, সোনার অলংকার এবং রুপার অলংকার মিলিয়ে বিক্রির পরিমাণ ২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১২ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে ২০৩০ সালের মধ্যে এ বাজার ২১ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে।

এর মধ্যে বড় একটি অংশ দখল করে রাখবে সোনার অলংকার। ২০২০ সালে স্থানীয় সোনার বাজারে সোনার অলংকার বিক্রি হয়েছে ২ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হারে ২০৩০ সালে এ অঙ্ক পৌঁছাবে ১৭ দশমিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। স্বর্ণশিল্পের প্রধান কাঁচামাল পাকা সোনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে এখনো পাকা সোনাকে অবৈধ বলে বিবেচনা করা হয়। ১ লাখ কোটি টাকা বাজারের স্থানীয় একটি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল অবৈধ বলে গণ্য করা অবশ্যই অতীত-বর্তমান সব রাষ্ট্রযন্ত্র এবং নীতিনির্ধারকের ব্যর্থতা। অথচ ২০২০ সালে স্থানীয় বাজারে ৪২৮ দশমিক ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পাকা সোনা বিক্রি হয়েছে। ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হারে ২০৩০ সালে এ বাজারের পরিমাণ ৩ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে।

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে তৈরি গহনা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বিশ্বের প্রতিটি দেশে এ অলংকারের জনপ্রিয়তা ক্রেতাদের মধ্যে সমানভাবে বিস্তৃত। কিন্তু এ শিল্পে সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক দক্ষ কারিগর অন্যান্য দেশে মাইগ্রেট করেছেন। অথচ ওইসব দেশে তাদের অভিজ্ঞতার উপযুক্ত সম্মান ও সম্মানি দেওয়া হয়। অন্যদিকে দক্ষ কারিগরের অভাবে আমাদের দেশে এ শিল্প নিজস্ব স্বকীয়তা হারাচ্ছে।সময় এসেছে এ শিল্প খাত আপাদমস্তক ঢেলে সাজানোর। ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পকে নতুনভাবে বিশ্ব আঙিনায় পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। শুধু একটি খাত কেন্দ্র করে দাঁড়ানো একটি দেশের রপ্তানি খাত কখনোই বিকশিত হবে না যদি রপ্তানি বহুমুখীকরণ নীতি না নেওয়া হয়। ২০২৬ সালের মধ্যে সরকার ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। রপ্তানির নতুন নতুন খাত উদ্ভাবন না করা হলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না। বিপুল সম্ভাবনাময় স্বর্ণশিল্পকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারলেই শতভাগ রপ্তানি খাত হিসেবে এ শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। সেজন্য প্রয়োজন নীতিনির্ধারকদের আন্তরিকতা ও সহায়তা।

স্বর্ণশিল্পের উন্নয়নে তাই আমি কিছু প্রস্তাব পেশ করছি–

১. স্বর্ণশিল্প খাত সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের অভাব রয়েছে। বিশেষায়িত একটি ভ্যালু চেইন গঠনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভাগগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

২. আমাদের দেশের অন্য সব শিল্প সম্পর্কিত ডাটা পাওয়া গেলেও কোনো এক অজানা কারণে স্বর্ণশিল্প সম্পর্কিত কোনো ডাটা পাওয়া যায় না। এ শিল্পের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত আলাদা খণ্ডাংশে গবেষণা করতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উচিত এ শিল্পের প্রতিটি খাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ চালানো এবং সঠিক তথ্য প্রকাশ করা।

৩. ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহার বন্ধ করা উচিত।

৪. সরকারি খাতের মাধ্যমে নীতিসহায়তা এবং বেসরকারি খাত থেকে বিনিয়োগের মেলবন্ধন এ শিল্পকে নিয়ে যেতে পারে উন্নতির শিখরে। শতভাগ রপ্তানিবান্ধব শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এ মেলবন্ধনটি অবশ্যই জরুরি।

এ ক্ষেত্রে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পণ্য রপ্তানি করার শর্তে সরকারের তরফে একটি প্রসেসিং জোন তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ এ প্রসেসিং জোনের আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলো সোনা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন সুযোগ ভোগ করবে।

৫. বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস কর্তৃক শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং দক্ষ কারিগর তৈরির লক্ষ্যে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করতে হবে।

৬. বেসরকারি সংস্থা ও বাজুসের সম্মিলিতভাবে কয়েকটি গবেষণা করতে হবে এবং তা প্রতিবেদন ও বুকলেট আকারে প্রকাশ করতে হবে; যাতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৭. চোরাচালান প্রতিরোধে বাজুসের দায়িত্ব হবে তাদের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিসহায়তা প্রদান করতে হবে এবং বিদেশি বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাতে স্বর্ণশিল্পকে অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানিকারক শিল্প এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সোনাকে একটি বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পের অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎ : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

অধ্যাপক ড. মো. আইনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

ভূমিকা

অলংকার শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ জুয়েলারি, যার শাব্দিক অর্থ গহনা, ভূষণ, আভরণ ইত্যাদি। সাহিত্যে অলংকারের অর্থ ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধিকারী গুণ। অন্যদিকে সৌন্দর্যবিজ্ঞানে জয়েলারি বা গহনা এক প্রকার পরিধেয় সামগ্রী, যা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গকে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করতে ব্যবহৃত হয়। আর অর্থশাস্ত্র ও সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জুয়েলারি বলতে কাচ, পাথর, কাঠ, হাড়, লোহা, ঝিনুক-শামুক, কাপড়, সোনা, রুপা, হীরায় তৈরি মূল্যধারণকারী সামগ্রী ও বস্তুকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশে হীরা, চুনি, পান্নার মতো মূল্যবান রত্নসামগ্রীর প্রচলন থাকলেও তার পরিমাণ সীমিত। এ কারণে আলোচ্য লেখায় মানুষের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত এবং আর্থিক লেনদেনে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য সম্পদ হিসেবে সমাদৃত স্বর্ণসামগ্রীকে জুয়েলারি বোঝানো হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালে প্রাচীন মিসরের নুবিয়া সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রথম স্বর্ণের ব্যবহার হয়েছিল বলে জানা যায়। আভিজাত্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে দুষ্প্রাপ্য বস্তু স্বর্ণের চাহিদাই আসলে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে একে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জায়গা করে দিয়েছে। সে সময় দুই-তৃতীয়াংশ সোনা ও এক তৃতীয়াংশ রুপার মিশেলে ১১.৩ গ্রাম ওজনের একটি মুদ্রা 'ইলেকট্রাম' নামে বিনিময় লেনদেনে ব্যবহৃত হতো। ব্যাবিলনীয়রা আগুনের মাধ্যমে সোনার বিশুদ্ধতা পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করার পরই মানুষ মূলত প্রথম উপলব্ধি করে, ব্যবহারিক উপযোগিতার পাশাপাশি আর্থিক বাজারে মূল্য পরিবর্তনশীলতার কারণে নগদ অর্থের চেয়ে সঞ্চয় হিসেবে স্বর্ণই সবচেয়ে লাভজনক। এ ছাড়া দুষ্প্রাপ্যতার কারণে স্বর্ণের দাম সর্বদা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় এর অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন ক্ষমতাও বেশি। কয়েক হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও মানুষের এ উপলব্ধি ও বিশ্বাস এখনো অটুট আছে, যা স্বর্ণকেন্দ্রিক কার্যক্রম শিল্পে রূপ দিয়েছে।

মূল শব্দ : মূল্যধারণকারী সামগ্রী, স্বর্ণকেন্দ্রিক কার্যক্রম, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সু-খ্যাতি, শুল্ক কর, বিধি-নিষেধ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চোরাচালান, অর্থ পাচার ও কালো টাকা মূল্য সংযোজন ক্ষমতা, আইনের ফাঁক ও অস্পষ্টতা, বসুন্ধরা গ্রুপ, রিফাইনারি

বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আমাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তামা, রুপা ও স্বর্ণের অলংকারের প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে আজ থেকে প্রায় ২ হাজার ৫০০ বছর আগের মৌর্য, গুপ্ত এবং পরবর্তী পাল শাসনামালের মহাস্থানগড় (বর্তমানে বগুড়া) অঞ্চলে প্রাপ্ত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ অলংকারের চিত্র থেকে। খ্রিস্টপূর্ব ২৯৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরে (বর্তমানে বগুড়া কুমিল্লা অঞ্চল) সোনা রুপা ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ের পাশাপাশি খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ থেকে ৩৭০ অব্দে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরেও স্বর্ণসহ অন্যান্য ধাতুর অলংকার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইতিহাসবিদদের মতে, আনুমানিক ৫৫০ থেকে ৩২০ খ্রিস্টপূর্বে গুপ্ত শাসনামলে এ অঞ্চলে অভিজাত মহলে স্বর্ণের অলংকার ও মুদ্রার প্রচলন ছিল।

আরও পরে গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯ থেকে ১৪১০) সভাকবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর রচিত 'ইউসুফ-জুলেখা'য় এ অঞ্চলের গুণী শিল্পীদের অপূর্ব কারুকাজের স্বর্ণালংকারের প্রতি বিদেশি বণিকদের আগ্রহের কথা উল্লেখ আছে। এ সময় ধনাঢ্য পরিবারের মেয়েরা গলার হার, মুক্তা ও হীরার কর্ণকুন্তল, অনন্ত, বালা ও মূল্যবান পাথর বসানো সোনার আংটি ব্যবহার করতেন। ১৪১৪ সালে বাংলার সোনারগাঁয়ে ভ্রমণে আসা বিশ্বখ্যাত চীনা পর্যটক মা হুয়েন তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে বাংলার কারুশিল্পীদের নকশায় কর্ণকুন্তল, কেয়ূর, শঙ্খবলয় ও মেখলার মতো বেশকিছু অলংকারের বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের কথা লিখে গেছেন। ১৫১৪ সালে পর্তুগিজ পর্যটক দুয়ার্তে বারাবোসাও তাঁর গ্রন্থে বাংলায় রমরমা সোনা রুপার ব্যবসার কথা উল্লেখ করে জানান, মালাক্কার তুলনায় বাংলায় সোনার দাম ৬ ভাগের ১ ভাগ বেশি হওয়ায় এবং বাংলা থেকে মালাক্কায় রুপা নিয়ে গেলে তার দাম ৪ ভাগের ১ ভাগ বেশি হওয়ায় এখানকার ব্যবসায়ীরা সোনা-রুপার ব্যবসায় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার স্বর্ণশিল্প ও শিল্পীদের জগজ্জোড়া খ্যাতির কথা শুনে ১৬৬৩ সালে ঢাকা পরিভ্রমণে এসেছিলেন ফ্রান্সের হীরা ব্যবসায়ী জ্যঁ বাঁতিস্তা তাভের্নিয়ার। তাঁর কাছ থেকে বেশ দাম দিয়ে হীরে-জহরত সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকার সুবাদার শায়েস্তা খান। জ্যঁ বাঁতিস্তা স্বদেশে বাংলার টায়রা, টিকলি, নথ, ঝুমকো, কানপাশা, সীতাহার, চোকার, চিক, বালা, চুড়িসহ প্রচুর স্বর্ণালংকার কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই এসব ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, আদিকাল থেকে আমাদের বাংলা ভূখণ্ডে স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পের প্রসার ছিল এবং এ শিল্পে জড়িত ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। অসামান্য শৈল্পিক গুণের অধিকারী বাংলার স্বর্ণশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সুবাদে মোগল আমলে মসলিন ও মসলার পর স্বর্ণশিল্পই সবচেয়ে লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে কালের বিবর্তনে বাংলার সেই স্বর্ণসুনাম ক্রমাগত মলিন ও হতশ্রী হয়েছে। এর কারণ, উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর নানা ধরনের কর, বিধিনিষেধ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অর্ধশতাব্দী পর এসেও এখনো বহাল আছে।

১৯৮৬ সালে মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স সোসাইটির করা 'গোল্ড জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রি অব বাংলাদেশ : গ্রোথ পটেনশিয়াল অ্যান্ড এক্সপোর্ট ফিজিবিলিটি' শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো শিল্পসমূহের অন্যতম স্বর্ণশিল্পের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও, তা কখনো বাস্তবে রূপ পায়নি স্বর্ণের অপ্রতুলতা এবং সরকারের বিকাশবান্ধব নীতিমালা ও আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা প্রদানে প্রচণ্ড অনীহার কারণে। এতে এ শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার, উৎপাদনপ্রক্রিয়া, ডিজাইন, উদ্ভাবন এবং এ সংক্রান্ত কাজে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এসব সমস্যা নিরসন করা গেলে স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুতই তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। ওই গবেষণাকালে জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা বলেছিলেন, তাঁরা রপ্তানিতে আগ্রহী। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন স্বর্ণের সরবরাহ, আধুনিক উপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং আর্থিক, বাজারজাতকরণ ও তথ্য সরবরাহে সরকারি সহায়তা। পরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষাসহ আরও বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত মূল্যবান কিছু সুপারিশ করা হলেও সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলায় বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প বিকশিত হতে পারেনি, যা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চোরাচালান, অর্থ পাচার, কালো টাকা ও ঘুষ দুর্নীতি বিস্তারে বড় ধরনের সহায়তা করেছে। অথচ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অতিনিম্ন কর জিডিপি অনুপাত ও শুল্ক কর আদায় প্রবণতা এবং ব্যক্তিপর্যায়ে পুঁজি ও আর্থিক বাজারের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বর্ণে বিনিয়োগপ্রবণতা ঐতিহাসিকভাবেই বেশি ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সরকার স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পসংক্রান্ত বেশকিছু আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করলেও সেখানে এমন কিছু ফাঁকফোকর, জটিলতা ও বাধা টিকিয়ে রাখা হয়েছে, যা এ শিল্পের বিকাশে এখনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি গঠনের স্বাভাবিক ক্রমধারায় কৃষি শিল্প সেবা পদ্ধতি অনুসরণ না করে এমনিতেই কৃষিভিত্তিক-কৃষিনির্ভর থেকে একলাফে সেবা খাতভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার ওপর অপরিকল্পিতভাবে

মুক্তবাজার ব্যবস্থায় গা ভাসিয়ে প্রয়োজনীয় অনেক খাতে সংরক্ষণ নীতির বিপরীতে সবকিছু বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ অর্থনীতি গঠন ও আর্থিক বিনিময়কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্বর্ণ ও স্বর্ণশিল্পকে রক্ষণশীলতার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক মানসিকতার পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে শর্ত সাপেক্ষে স্বর্ণ আমদানির সুযোগ ছিল। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বর্ণ আমদানি আইন করতে ৪৭ বছর লেগেছে। রাষ্ট্রের এ ভূমিকা প্রমাণিতভাবেই স্বর্ণের অবৈধ ব্যবসা, চোরাচালান, অর্থ পাচার, কালো টাকা ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সহায়ক হয়েছে, যা যে কোনো মানদণ্ডেই জনস্বার্থবিরোধী।

বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের চ্যালেঞ্জ

স্বাধীনতা লাভের ৪৭ বছর পরে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৮ সালে ৫ লাখ টাকা ফি দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও ১ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরুর শর্তে অনুমোদিত পরিবেশকের মাধ্যমে সরাসরি স্বর্ণ আমদানি ও বিক্রির জন্য প্রথমবারের মতো জাতীয় 'স্বর্ণ নীতিমালা' ঘোষণা করে। স্বর্ণ চোরাচালান, অর্থ পাচার ও কালো টাকার বিনিয়োগ রোধে আমদানি রপ্তানি বিক্রির বিষয় মাথায় রেখে ওই নীতিমালার পর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও দেশে স্বর্ণ চোরাচালান, অর্থ পাচার ও কালো টাকার বিস্তার কোনো অংশেই কমেনি, বরং আরও আগ্রাসি হয়েছে এবং বৈধভাবে নামে মাত্র স্বর্ণ আমদানি হয়েছে। ২০১৯ সালে স্বর্ণ আমদানির জন্য ১৮টি প্রতিষ্ঠান ও একটি ব্যাংককে লাইসেন্স এবং ২০২০ ২১-এ ১২টি প্রতিষ্ঠানকে ৩০৬.৭৬ কিলোগ্রাম সোনার বার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র আটটি প্রতিষ্ঠান ১৩৩.৩৭ কেজি বা ০.১৪৭০১৫২৬ টন স্বর্ণ আমদানি করেছে। অথচ এই সময়ে দেশে স্বর্ণের চাহিদা ছিল অন্তত ১০০ টন বা ১ লাখ কেজি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ ২২ সময়ে বাংলাদেশের মানুষ প্রায় ৯৯ হাজার ৭৯১ কেজি স্বর্ণ দেশে এনেছে (শুধু ২০২২ সালেই এসেছে ৪৪ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা মূল্যের কমপক্ষে ৫২ হাজার ১৯৫ কেজি), যা থেকে সরকার শুল্কবাবদ পেয়েছে মাত্র ১ হাজার ৭১৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে এই সময়ে স্বর্ণ চাহিদার ১ লাখ কেজি থেকে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বৈধভাবে আনা ১৩৩.৩৭ কেজি বাদ দিলে বাকি ৯৯,৮৬৬.৬৩ কেজি স্বর্ণের প্রায় পুরোটাই দেশে চোরাচালানের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে এবং সিংহভাগই প্রতিবেশী দেশ ভারতে পাচার হয়েছে। অর্থাৎ দেশ কয়েক লাখ কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশের এ ক্ষতির জন্য সরকারের বিদ্যমান নীতিমালাই সম্পূর্ণ দায়ী, যা কেবল সরকারের নীতিনির্ধারক ও অবৈধ স্বর্ণকারবারিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে অর্থনীতি-বিশ্লেষকরা মনে করেন।

একটি ছোট্ট হিসাবে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের বা অন্য কোনো দেশের স্বর্ণ চোরাচালান চক্র একজন বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে আসার সময় ৫ হাজার টাকা দেওয়ার শর্তে ২৩৪ গ্রাম সোনা ঢাকায় কোনো ব্যক্তিকে পৌঁছে দিলে বাংলাদেশ সরকারকে শুল্ক ফি দিতে হয় ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু ওই একই পরিমাণ স্বর্ণ বৈধভাবে কোনো ব্যবসায়ী আমদানি করলে তাকে শুল্ক দিতে হয় ৭০ হাজার টাকা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিমান ভাড়া ও পকেট মানির বিনিময়ে এবং বাংলাদেশের কাস্টমস ও বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় সৌদি আরব ও আরব আমিরাত ভিত্তিক চোরাচালান চক্র প্রতি বছর কমপক্ষে ৯০ হাজার কোটি টাকার স্বর্ণ বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিবেশী ভারতে পাচার করেছে। ভারতে একজন স্বর্ণের ক্রেতাকে মৌলিক শুল্ক, কৃষি অবকাঠামো উপকর, জিএসটিসহ মোট কর দিতে হয় ১৮%। তার পরও দেশটি স্বর্ণের রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয়। এর কারণ প্রতিবেশী দেশগুলোকে চোরাচালান করিডর হিসেবে ব্যবহার করে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিপুল পরিমাণ অবৈধ স্বর্ণপ্রাপ্তি। ২০২১-২২ অর্থবছরে অলংকার রপ্তানিতে ভারতের আয় ছিল ৩৯ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শুধু স্বর্ণ থেকে রপ্তানি আয় ছিল ৯ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারের। অন্যদিকে এই সময়ে স্বর্ণসামগ্রী রপ্তানি করে বিশ্বের ১৪৯তম সোনা রপ্তানিকারক বাংলাদেশের আয় ছিল মাত্র ১.২৩ মিলিয়ন ডলার। আরও বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, মাত্র ২ ৩ শতাংশ অতিরিক্ত মূল্য সংযোজনে সক্ষম বস্ত্র ও পোশাকপণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি

তালিকার ১ নম্বরে। অথচ ৪০ ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত মূল্য সংযোজনকারী স্বর্ণ বাংলাদেশের রপ্তানি তালিকায় ২৫৩ নম্বরে। আর এ কারণেই ২০২২ সালের ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের (ডব্লিউজিসি) জুয়েলারি পণ্য রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ দেশের তালিকায় প্রতিবেশী ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান থাকলেও সেখানে জায়গা হয়নি বাংলাদেশের। এ সময় বিশ্বে রপ্তানি জুয়েলারির আর্থিক মূল্যমান ছিল ৯ হাজার ৮৮০ কোটি ডলারের, যার মধ্যে ভারতের ১০.৭ শতাংশ বা ১ হাজার ৬০ কোটি ডলার, যা ২০২১ সালে ছিল ৭ হাজার ২০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে দেশটির জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৩৭ দশমিক ১ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) 'বাংলাদেশ'স জার্নি টু মিডল-ইনকাম স্ট্যাটাস : দ্য রোল অব দ্য প্রাইভেট সেক্টর, ২০২০' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় শিল্প গ্রুপের প্রথম ১০০ এর সবই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, যারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মূল্য সংযোজনে সক্ষম পণ্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। সবচেয়ে বড় ২৩টি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় কমপক্ষে ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। অথচ এদের মধ্যে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপ স্বর্ণশিল্পে বিনিয়োগ করে দেশে প্রথমবারের মতো রিফাইনারি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। মাত্র ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হলেই চলে এবং মূল্য সংযোজনের ক্ষমতা ৪০-৫০ শতাংশ হলেও বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পের বিকাশ না ঘটা অনেকের কাছে আশ্চর্যের বিষয়। গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে বাংলাদেশ এখনো 'ছোট' ব্যবসা হিসেবে মনে করে সব ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা প্রকৃত অর্থেই জুয়েলারি শিল্প বিকাশবান্ধব নয়। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের দুয়েকটি বিষয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরলে দেশের নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, তথা সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে হতাশ হতে হবে। যেমন ১৯৯৫ সালে প্রথম রপ্তানি শুরু হওয়া স্বর্ণালংকার খাতটি ২০২১-২২ অর্থবছর এসে মাত্র ১ কোটি ২০ লাখ ৯০ হাজার ২০০ টাকার স্বর্ণালংকার, স্বর্ণের বর্জ্য, স্ক্র্যাপ, মেটাল ক্ল্যাড, সুইপিং কনট, অন্যান্য ধাতুসহ হ্যান্ড টুলস নেজ গ্রাজিয়ার হীরা পণ্য অর্থাৎ জুয়েলারি রপ্তানি করেছে। অথচ বাংলাদেশের জল, স্থল ও আকাশ পথ ব্যবহার করে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সোনার অলংকার ও বার চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে (বার্ষিক হিসাবে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকার)। চোরাপথে আসা এ স্বর্ণের কিছু অংশ আবার বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতের কারুকাজের পর প্রতিবেশী দেশ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে, ভারত রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা পাচ্ছে। আর বিনিময়ে আমাদের দেশে ঢুকছে চোরা গরু, শাড়ি-কাপড়, আলু, পেঁয়াজ, মসলার মতো অতি স্বস্তা পণ্য, বাজারে মূল্য সংযোজনের ক্ষমতা যার অতি সামান্য।

দেশের সর্ববৃহৎ ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান 'বসুন্ধরা গ্রুপ' দেশে স্বর্ণশিল্প তথা জুয়েলারি শিল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়ে গোল্ড রিফাইনারি স্থাপনের পর বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্পের পুনরুজ্জীবন নিয়ে ইতিবাচক নানা আলোচনা ও আশাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকারি নানা জটিলতা ও আইনি অস্পষ্টতা বাংলাদেশের রিফাইনারিতে উৎপাদিত স্বর্ণের সামগ্রীতে 'মেড ইন বাংলাদেশ' খোদাইয়ের পথে এখনো অন্তরায় হয়ে আছে।

কর্মসংস্থান, বার্ষিক টার্নওভার এবং স্থায়িত্ব, পণ্য, পরিষেবা ও জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশের শীর্ষতম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের স্বর্ণশিল্পে আগমনের পর দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে নানা নিয়মকানুন ও দীর্ঘসূত্রতা সামগ্রিকভাবে স্বর্ণশিল্পকে আগের অবস্থানেই রেখে দিয়েছে। বছরের পর বছর সরকারি নীতিনির্ধারকরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে, আশ্বাস দিয়ে এ শিল্পক এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও নানা অজুহাতে প্রচুর সংকট টিকিয়ে রাখা হয়েছে, যা দ্রুত অপসারিত না হলে স্বর্ণশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভাবনা অচিরেই যে স্তিমিত হয়ে যাবে, তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রবণতায় জোরের সঙ্গেই বলা যায়। কারণ, বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে মাঝপথে আটকে থাকা কোনো দৃষ্টিতেই ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের পছন্দ নয়।

জুয়েলারি শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলে এবং বহির্বিশ্বের চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ চিরাচরিতভাবে আশ্বাস ও দীর্ঘসূত্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। শিল্পসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনের সুপারিশের যথাযথ প্রতিফলন না ঘটিয়ে সময় সময় যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়, তাতে স্বর্ণশিল্পের কাঠামো ও চরিত্র পশ্চাৎপদ চিন্তার গণ্ডিতেই আটকে থাকতে বাধ্য হয়। সরকারের কার্যকর নীতিসহায়তার অভাব, রাজস্ব বিভাগের অবৈজ্ঞানিক কর ও শুল্ক কাঠামো, সরকারি আমলাদের ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা এবং পুঁজিবাদী আর্থিকীকরণকৃত ব্যবস্থাসৃষ্ট ফাউ খাওয়া ও পরজীবী গোষ্ঠীর অদৃশ্য শক্তিই বড়পর্দায় বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্প বিকাশের পথে মূল চ্যালেঞ্জ। সরকারের স্বর্ণ নীতিমালা ও সর্বশেষ রপ্তানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অত্যন্ত কৌশলে এমন কিছু নীতি ও বিষয় রেখে দেওয়া হয়েছে, যা প্রকারান্তরে স্বর্ণ চোরাচালান, কালো টাকা, হুন্ডি ও অর্থ পাচার এবং ঘুষ দুর্নীতিকেই উৎসাহ বজায় রাখছে। জাতীয় সংসদ ও বিভিন্ন সভা সেমিনারে দাঁড়িয়ে স্বর্ণ নীতিমালায় বেশকিছু নীতিসহায়তার ও বিধি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও রপ্তানি নীতি আদেশে জুয়েলারি শিল্প সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১৪ খাতের তালিকাতেই স্থান পায়নি। বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত বা ১৮ শিল্প খাতের তালিকায় আটকে রেখে স্বর্ণালংকার উৎপাদন, সরবরাহ, যন্ত্রপাতি ও রপ্তানিতে যেসব ব্যবসা বৈষম্য জিইয়ে রাখা হয়েছে, তাতে কোনোভাবেই স্বর্ণশিল্পের ভিত্তি সুসংহত করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বৃহত্তম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর জুয়েলারি শিল্পের জন্য আয়কর রেয়াত, কমপ্লায়েন্ট শিল্প স্থাপনে বিনা শুল্কে উপকরণ আমদানি ও বন্ড সুবিধা প্রাপ্তি, সহজ শর্তে রপ্তানি ঋণ, পণ্যের মানোন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সুবিধা প্রদান এবং পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ এবং উৎপাদন ব্যয় সংকোচনে অবকাঠামোগত সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা ও পরিকল্পনা কোনো বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যা স্পষ্টতই অদৃশ্য ও ফাউ খাওয়া গোষ্ঠী তথা চোরাকারবারিদের পক্ষে কাজ করছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, নানা ধরনের বাধা ও তথ্য অস্পষ্টতা টিকিয়ে রেখে নীতি-নির্ধারকদের স্বর্ণ শিল্পসংক্রান্ত ভূমিকা সাধারণ দৃষ্টিতেই সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিপুল সম্ভাবনাময় একটি শিল্প খাতের বিকশিত হতে না পারা সত্যিই খুব বেদনাদায়ক। দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বর্ণ কেনার ক্ষমতা কমে গেলেও বিদেশে স্বর্ণ ও জুয়েলারি পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা বাংলাদেশ পেতে পারে, তা দিয়ে দেশের অর্থনীতি সহজেই দ্রুত সুসংহত ও টেকসই করা সম্ভব। অর্থনীতি টেকসই হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বর্ণ কেনার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেত। এইচএসবিসি গ্লোবাল রিসার্চের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ধনী রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও জার্মানিকে পেছনে ফেলে বিশ্বে নবম বৃহত্তম ভোক্তাবাজারে পরিণত হবে। এ ভোক্তাদের জীবনমান উন্নয়নে স্বর্ণের মতো অত্যধিক মূল্য সংযোজনে সক্ষম পণ্য থেকে রপ্তানি আয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নত বিশ্ব থেকে ১০০ বছর আগে ফেলে দেওয়া বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভর করে স্বাধীনতা অর্জনের ৫২ বছর পরও অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

বাংলাদেশে স্বর্ণশিল্প বিকাশে করণীয়

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পের বিকাশ ও নীতিমালা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কর্মসংস্থান, দেশি বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মাথায় রেখে এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং প্রত্যক্ষ রাজস্ব আয়ে বড় ধরনের ছাড় দেওয়া হয়। এর কারণ হচ্ছে, স্বর্ণের রিজার্ভ সুসংহত করা, যাতে যে কোনো অর্থনৈতিক মন্দাকালে অর্থনীতিতে স্বর্ণ দিয়ে অর্থের প্রবাহ বাড়ানো যায়। তা ছাড়া বিদেশি মুদ্রার সঞ্চায়ন বহুমুখীকরণে সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত স্বর্ণের উপযোগিতা এখন আরও বাড়ছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের মতে, ২০২২ সালে বিশ্বে ৬৬তম স্থানে থাকা বাংলাদেশের ১৪ টন স্বর্ণের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার ৮৭৬ কেজি বা ৪২ শতাংশ আছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের ভল্টে। লন্ডনের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও এইচএসবিসি ব্যাংকে আছে ৪১ শতাংশ। বাকি ২ হাজার ৩৬২ কেজি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ভল্টে, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১.৫৮ বিলিয়ন ডলার। এ পরিমাণ রিজার্ভ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সপ্তাহ দুয়েক দেউলিয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেখানে স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়াচ্ছে, সেখানে ডলার সংকটে পড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রি করেছে। উপরন্তু বাংলাদেশ কোনো কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলোর নিষেধজ্ঞায় পড়লে বিদেশি ব্যাংকে গচ্ছিত ওই স্বর্ণ হারাতেও পারে, যা রাশিয়া ছাড়াও অনেক দেশের ক্ষেত্রে হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকা বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বর্ণ আমদানি ও বাণিজ্যবিষয়ক নীতিমালা ও বিধিবিধান অত্যন্ত অনুপযোগী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী। স্বর্ণ ও জুয়েলারি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হলে সরকারকে সত্যিকার সদিচ্ছা নিয়ে বেশকিছু সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে :

- চোরাচালান ও অবৈধ ব্যবসার সব পথ বন্ধ করে অপরিশোধিত আকরিক সোনার ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুরোপুরি উঠিয়ে দেওয়া।

- আংশিক পরিশোধিত সোনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক ও ভ্যাট যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

- হীরা ও মূল্যবান ধাতু প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে আমদানি পর্যায়ে সিডি, আরডি, এসডি, ভ্যাট, এআইটি এবং এটিভির হার ন্যূনতম ও শিল্প বিকাশবান্ধব করা।

- মূল্য সংযোজন করে বিদেশে রপ্তানির শর্তে বৈধপথে মসৃণ হীরা আমদানিতে শুল্ক-কর (এসডি) ডিজিটের মধ্যে রাখা।

- ব্যবসাবাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিদ্যমান থাকায় সোনা পরিশোধনাগার শিল্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর কমপক্ষে সাত বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান।

- মূল্য সংযোজন উপযোগী করে সোনার অলংকারের ৮০ শতাংশ বিদেশে যথাযথ প্রক্রিয়ায় রপ্তানির মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আনার শর্তে স্বর্ণের কাঁচামাল ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানিতে ১০ বছরের জন্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পুরোপুরি রহিত করা।

- বৈধভাবে সোনার বার, সোনার অলংকার, সোনার কয়েন রপ্তানি উৎসাহিত করতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন শর্তে রপ্তানিকারকদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া।

- হারমোনাইজড সিস্টেম কোডের (এইচএস কোড) ক্ষেত্রে শিল্প বিকাশবিরোধী শুল্কহার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ হ্রাস করতে হবে।

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০২২, অর্থ আইন-২০১৯-এর স্বর্ণ চোরাচালান উপযোগী বিভিন্ন ফাঁকফোকর অভিজ্ঞজন ও মাঠপর্যায়ের লোকজনের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

- কাস্টমস, রাজস্ব ও বিমানবন্দর ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সৎ ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট স্থানে নিয়োগ দিয়ে জব্দকৃত সোনা ও হীরা জহরতের ৫০ শতাংশ পুরস্কার হিসেবে দিতে হবে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের গতিবিধির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করতে হবে।

- দেশি বিদেশি যে কোনো মানুষের স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পদ ক্রোক নিশ্চিত করতে হবে।

- অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, রাজস্ব বিভাগ, মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের স্বর্ণ ও অলংকার ব্যবসায়ী এবং শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি বিশেষ কমিটি 'জুয়েলারি শিল্প বিকাশ সেল' হিসেবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত কার্যরত থাকবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে এ কমিটি ছয় মাস অন্তর প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

- কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা দেখতে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে উচ্চ সম্মানির বিনিময়ে দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

- দেশের স্বর্ণের বাজার মাফিয়ামুক্ত করে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে হবে। বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ থেকে সোনার বাজার মুক্ত করতে সেনাবাহিনী, এনএসআই, ডিজিএফআইকে সময়নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে এবং স্বর্ণ চোরাচালান ও সংশ্লিষ্ট অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ ক্রোকের বিধানসংবলিত আইন পাস করতে হবে।

- ব্যাগেজ রুলের আওতায় ভারতের মতো এক বছর বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ২৫ গ্রাম স্বর্ণ ও জুয়েলারি সামগ্রী বিনা শুল্কে দেশে আনার সুযোগ দিতে হবে এবং বিদ্যমান বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অতিরিক্ত স্বর্ণে শুল্ক আরোপ করতে হবে।

- দেশে ব্যবসারত সমস্ত স্বর্ণ ও জুয়েলারি ব্যবসায়ীকে ইএফডি মেশিন স্থাপনে রাজস্ব বিভাগের নির্দিষ্ট একটি সেলকে দায়িত্ব দিতে হবে। রাজস্ব বিভাগের লোকজনের গোপনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের পথ প্রযুক্তি ও ব্যাংক হিসাবে নজরদারির মাধ্যমে বন্ধ করতে হবে।

- নিবন্ধন ছাড়া জুয়েলারি শিল্পে জড়িত ব্যক্তিদের আটক করে অন্তত ১০ বছরের জন্য কারাদণ্ড প্রদানের বিধান সংযুক্ত করতে হবে।

- দুই বছরের মধ্যে রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারে সেনাবাহিনীর ঘাঁটির আশপাশে স্বর্ণশিল্পের জন্য কমপক্ষে ১০০ একর জায়গা নিয়ে একটি গোল্ড ইকোনমিক জোন বা বিশেষ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের তত্ত্বাবধানে ওই শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

- দেশে গোল্ড ব্যাংক ও গোল্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জুয়েলারি শিল্পে উদ্ভাবন, প্রযুক্তির ব্যবহার ও গবেষণার জন্য পৃথক সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং 'বাংলাদেশ জার্নাল অব জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রিজ' বা এ ধরনের জার্নাল প্রকাশ করতে হবে।

উপসংহার

বিগত ৫০ বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, স্বর্ণই একমাত্র ধাতু, যার মূল্য সময়ে সময়ে ওঠানামা করলেও সামগ্রিকভাবে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে ধারাবাহিকভাবে মানুষের বিনিয়োগভাবনায় স্বর্ণই সব সময় শীর্ষে থেকেছে। কারণ, স্বর্ণের মতো মূল্যবান ধাতু কেবল অতিরিক্ত মূল্যই ধরে রাখে না, সরবরাহ চাহিদা ব্যবস্থা স্বর্ণের মূল্যমানে বিশাল প্রভাব ফেলে।

১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীলনকশায় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ডলার স্বর্ণের স্থান দখল করে নিলেও পাশ্চাত্য দেশগুলোর আর্থিকীকরণকৃত ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্মিলিতভাবে ডলারকে সরিয়ে স্বর্ণের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এখন উঠেপড়ে লেগেছে। সরকারি ভল্ট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে স্বর্ণের রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় স্বর্ণের মূল্যমান ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

দেশে মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে স্বর্ণের পরীক্ষিত ভাবমূর্তি এবং সৌন্দর্য, ইলেকট্রনিকস ও ওষুধ শিল্পে স্বর্ণের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতায় এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট, স্বর্ণ ও মূল্যবান ধাতুনির্ভর আর্থিক কার্যক্রম আরও শত শত বছর বিশ্বব্যাপী রাজত্ব করবে।

বাংলাদেশ সেই রাজত্বে কীভাবে তার জায়গা করে নেবে, সময়ই তা বলে দেবে। তবে ওই রাজত্বে নীতিনির্ধারক ও গুটিকয় দুষ্টলোকের কল্যাণে বাংলাদেশ আজকের মতো দরিদ্র ও হতশ্রী অবস্থায় টিকে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে আমাদের ক্ষমা করবে না, সে কথা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়।

জুয়েলারি শিল্পের সংস্কার দরকার

মোঃ জসিম উদ্দিন
সভাপতি
সার্ক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

জুয়েলারি শিল্প অনেক পুরনো। বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পীদের একটা ব্র্যান্ড এবং কদর আছে বিশ্বব্যাপী। হাতে বানানো জুয়েলারির ৮০ শতাংশই বাংলাদেশ ও ভারতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং সম্ভাবনার জায়গা যদি বলি অনেক বিশাল। আমরা যে নতুন বাংলাদেশের কথা বলছি। ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ছিল মাত্র ৯০ বিলিয়ন ডলার। এই ১২ বছরে অর্থনীতির আকার হয়েছে ৪৭০ বিলিয়ন ডলার। বলা হচ্ছে, ২০৪১ সালের মধ্যে অর্থনীতির আকার ট্রিলিয়ন ডলার হবে। তবে আমি বিশ্বাস করি এটা অনেক আগেই হবে।

এইচএসবিসির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর নবমতম কনজ্যুমার মার্কেট। মানুষের মাথাপিছু আয় যেভাবে বাড়ছে। কোভিড অতিক্রম করলাম। আল্লাহর রহমতে বিশ্বের তুলনায় আমরা ভালো ছিলাম। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বিশ্ব বিপদগ্রস্ত। বাংলাদেশও সেই বিপদের মধ্যে আছে। তার পরও তুলনামূলকভাবে আমাদের অর্থনীতি অতটা খারাপ না। দেশের বৃহৎ অবকাঠামো যেগুলো দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সেগুলো করছে।

এ বছরকে বলা হয়েছে অবকাঠামোর বছর। যেগুলো আমাদের বেশি দরকার বড় বড় অবকাঠামো সেগুলো হচ্ছে। একসময় আমরা বলতাম আমাদের শিল্পায়নের জন্য যেসব অবকাঠামো দরকার সেগুলো কিন্তু হচ্ছে। ১০০ ইকোনমিক জোন হচ্ছে। হাইটেক পার্ক হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক পার্ক হচ্ছে। এ জায়গায় আমরা ভালো অবস্থানে আছি। যেখানে আমরা এখন বিদেশি বিনিয়োগের কথা বলতে পারি। আমাদের যে জুয়েলারি শিল্পটা। প্রায় ৪০ হাজার প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বাজুসের সঙ্গে আছে। প্রায় অর্ধ কোটি মানুষ এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এত দিন আমার কাছে মনে হয়েছে এ ব্যবসাটা ইনস্টিটিউশনালাইজড না। এবং এটাকে মেইনস্ট্রিমের ব্যবসাও মনে হতো না। বড় ভলিউম ছিল, কারিগররা কাজ করছেন সবই ছিল। কিন্তু কেমন জানি মানুষ বিশ্বাসও কম করত। হলমার্ক যুক্ত হওয়ার পর মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অনেক বেড়েছে। এটা দরকার ছিল। আমি জিনিস কিনব, মনে করব ২২ ক্যারেট মানে ২২ ক্যারেটই। আগে কিন্তু বলত এটা সনাতনী। ওনাদের কাছ থেকে কেনার পরও বলত ভাই এটাতে ৪০ পারসেন্ট নাই। তো সনাতনী মানে কী? বিক্রি তো করেছেন ২২ ক্যারেট। এই যে একটা যুগের পরিবর্তন হলো। শিল্পায়ন হলো। এখন কিন্তু জুয়েলারি শিল্প।

২০৪১ সালে আমাদের ৩০০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি করতে হবে। ৮৩ শতাংশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করি। বাকি সব পণ্য মিলিয়ে ১৭ ভাগ। আমাদের টার্গেট ৩০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি এবং ২০৪১ সালে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। শুধু গার্মেন্ট-টেক্সটাইল দিয়ে সম্ভব হবে না। সুতরাং আমাদের অনেক পণ্য রপ্তানির তালিকায় নিয়ে আসতে হবে।

আমি মনে করি জুয়েলারি শিল্প একটা বিশাল সম্ভাবনাময় জায়গা। যারা আমরা কাজ করতে পারি। তাদের যে কাঁচামাল দরকার। গোল্ড রিফাইনারি প্রজেক্ট হাতে নেওয়ায় আমি বসুন্ধরা গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই। এটা চালু হলে কাঁচামাল অনেক পাওয়া যাবে। শিল্প হিসেবে তারা তখন নিয়ে আসবে। এখন বিভিন্নভাবে স্বর্ণ আসছে। পকেটে আসছে। স্মাগলিংয়ের মাধ্যমে আসছে। রিফাইনারি চালু হলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে।শিল্পের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার গোল্ড রিফাইনারি। এটা চালু হলে শিল্পের জন্য অনেক ভালো হবে।

আপনি যদি ভারতের জয়পুর যান পুরো এলাকাটাই ১০ তলা ১২ তলা ভবনে ফ্যাক্টরি। এক এক প্রদেশে একেক ধরনের জিনিস। জয়পুর স্টোনের জন্য বিখ্যাত। আবার কলকাতা হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত। হাতের কাজের কারিগর সবাই বাংলাদেশি। ওখানে অভিবাসন নিয়েছে। আমাদের স্কিল আছে। যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস। বাংলাদেশে শিল্পের জন্য বড় সমস্যা স্কিল। স্কিলের অভাব। কিন্তু জুয়েলারির ক্ষেত্রে আমাদের স্কিল আছে। এটা কিন্তু পারিবারিক ব্যবসা। আমি মনে করি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সবাই যেভাবে কাজ করছেন। রূপরেখা দিয়েছেন। বাংলাদেশের মার্কেট অনেক বড়। ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত অনেক পিছিয়ে। তার মানে ব্ল্যাক জিনিস পকেটে পকেটে। মার্কেটটা অফিসিয়ালের চেয়ে অনেক বড়। এটা আমরা বুঝতে পারছি। যারা এ ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই ভালো করছেন।

জুয়েলারি সেক্টরের উন্নয়নে সহায়তা দরকার। কারণ এ সেক্টরে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। বিপুল মূল্য সংযোজনের সুযোগ আছে। আমরা যে তৈরি পোশাক রপ্তানি করি সেখানে ভ্যালু অ্যাডিশন খুব বেশি নাই। জোর করে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ভ্যালু অ্যাডিশন করতে হয়। না হলে বাইরে থেকে আনতে হয়। কাঁচামাল এবং হাতের কাজ আমাদের নিজেদের হলে ভ্যালু অ্যাডিশনটা অনেক হবে। সুতরাং স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। একই রপ্তানির বাজারটাও অনেক বড়। ভারতের জুয়েলারি রপ্তানি তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইলের চেয়ে অনেক বড়। এরকম বহু দেশ আছে। পৃথিবীতে যেখানে হাতের কাজ হবে সেখানে তারা কিন্তু অসহায়। বাংলাদেশে যেহেতু দক্ষ শ্রমশক্তি আছে সেহেতু আমরা কেন ব্যবহার করব না?

আমি অনুরোধ করব এ জুয়েলারি শিল্পের ক্লাস্টারগুলো করার জন্য। কারণ শিল্পগুলো ছোট ছোট আকারে বিভিন্ন বাসাবাড়িতে। এটাকে শিল্পের রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। টেকসই মেকানিক্যালের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলেই আপনারা ভালো করতে পারবেন। লুকিয়ে থেকে এখন আর লাভ নাই। দেশটা আমাদেরই এগিয়ে নিতে হবে। সবাই মিলে কাজ করলে বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে। আমাদের দেশে এত সুন্দর পণ্য হচ্ছে। এটা কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না। বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করছেন এটাকে হাইলাইট করার জন্য। এটা নিয়ে কাজ করার জন্য। এই মোমেন্টামসটাকে ধরে রাখতে হবে। আশা করি এ শিল্পে অনেক দূর যেতে পারব আমরা।

অলংকার রপ্তানিতে প্রণোদনা চাই

আবদুল মাতলুব আহমাদ
সাবেক সভাপতি
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)

বাংলাদেশে গোল্ড ও জুয়েলারি নিয়ে যখন চিন্তা করি কেন জানি একটু চুপ চুপ লুকানো লুকানো ব্যবসা। এবং কিনতে গেলেও চুপ চুপ করে কিনতে হয়। কেউ কেউ কাগজ দেয়, কেউ কাগজ দেয় না। আবার কেনার পরে চিন্তা করি এটা কি ২২ ক্যারেটই আছে না কম আছে। এই যে একটা চিন্তাধারা নিয়ে চলছিল ব্যবসাটা। আজকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। বাজুস সত্যিকার অর্থেই একটা এসোসিয়েশন হিসেবে এখন আত্মপ্রকাশ করছে। যে এসোসিয়েশন স্ট্রং, যে এসোসিয়েশন মিন বিজনেস তারা বলছে বিগত দিনে যে নেগেটিভ অ্যাটিচুয়েড ছিল, ইমেজ ছিল সেগুলো সব শেষ তো করবেই। বিদেশে মার্কেট ধরবে।

সবাইকে অভিনন্দন। স্পেশালি সায়েম সোবহান আনভীর, হি ইজ এ ডায়নামিক লিডার। এবং খুবই স্ট্রং মাইন্ডের। হি মিনস বিজনেস। তা দেখা যাচ্ছে খুব ফাস্ট মুভ হচ্ছে। আমরা যদি রপ্তানির দিকে তাকাই। দুবাইয়ে নামলেই কিন্তু আমরা গোল্ড সুকে যাই। আমরা অনেকেই। ম্যাক্সিমাম লোকই ওখানে যায়। সেখানে গিয়ে দেখা যায় চারদিকে সোনা আর সোনা। যেখানেই কেনেন মানুষ ভয় পায় না। বলে দুবাইয়ের গোল্ড। বাজুস সেদিকে যাচ্ছে। তারা সার্টিফিকেশন করে বলছে আমাদের মেম্বারের যদি কোনো গোল্ড হয়। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমার গোল্ড ভালো। অভিনন্দন আবারও। এগুলোই দরকার। কনফিডেন্স আনতে হবে টু দ্য মার্কেট।

কেন বলছি আজকে গোল্ড বানানোর যে রিফাইনারি করছে বসুন্ধরা গ্রুপ। আমরা যারা জুয়েলারি শিল্প প্রতিষ্ঠা করব। আমাদের সঙ্গে আরও যারা আছেন। সবার জন্য বিরাট বড় একটা অ্যাডভানটেজ হয়ে গেল। গোল্ড নিয়ে আর চিন্তা নাই। আগে মাঝে মাঝে রেইড হয়। এই গোল্ড কার। কই থেকে আনছ, রিসিট কই। দেখাও। এখন থেকে আমরা বেঁচে যাব। আমরা বসুন্ধরার রিসিট দেখাব, ভাই নিয়ে আসছি ওখান থেকে। সমস্যা নাই। তার চেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের ভ্যালু অ্যাডেড অনেক বেড়ে গেল।

বাংলাদেশে যখন গোল্ড রিফাইনারি হবে, সেই গোল্ড দিয়ে যখন আমরা জুয়েলারি বানাব আমাদের ভ্যালু অ্যাডেড দ্রুত বাড়বে। সতিকার অর্থে মেড ইন বাংলাদেশ জুয়েলারি আমরা ঘোষণা করতে পারব। প্রত্যয়ন করতে পারব। যে বাংলাদেশকে সেই পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজকে জুয়েলারি তৈরিতে যে অবস্থানে আছি। তাঁতীবাজার এবং অন্যান্য জায়গায় গোল্ড কনভার্ট করার সময় অনেক অপচয় হয়। যত ওয়েস্ট হবে তত লস। আমি বিদেশি ফ্যাক্টরিতে গিয়েছি টাইটানে। মালাবারের ফ্যাক্টরিতেও গিয়েছিলাম। দেখলাম ওরা একটা ডাস্টও ফেলে দিতে চায় না। যাওয়ার সময় বাতাসের মধ্যে ঢুকতে হয়। বেরোনোর সময় বাতাস। গায়ের মধ্যে যদি কিছু আসে, সেটাও ওরা নিয়ে যায়। এতটা হিসাব করতে হবে। আমাদের যারা গোল্ডের ফ্যাক্টরি করবেন, মনে রাখবেন ওয়েস্ট যত কম হবে আয় তত বেশি হবে। এজন্য আমাদের মেশিনারিজ দরকার।

এ মেশিনারির জন্য প্রতিটি ব্যাংককে বাজুস থেকে চিঠি দিতে হবে। আমাদের মেম্বারদের তোমরা সফট ঋণ দাও।

যত টাকা লাগবে তত টাকা দাও। বাট সফট ঋণ দাও। আমরা লেটেস্ট ইমপ্রুভ করতে চাই এ সেক্টর। তা হলেই এটা বাংলাদেশে গার্মেন্টসের পরে অবস্থান নেবে। এবং বাজুস যদি সার্টিফাই করে জুয়েলারি মালিক বা ফ্যাক্টরি ভালো, লোন শুড বি ভেরি ভেরি ইজি। তাকে আর কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেনথ অব এসোসিয়েশন।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে তাঁতীবাজারের অনেক লোক চলে যাচ্ছে। অন্য পেশায়, অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। আমি যখন টাইটানের জুয়েলারি সেকশনে গেলাম, ওখানে দেখি সব আর্টিস্টই বাঙালি। কলকাতার বাঙালি, হয়তো বাংলাদেশের বাঙালিও চলে গেছে। সেজন্যই বলছি তাঁতীবাজারের শিল্পীদের ধরে রাখতে হবে। যারা প্রকৃত কারিগর তাদের সম্মান করতে হবে। গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলারির যে ভ্যালু অ্যাডেড আছে, সেটা রিকগনাইজ করে বাংলাদেশের সরকার। গোল্ড এক্সপোর্টের ওপর ক্যাশ ইনসেনটিভ ঘোষণা করতে হবে। আমি বাজুসকে আহ্বান জানাব তারা যেন এ বাজেটে ট্র্যাডিশনাল আইটেম এক্সপোর্টের ওপর ইনসেনটিভ দাবি করে। আমরা এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই থেকে সাপোর্ট করব বাজুসকে।

বিশ্বব্যাপী গোল্ড ও ডায়মন্ডের চাহিদা আছে। বিশেষ করে চীনারা নুডলস খাক আর না খাক গোল্ড জুয়েলারি কিনবেই। সবচেয়ে বেশি গোল্ড জুয়েলারি চীনারাই ব্যবহার করে। বাজুসের ডেলিগেশন যাওয়া উচিত চীন। চীনা বলে আমাদের গোল্ড কিনবে না তা না। অবশ্যই কিনবে। যদি আমরা সেভাবে তাদের কাছে যাই। লন্ডন, নিউইয়র্ক, বেইজিং, দুবাইতে মেড ইন বাংলাদেশ গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের জুয়েলারির শোরুম খুলতে হবে বাজুসের। যেখানে বাজুসের মেম্বাররা তাঁদের এক্সপোর্ট প্রডাক্টটা শোরুমে প্রদর্শন করতে পারবেন। অ্যাট এ ভেরি রিডিউস কস্ট। যত তাড়াতাড়ি বাজারে যেতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের গোল্ড বিশ্বব্যাপী মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

মাস্টার কারিগরদের জন্য এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট দিতে হবে। যাদের ভালো ফ্যাক্টরি আছে, রপ্তানি করছে আমরা তাদের অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি। কিন্তু যারা ক্রাফটস ম্যান তাদের কিন্তু সেভাবে সম্মান জানাতে পারি না। আমার অনুরোধ থাকল সেটা। বাজুসের ডিজাইন সেন্টার থাকতে হবে। সারা বিশ্বে ডিজাইন সেন্টার আছে। মালাবার প্রতি মাসে ১০টা ২০টা নতুন ডিজাইন বের করে। বিশ্ববাজারে দেয়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা খুবই বুদ্ধিমান। আমি ইলেকট্রিক গাড়ির ডিজাইন করার সময় দেখেছি। তারা যেসব ডিজাইন করেছে যুক্তরাষ্ট্রও অনেক সময় ফেইল করে। সবশেষে বলতে চাই, জুয়েলারি এক্সপোর্টে ইনসেনটিভ অবশ্যই দিতে হবে।

কর মওকুফে বিকশিত হবে জুয়েলারি শিল্প

ড. আহসান এইচ মনসুর
নির্বাহী পরিচালক
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)

কয়েক বছর আগে আমি দুবাই গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম গোল্ড সুকে যে সোনার গহনার দাম সবচেয়ে বেশি। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটার দাম সবচেয়ে বেশি কেন? তারা বলল, এটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছে, ফিলিগ্রি গোল্ড এবং এটা হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত। প্রতি ইউনিটের দাম সবচেয়ে বেশি। যারা পূর্ব বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম বাংলায় গিয়েছে, সেখান থেকেই তারা রপ্তানি করছে। কিন্তু আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পটা ধরে রাখতে পারিনি। এই একটা জিনিসে আমাদের এখানে দক্ষতা আছে, কারিগর আছে। ডিজাইন আছে, স্কিল আছে সবই আছে। তার পরও আমরা এ বাজারটা ধরতে পারিনি।

সোনা বলতে বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বিভাগের মতে, সোনা মানেই হলো বেআইনি জিনিস। আমদানি করার চেষ্টা। এটাকে কোনোভাবেই লিগ্যালাইজ করা যাবে না। এটাই এত দিন নীতি ছিল। ২০১৮ সালের পরিবর্তনটা পরে হয়েছে। এই যে সোনাকে নিষিদ্ধ করা। নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আমরা দুটো জিনিস সৃষ্টি করেছি। একটা হলো আমাদের ফরমাল এক্সপোর্টটাকে বন্ধ করে দিয়েছি। আরেকটা বিষয় হলো সোনা এবং কালোবাজারি দুটো এক করে দেখা হচ্ছে। এটাই কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এটা করে তারা কিন্তু পুরস্কৃতও হচ্ছে।

আমরা এমন একটা স্ট্রাকচার করেছি, এমন একটা ট্যাক্স স্ট্রাকচার করেছি যেখানে এক পয়সাও রেভিনিউ আসে না। সোনা থেকে এ পর্যন্ত এনবিআরের কোনো রাজস্ব নাই। গত ৫০ বছর এবং তার আগে পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর দু'টোসহই। কিন্তু আমরা এটাকে ব্যান করে রেখেছি মোটামুটিভাবে। কার্যকরভাবে বলা যায়, আমরা এটাকে আটকে রেখেছি। ফলে এ শিল্পের প্রসারটার মূলে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে সরকারিভাবে।

সোনা খারাপ কিছু নয়, সোনা বাংলাদেশে হাজার হাজার বছর ধরে আছে। হাজার হাজার বা লাখ বছর থাকবে। আমাদের মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবাই সোনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অংশ। আমাদের পারিবারিক সম্পদের অংশ। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। এর সঙ্গে আমরা যেটা হারিয়েছি সেটা হলো আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পটাকে আমরা রপ্তানিমুখী করতে পারি নাই। আমি বলব সেটার মূলেও মানসিকতা। সোনাকে হাত-পা আটকে একটা কালোবাজারি হিসেবে চিহ্নিত করেছি। যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের হিসাবরক্ষণে স্বচ্ছতা। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সরকারের দিক থেকে এ শিল্পের বিকাশের জন্য এ শিল্পকে খুলে দিতে হবে। আমাদের দেশে রাজস্ব যেহেতু আসে না, আমি কাল থেকে সোনার ওপর ডিউটি জিরো করে দিলেও কি হবে। বিশ্ব দামে আমি সোনা কিনব। বিশ্ব দাম তো সস্তা নয়। কাজেই যারা সোনা কিনবে তারা উচ্চবিত্ত। হঠাৎ করে সোনার দাম আকাশচুম্বী হয়ে যাবে না।

আমার সোনার উৎস কী। প্রথমত, প্রধান উৎস রিসাইক্লিং অব গোল্ড। দ্বিতীয়ত, সৌদি আরব থেকে আসার সময় প্রত্যেকেই সোনার বার নিয়ে আসে। এটা অনুমোদিত। বৈধভাবে আমদানি। সেটা এনে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে।

তৃতীয়ত, সম্প্রতি অফিসিয়ালি যেটা করা হয়েছে। চার নম্বর, আমি বলব ভারতের সঙ্গে আমাদের যে পেমেন্টটা হয় যেখানে আমরা ভারতীয় শাড়ি, পাঞ্জাবি, জুতা, গহনা আনছি। এগুলোর পেমেন্টটা হয় সোনা দিয়ে। কারণ আমাদের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়ার মতো ইন্ডিয়ান রুপি নাই। আমাদের কাছে আমেরিকান ব্যাংক নোটও নাই। পেমেন্টটা হবে কীভাবে? পেমেন্টটা হবে সোনার মাধ্যমে।

সরকারি নীতি এটাতে মূল সমস্যা সৃষ্টি করছে বলে আমি মনে করি। এনবিআরের কর্মকর্তার মানসিকতার সমস্যা। তারা বড় হয়েছেন এভাবে– সোনার ব্যবসায়ী মানেই হচ্ছে চোরাকারবারি। এ মাইন্ড সেট থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সোনাকে দেখতে হবে গার্মেন্টসের মতো। তারা একটা রপ্তানিমুখী শিল্প হতে পারে। আরেকটা কথা বলব, সোনার ব্যবসায় বড় ব্যবসায়ী করপোরেটদের আসতে হবে। ভারতের এক নম্বর রপ্তানিকারক টাটা। দুই নম্বর রিলায়েন্স। তারাও এখানে আসছেন। আমি যেটা বলতে চাই। আপনারাও থাকবেন। কিন্তু সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য করপোরেট বাংলাদেশকে এগিয়ে আসতে হবে এ ব্যবসায়। তা না হলে এনবিআরকেও ম্যানেজ করতে পারবেন না। আমি পলিটিক্যাল ইকোনমির কথাই বলছি। আপনারা বড় ব্যবসায়ীদের পেছনে থেকে বড় হওয়া– সেটাও পারবেন না। বলা হয়েছে, ১০ জনে কিন্তু ভারতে বড় বিজনেস হয় না। হাজার হাজার সেখানে আছে। কিন্তু ১০টা বড় প্রতিষ্ঠান সেখানে বিশ্বখ্যাত। সেই ১০টাই কিন্তু করপোরেট ইন্ডিয়া। এই যে বসুন্ধরা গ্রুপ এসেছে। এটা পজিটিভ দিক। আরও পাঁচটি করপোরেট সেক্টর আসুক। দেখুন আপনারা কোথায় গিয়ে দাঁড়ান।

সনাতনী সোনা দিয়ে কিন্তু বিদেশ জয় করা যাবে না। ওই ২২ ক্যারেট দিয়েই করতে হবে। ইতালির জুয়েলারি পশ্চিমা বিশ্বে সবচেয়ে ভালো। ক্যারেট কত ১০ থেকে ১৮-এর বেশি তো হবেই না। কাজেই যার যেটা চাহিদা সে অনুযায়ী আমাকে দিতে হবে। এবং সেই গুণগতমান আমাকে সৃষ্টি করতে হবে। আমি মনে করি এ শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা। ভারতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব। না পারার কোনো কারণ নাই। আমাদের পলিসি, আমাদের করপোরেট সেক্টর, পলিসি মেকারদের এ সেক্টরটাকে উদারভাবে দেখতে হবে এবং সব রকমের সুবিধা দিতে হবে।

আমি মনে করি সোনা-ডায়মন্ডের ওপর জিরো ট্যাক্স করে দিলে এ শিল্প ফ্লারিশ হবে। এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও ট্যাক্স পায় না সরকার। এটাতে কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা তো এক্সপোর্ট করে লাভই আনতে পারব। আমরা ভারত থেকে আমদানি কমিয়ে দেশে উৎপাদন করতে পারব। তাহলে আমি কোথাও ক্ষতি দেখি না। কাজেই আমি বলব সোনা এবং ডায়মন্ডে জিরো ডিউটির প্রচার শুরু হোক। বাকিটা আপনারা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেন, আপনারা কি সরকারকে দেখিয়ে দিতে পারেন? বলেন, পাঁচ থেকে ১০ বছর সময় দাও। ৭০ বছরেও কিছু পাও নাই। আমাদের ১০ বছর সময় দাও, দেখ আমরা কী করতে পারি। এ লক্ষ্য নিয়ে আপনারা সামনে এগোন। আমি মনে করি অনেক সফলতা আছে। অনেক কর্মসংস্থান হবে। আমাদের পথেই নতুন শিল্প তৈরি করতে হবে। কিন্তু সরকারকে এ ব্যাপারে সহায়তা দিতে হবে।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'অর্থনীতিতে জুয়েলারি শিল্পের অবদান ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বদনাম, দায়ী সরকারের নীতি

এম এ সিদ্দিকী
ভাইস প্রেসিডেন্ট
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ (আইবিএফবি)

২০১৮ সালে নীতিমালা জারির আগে স্বর্ণ আমদানি প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। শুধু আমদানি করতে পারত বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকারের নীতিনির্ধারকদের ধারণা ছিল, স্বর্ণ তো টাকার বিকল্প। টাকার বিপরীতে স্বর্ণ রেখে টাকা ছাপানো যায়। বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে অনেক সময় বিদেশ থেকে স্বর্ণ কিনে মজুদ করে। স্বর্ণের মজুদ লন্ডন, প্যারিস, আমেরিকায়ও রাখে। স্বর্ণ দেশে আনা হয় না। মালিকানা বাংলাদেশের কিন্তু রাখা হয় অন্য দেশে। একই সময়ে বাংলাদেশের স্বর্ণের দোকানগুলো কাঁচামাল কোথা থেকে পায় এটা বাংলাদেশের পলিসিমেকাররা কোনো দিনই ভাবেননি। অর্থাৎ এটাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা অবৈধ ব্যবসায় তৈরি করা হয়েছে। জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের বদনামের জন্য তারা দায়ী নন। সরকারে পলিসি এটার জন্য দায়ী।

এখন যে নীতিমালা করা হয়েছে স্বর্ণ আমদানি করার, এটাও এত রেস্ট্রিকটেড যে সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বর্ণ আমদানির অনুমতি নেওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে খুবই কঠিন কাজ। খুবই পাওয়ারফুল কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান না হলে পারমিশন বের করতে পারবে না। বাংলাদেশের কোনো পণ্যকে বন্ড লাইসেন্স দেওয়া হলে তারা গার্মেন্টসের মতো বড় ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাবে। এটা কখনোই ভাবা হচ্ছে না।

বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর এসব নিয়ে কাজ করছেন। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে স্বর্ণের ট্রেডিং হবে। ফিনিশ প্রডাক্ট বেচাকেনা হলে আপনারা প্রতিদিন যে দাম নির্ধারণ করে দেন সেটা আর থাকবে না। দাম নির্ধারণ হবে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কমোডিটি এক্সচেঞ্জে। এটা করা গেলে ভোক্তারাও একটা ন্যায় দাম পাবেন। আপনারাও ন্যায্য দাম পাবেন। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কারণ কমোডিটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রতিদিন ফিনিশ স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হোক। এ শিল্প ফ্লারিশ করার জন্য কাঁচামাল আমদানির যে কঠিন শর্ত আছে তা বাতিল করতে হবে। বাতিল না করলে এটা কখনোই শিল্প হিসেবে ফ্লারিশ হবে না।

ভারত এবং দুবাই থেকে গহনা কেনা বন্ধ করার জন্য আমাদের দেশে তৈরি গহনার ফিনিশিং ভালো করতে হবে। তার জন্য দরকার মেকানিজম। মেশিনারিজ। অটোমেশনে যেতে হবে। এর জন্য বিপুল বিনিয়োগ দরকার। সবাই যেতে পারবে না। আইন প্রয়োগ কারী সংস্থা কঠোর হলেও সোনা চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাবে না। ঢাকার চেয়ে কলকাতায় দাম কম হলে আমরা প্রতিদিন পকেটে করে নিয়ে আসব। এটা আটকানো যাবে না।

জুয়েলারি শিল্পের অর্থায়নে সহজ করতে হবে

ড. মাহফুজ কবির
গবেষণা পরিচালক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)

জুয়েলারি বা অলংকার ডিজাইন নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সিরিয়াসলি চিন্তা করা দরকার। আমরা দেখছি বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার সঙ্গে বাংলাদেশেও ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত দাম সমন্বয় করলে চোরাচালানে চাপ তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যে চাহিদা আছে এবং দেশের বাজার মাথায় রেখে আমরা নতুন নতুন ডিজাইনের প্রডাক্ট তৈরি করছি। খুব ইনোভেটিভ ডিজাইন দিয়ে। এসব ডিজাইন কিন্তু উচ্চ মূল্যের অলংকারের জন্য করছি। কম এবং মাঝারি দামের জন্য চিন্তা করছি। আমাদের দেশে স্বর্ণালংকার বিক্রি হয় উৎসব কেন্দ্র করে, বিনিয়োগ হিসেবে। এটা যে প্রতিদিনের ভোগ্যপণ্য সে হিসেবে দেখি না। আমাদের আসলে সবাইকেই টার্গেট করতে হবে।

উন্নত দেশে আসলে ক্যারেটের দিকে না তাকিয়ে ভ্যালু অ্যাডিশন এবং সব শ্রেণির ভোক্তার জন্য তৈরি করা হয়। প্রতিদিনের ব্যবহারের বিষয়টি মাথায় রাখলে বাচ্চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করবে। তখন মার্কেট এক্সপান্ড হবে সবার দিকে। এ বিষয়টা মাথায় রাখলে কিন্তু বিক্রির স্কেলটা বাড়বে। কম দামের পণ্য অবশ্যই তৈরি করতে হবে। যতটা ইন্টারন্যাশনাল লিংকেজ বাড়ানো যায়। সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সারা বিশ্বের বাজারে আমরা যাব। এবং বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করব। এতে সবাই জুয়েলারি পণ্যের জন্য পজিটিভলি চিন্তা করবে।

ইমিটেশনের সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে। আমরা সেই ডিজাইনে যেতে পারছি না। আমাদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ডিজাইন বিয়ের মতো উৎসব কেন্দ্র করে এবং ট্র্যাডিশনাল যে ডিজাইন সেটা। সম্পূর্ণ আধুনিক ডিজাইন দরকার। আমরা মনে করছি অটোমেশন দিয়ে সেই ডিজাইন হবে। হবে না। এখানে হাতের কাজ মাথার কাজের চিন্তাগুলো লাগবে। এ জায়গা থেকে আপনাদের চিন্তাটা করা দরকার। যারা আসলে কারিগর তাদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ভিন্ন ধরনের এনগেজমেন্ট দরকার। উঁচুমানের স্কিল দরকার। সেখানে হতে পারে চারুকলা ইনস্টিটিউট। তাদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সংযোগ বাড়ানো দরকার। তারা অনেক খবর রাখেন। ট্র্যাডিশনাল মার্কেট মাথায় রেখে দেশ এবং বিদেশের বাজার ধরতে হবে।

এসএমই ঋণ সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য গলার কাঁটা হয়ে গেছে। বাজুসের পক্ষ থেকে শক্ত পদক্ষেপ দরকার। ব্যাংকগুলো যারা বড় তাদেরই কম সুদে ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু এসএমইরা ভালোভাবে ঋণ শোধ করার পরও ব্যাংকের সুবিধা পান না। যে কোনো ধরনের ব্যবসার মূলধন আসতে হবে ব্যাংক থেকে বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে। এজন্য একটি চাপ দেওয়া দরকার। প্রতিযোগিতামূলক সুদে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ আসতে হবে। এটা হচ্ছে মূল কথা। বিনিয়োগ এবং ডিজাইন ভালোভাবে এলে বাংলাদেশের জুয়েলারি খুব শিগগিরই বিশ্ববাজারে পৌঁছে যাবে। এজন্য আপনাদের একটি পরিকল্পনা দরকার। প্রত্যেকের ভূমিকা ঠিক করে এগোতে থাকেন তাহলে এ শিল্পকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'অর্থনীতিতে জুয়েলারি শিল্পের অবদান ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

গহনা মেয়েদের জীবনের একটা অংশ

নিপুণ আক্তার

অভিনেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি

আমি আমার লাইফের একটা গল্প শোনাবো। যুক্তরাষ্ট্রে আমার প্রথম চাকরি ছিল জুয়েলারি শপে। জ্যাকসন হাইটসে। ওটার নাম ছিল অলংকার জুয়েলার্স। এজন্য আমি খুব ভালো জানি কীভাবে জুয়েলারি বিক্রি করতে হয়। জ্যাকসন হাইটসের সবচেয়ে বড় দোকান ছিল সেটা। ইটস নট ইজি জবস, ১২ ঘণ্টা আমাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হতো। শুক্র ও শনিবার আমাদের দেশি কাপড় পরতে হতো। কারণ জুয়েলারির পুরোটাই বিক্রি হয় সৌন্দর্যের ওপরে।

২০ জন স্টাফ ছিলাম সবাই বাংলাদেশি। দোকানের মালিক ছিলেন গুজরাটি। বাজুস ফেয়ারে আসার পর আমার প্রথম চাকরির কথা খুব মনে পড়ছে। চাকরিটা আমার জীবনে অনেক কিছু যোগ করেছে। কীভাবে মানুষকে কনভিন্স করে একটা জিনিস সেল করতে হয়। কারণ জুয়েলারি সেল করা ইজ নট ইজি। ১০০ ডলারের একটা জিনিস কেউ কিনে নেবে সেটার জন্য তাকে কনভিন্স করতে হচ্ছে। নতুন জয়েন করলেই হাতের রিং, চেইন দেওয়া হয়। জয়েন করার পর দুই মাসের মধ্যেই আমি চলে এসেছি ডায়মন্ড সেক্টরে।

সকালবেলা প্রথমেই দুজন বিদেশি এসেছেন। কেউ ওনাদের অ্যাটেন করছে না। মানে গহনা দেখাচ্ছে না। বলছে এরা মনে হয় কিছু কিনবে না। যেহেতু আমি নতুন। ম্যানেজার আমাকে বলল যাও তুমি অ্যাটেন কর। তুমি দেখাও। আমি দেখাতে গেলাম। উনি বলল আমি ডায়মন্ড দেখব। যেহেতু আমি ডায়মন্ড সেকশনে ছিলাম তাই আমাদের সেক্টরটা আলাদা ছিল ওখানে, আমি নিয়ে গেলাম। তখন সকাল সাড়ে ১১টা বাজে। ওখানে আমাদের কমিশন ছিল। আমি যা সেল করি লিখে রাখি প্রতিদিন। আমরা ৬ হাজার ডলার দাম চেয়েছিলাম। ওনারা বললেন কিছু ডিসকাউন্ট করা যাবে কি না। মালিককে ফোন করলাম। তখন ম্যানেজারসহ সবাই চলে এসেছে। কিন্তু তারা আর কারও সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে না। শুধুমাত্র আমার সাথেই কথা বলবে। তারা ৫ হাজার ডলারের একটা সেট নিয়ে নিল।

আমার কাছে মনে হয় কোনো অভিজ্ঞতাই জীবনের জন্য খারাপ নয়। যেটাকে আমি যেভাবে নেব সেভাবেই কাজে লাগবে। একটা বিষয় আমি শিখেছি ওই দোকান থেকে। ওখান থেকে আমি শিখেছি কীভাবে কনভিন্স করতে হবে। কীভাবে সুন্দর করে হাত দেখিয়ে বলতে হবে এই যে চুড়িটা অনেক সুন্দর। গহনাটা অনেক সুন্দর। কীভাবে সেল করতে হবে। সেলিংটা আমি ওখান থেকে শিখেছি খুব ভালো। গহনা মেয়েদের জীবনের একটা অংশ। আমার যখন মন খারাপ হয় তখন গোল্ড শপে যাই। গিয়ে না কিনলেও ঘোরাঘুরি করি। দেখে চলে আসি।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'সেলিব্রেটিদের গহনা ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

নারী আর গহনা এক সুতোয় গাথা

শাহনাজ মুন্নী
কবি ও প্রধান বার্তা সম্পাদক, নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশন

সোনা বা স্বর্ণ এমন একটি ধাতু যা তার স্থায়িত্বের কারণেই মানুষের কাছে মূল্যবান। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সোনা দিয়ে অলংকার বা গহনা বানিয়ে পরিধান করছে। গহনা শিল্প ফ্যাশন জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষ করে নারীর সাজ সম্পূর্ণ করতে গহনার ব্যবহার অপরিহার্য। গহনা শিল্পের রয়েছে বহু পুরনো ইতিহাস। প্রাচীন যুগে শুধু নারী নয়, পুরুষও গহনা পরতেন। বিশেষ করে রাজরাজড়াদের যেসব পুরনো ছবি আমরা দেখি, তাতে তাদের সোনার তৈরি নানারকম ভারী গহনা পরে থাকতে দেখা যায়। এ স্বর্ণের অলংকার ছিল তাদের ক্ষমতা ও ঐতিহ্যের প্রতীক।

সারা পৃথিবীতেই সোনার গহনার মূল্য ছিল ও আছে। চীন, ভারত, স্পেন, মিসরসহ প্রাচীন অনেক জনপদে মন্দিরে, রাজপ্রাসাদে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ মজুদ রাখার কথা শোনা যায়। তবে সোনার গহনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষমতাধর দুই নারীর কথা আমরা বলতে পারি। প্রাচীন মিসরে রানি ক্লিওপেট্রা এবং ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ। তাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, আমরা পুরনো যে ছবি দেখি সেখানেও দেখা যায়, তাঁরা মণিমুক্তা ও স্বর্ণের ভারী অলংকার পরে আছেন। স্বর্ণালংকার একদিকে তাঁদের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, অন্যদিকে শৌর্যবীর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছে। বংশপরম্পরায় সেই গহনা হস্তান্তরিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, একসময় প্রজন্মের পর প্রজন্ম হস্তান্তরিত হতে হতে অলংকারসমূহ ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

মানুষ তার অঙ্গসজ্জার যেসব উপায় আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে সারা পৃথিবীতে অলংকার পরিধানের রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে নিঃসন্দেহে সোনার অলংকার সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন নারীরা। সোনার গহনার একটা আলাদা দ্যুতি ও চমক আছে এবং এটা মানুষের ব্যক্তিত্বে আত্মবিশ্বাস যোগ করতে পারে। অনেক সময় এটি নারীর গ্ল্যামারেরও অংশ।

আমাদের দেশে বিয়ের আসরে কনেকে সোনার গহনায় সাজানোর রেওয়াজ আছে। লাল কাতান বা বেনারসির সঙ্গে সোনার গহনার স্বর্ণালি রূপ নববধূকে অপরূপা করে তোলে। সোনা একটি সম্পদও বটে। আগেকার যুগে মা-চাচিরা সোনার গহনাকে বিপদাপদে সহায় বলে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখতেন। সংসারে বড় ধরনের প্রয়োজন দেখা দিলে স্বর্ণ বিক্রি করে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার নজির আছে।

নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে সোনা বা সোনার অলংকার সব সময়ই জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষ মনে করে, স্বর্ণে বিনিয়োগ করলে লোকসানের ঝুঁকি নেই। কারণ স্বর্ণ নষ্ট হয় না। তা ছাড়া স্বর্ণের দাম বাড়লে-কমলেও তাতে আকাশপাতাল তফাত হয় না। উপমহাদেশের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, বহুকাল আগে থেকেই সোনার গহনা নারীদের বিশেষ প্রিয়। কিন্তু সেটা কি শুধু এজন্য যে, সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু; নাকি এর অন্য কোনো কারণও আছে?

আমরা দেখেছি, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিশেজ্ঞরা বলেছেন, স্বর্ণ এমন একটি ধাতু যা বিভিন্ন সময় রোগপ্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হতো। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সোনাকে বিশেষ উপকারী বলে মনে করা হয়। সোনা শরীরের ওপর উষ্ণ ও উদ্দীপনাময় প্রভাব রাখতে পারে। শরীরের নানা অংশের মধ্যে হাড়ের পক্ষে স্বর্ণকে বিশেষ উপকারী বলে মনে করা হতো। স্বর্ণালংকার পরিধান করলে শরীর নীরোগ থাকে এবং হাড়ের দুর্বলতা দূর করতে স্বর্ণ উপকার করে বলে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সেজন্যই প্রাচীনকাল থেকেই শরীরে স্বর্ণ পরাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে হয়তো একটু সংশয় আছে।

কিন্তু ইতিহাসবিদরা বলেন, প্রাচীনকালে স্বর্ণ পরিধানের পেছনে এ কারণটিও কাজ করতে পারে। এখনো অনেকে বাড়িঘর পরিশুদ্ধ করতে সোনা-রুপা ধোয়া পানি ছিটিয়ে থাকেন। তা ছাড়া ত্বকের উজ্জ্বলতা ও লাবণ্য ধরে রাখতে সৌন্দর্যচর্চায় খাঁটি সোনার গুঁড়ো দিয়ে গোল্ড ফেসিয়ালের প্রচলন কিন্তু ইদানীং বেশ জনপ্রিয়।

আমরা জানি, প্রায় ৩ হাজার বছর আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সময়ে সোনা ও রুপা দিয়ে গহনা তৈরি শুরু হয়। সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন মন্দিরে যে মূর্তি ও ভাস্কর্য দেখা যায় তাতে বিভিন্ন ধরনের অলংকার সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এসব অলংকারের মধ্যে মাথার টিকলি, গলার সাতনরি হার, কোমরের চন্দ্রহার, হাতের বাজুবন্ধ, চুড়ি, বালা, রতনচুর, বিভিন্ন নকশার আংটি, পায়ের নূপুর, চন্দ্রচক্র কানবালা, বিছাহার, শীতাহার, কানঝুমকা, অলংকৃত চিরুনি, চুলের কাঁটা, মাদুলি মুকুট এসব বেশি দেখা যায়।

পরবর্তী সময়ে মুঘলরা যখন ভারতে আসে তখন অলংকার শিল্পের আবার পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় এবং পারস্য থেকে শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত অলংকারের প্রচলন ঘটে। তখন সোনার অলংকারের সঙ্গে বিভিন্ন দামি রত্নের ব্যবহারও শুরু হয়। আমরা এখন দেখি গহনার সঙ্গে এই দামি রত্নের ব্যবহারটি প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতকের পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়কে গহনার আধুনিক যুগ বলা চলে। এ সময় উপমহাদেশে ইংরেজের আগমন ঘটে এবং আমাদের প্রাচীনকালের গহনার রীতিনীতি, নকশার সঙ্গে পাশ্চাত্য ঘরানার নান্দনিকতার বিশেষ সমন্বয় ঘটে। তারই ফল আজকের এ গহনা।

বাংলাদেশে সব সময় সোনার গহনার চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল। পাশাপাশি গহনার নকশারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজের সৌন্দর্য বিকশিত করতে এবং ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটাতে গহনা ব্যবহার করে আসছে। এ ক্ষেত্রে যদি নারীর কথা আসে তাহলে বলতেই হবে যে, নারী আর গহনা এক সুতোয় গাঁথা। যে কোনো দেশ বা সংস্কৃতিরই হোক না কেন, গহনা পছন্দ করে না এমন নারী খুঁজে পাওয়া বিরল। কারণ এটা অনস্বীকার্য যে, নারীর সৌন্দর্যে গহনা সব সময় একটা অনন্য মাত্রা তৈরি করে। তা ছাড়া গহনাকে নারীর বিপদের সঙ্গী ও তার হাতের পাঁচ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বাজারে সব সময়ই সোনার চাহিদা থাকে। ফলে যে কোনো সময় যে কোনো দরকারে সোনা বিক্রি করে নগদ অর্থ পাওয়া সম্ভব।

১৯৭১ সালে স্বর্ণের ভরি ছিল ১৬০ টাকা। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে ছিল ৫০০ টাকা। তারপর কালের বিবর্তনে সোনার দাম বেড়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের দাম অনুযায়ী সোনার দাম ওঠানামা করে। স্বর্ণকে বলা হয় বিনিয়োগের সেফ হেভেন। ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়েযোগের জন্য সব সময়ই মানুষের পছন্দের তালিকায় রয়েছে স্বর্ণ। সব যুগে সব কালে এ উজ্জ্বল সোনালি ধাতুটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল, আছে এবং থাকবে।

অলংকার নারীর ভূষণ

মেহের আফরোজ শাওন
অভিনেত্রী ও সংগীত শিল্পী

যুগ যুগ ধরে স্বর্ণের গহনা নিয়ে আমার যেটুকু ভাবনা বা এরকম আমার শৈশব থেকে যা আমি দেখে এসেছি। স্বর্ণের গহনাটা আসলে না আমাদের পূর্বের যে প্রজন্ম আমাদের নানি, দাদি এবং তারও আগের মানুষদের ক্ষেত্রে দেখেছি। যতটা না আসলে সুন্দর ডিজাইন বা এখন যেমন ক্যারেটের বিষয় আছে, আরও কত কিছু আছে। এটার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ঐতিহ্যের ব্যাপার। বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়া সে সময় স্বর্ণের গহনা ভাবাই যেত না। এবং সেই বিশেষ উপলক্ষটা একটি মাত্র উপলক্ষ ছিল বিয়ে। বিয়ের সময় সে সময় নারীরা একটি গহনা পেতেন। সেই গহনাটি তারা আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে রাখতেন তাদের একমাত্র সম্পদের মতোন। কারণ এখনকার নারীদের মতো তাদের ব্যাংক বালান্স ছিল না। এখনকার নারীদের মতো তাদের সঞ্চয়পত্র ছিল না। এখনকার নারীদের মতো তারা কর্মজীবীও ছিলেন না। এফডিআর ছিল না। তাদের বহু কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা একটা সঞ্চয় ছিল না।

আমার কাছে মনে হয় গহনাটা তাদের কাছে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কারণ গহনাটা তারা আগলে রাখতেন ভবিষ্যতে কোনো একটা দুর্যোগ যদি আসে বা ভবিষ্যতে কোনো একটা সম্ভাবনাময় সময়ে এ গহনাটাই হবে তার একমাত্র অবলম্বন। সন্তানকে কোনো একটা জায়গা বিদেশে বা শহরে পড়তে পাঠাবেন। তখন এ গহনাটা বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে সন্তানকে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাবেন। কিংবা ছেলেসন্তান কোনো একটি নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। মায়ের গহনা বিক্রি করে সন্তান বা স্বামী তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। সেই মূলধনটা নিয়ে একটা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার কথা ভাবতেন। অথবা একটি নতুন বাড়ি করার কথা ভাবা হয়। গহনা বিক্রি করে মাথার ওপর একটি ছাদ হলো। বড় ধরনের অসুখ হলেও এ ধরনের ভাবা হতো।

কিন্তু এখন আসলে দিন একটু একটু পাল্টেছে। গহনা শখের পর্যায়ে কিছুটা এসেছে। বিশেষ করে আমি যদি সেলিব্রেটিদের কথা বলি বা নারীদের কথাও যদি বলি। আমরা কর্মজীবী, আমরা সঞ্চয়ের পাশাপাশি সৌন্দর্যের কথাও ভাবি। সুন্দর ডিজাইনের একটা গহনা। আমার কাছে আসলে গহনার কনসেপটা একটু ডিফারেন্ট। গহনার যে আইডিয়াটা এ আইডলিজাই ডিফারেন্ট। আমার কাছে মনে হয় একজন সেলিব্রেটি শুধু নয়, একজন নারী হিসেবে আমার গহনা আমার শিক্ষা। আমার গহনা আমার ব্যক্তিত্ব, আমার গহনা আমার নৈতিকতা। আমার রুচিবোধ। আমার শিল্পের প্রতি আমার ভালোবাসা। সেগুলো আমার অনেক বড় সম্পদ। সেগুলো আমার অনেক বড় গহনা।

কিন্তু শিল্পী বলি, সেলিব্রেটি বলি আমরা তো আসলে ক্যামেরার সামনে যাই। আমরা সাধারণত যেভাবে ঘরে থাকি, সেভাবে তো যাই না। আমরা একটু সাজগোজ করি, সুন্দরভাবে অন্যের কাছে পরিবেশন করি। এ পরিবেশন করতে গিয়ে আমরা সাজগোজ করি, মেকআপ করি। যেটাকে বলি আমরা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু সুন্দরভাবে নিজেকে পরিবেশন করা। তখন আমরা স্বর্ণের গহনা পরি অন্য অনেক কিছু পরি। সেই জায়গায় যারা স্বর্ণ পছন্দ করেন তাদের জন্য অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্বর্ণের গহনা পছন্দ করি।

আমার কাছে স্বর্ণের গহনার একটা অন্যরকম গুরুত্ব আছে। সেটা হলো স্মৃতির গুরুত্ব। জন্মের পর আমার নানি আমাকে একটা লকেট দিয়েছিলেন। হাতে কাজ করা সেই লকেটে লেখা আছে নানু। আমার কাছে ওই গহনাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চাদের কান ফোঁড়ানোর জন্য আয়োজন করা হয়। কান ফোঁড়ানোর পর মুরুব্বি, খালা, ফুপু কেউ একজন কানের রিং দিতেন। খুব সাধারণ একটা রিং। যে কোনো দোকানে পাওয়া যায়। ওটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম কান ফোঁড়ানোর আয়োজনে ওই গহনাটা আমি পেয়েছিলাম। কিংবা আমি যখন একটি ভালো রেজাল্ট করলাম এসএসসিতে, তখন আমার বাবা (বাবারা যেটা হয়, কন্যাসন্তান থাকলে ভাবেন একটু একটু করে স্বর্ণের গহনা জমাই, একটু একটু করে গড়ে দিই, কারণ মেয়েকে তো একসময় বিয়ে দিতে হবে। বিয়ের সময় তো গহনা দিতে হবে। এটা সব বাবার একটা চিন্তা। বাংলাদেশ, ভারতে। এ উপমহাদেশে এ চিন্তাটা করেন।) একটা গহনা কিনে দিলেন সেই গহনাটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বর্ণের গহনা বলে নয়, সব আমার স্মৃতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আমার বিয়েটা প্রচলিতভাবে হয়নি, আমার বিয়েটা একটু অন্যভাবে হয়েছে। আমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি। সেজন্য আয়োজন করে অনেক দিনে গহনার দোকানে গিয়ে পছন্দ করে অর্ডার দিয়ে গহনা বানানো হয়নি। আমার যেদিন বিয়ে সেদিন সকালবেলা আমার হাজব্যান্ড-আমার স্বামী হুমায়ূন আহমেদ ১০ লাখ টাকা দিয়ে বললেন, যাও গহনা কিনে নিয়ে আসো। সেদিনই আমার বিয়ে। আমি হঠাৎ করে ভাবলাম, আচ্ছা গহনা কীভাবে কিনতে হয় আমি তো জানি না। কারণ সারা জীবন আমার বাবা-মা একটু একটু করে যা গড়ে দিয়েছেন। তো আমি দোকানে চলে গেলাম, দামটামও করতে পারি না, বুঝি না। তো আমার কাছে অনেক বড় গহনা পছন্দ না। আমি অল্প দামে খুবই ছোট একটা গহনা কিনে বাড়ি ফিরে ৮ লাখ টাকা ফেরত দিয়ে বললাম, আমার গহনা কেনা শেষ। বলেন, এটা তোমার বিয়ের গহনা। এতই ছোট! কিন্তু ওটা আমার কাছে অনেক স্মৃতির, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে আমার প্রতিটি গহনার একটা গুরুত্ব আছে। প্রতিটি গহনার পেছনে একটা গল্প আছে। সেই গহনার গল্পগুলো আমার কাছে এই গহনার গুরুত্ব গড়ে তুলেছে। এখনো বাংলাদেশের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, মফস্বলে স্বর্ণের গহনা নারীদের একটা অনেক বড় সম্পদ। অনেক বড় অহংকার। কোনো কারণে তারা যখন প্রতিবাদ করতে চান, তারা তখন তাদের মায়ের দেওয়া-বাবার দেওয়া গহনার ওপর দাবি রেখে প্রতিবাদটা করতে পারেন। তারা বলতে পারেন, আমার বাবার দেওয়া গহনা নিয়ে আমি মুরগির খামার করব। এই যে গর্বটা, এটাকে আমি অনেক সম্মান করি।

বাংলাদেশের গহনাগুলো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টাটা হচ্ছে এটা একটা অসাধারণ উদ্যোগ। কারণ আগে যখন আমরা ইউরোপ-আমেরিকায় বড় শপিং মলে গিয়ে একটা ওভারকোট খুলে পেছনে ট্যাগে লেখা দেখতাম মেড ইন বাংলাদেশ, তখন এত গর্ব হতো, আমি নিশ্চিত যারা স্বর্ণের গহনা পছন্দ করেন, মধ্যপ্রাচ্যে গেলে মনে করতে পারেন দুবাই বিমানবন্দর থেকে একটা চুড়ি কিনতেই হবে। তারা এখন টাকা বিদেশে না দিয়ে আমাদের নিজের দেশের গহনাগুলো, দেশের অর্থ দেশেই রাখবেন। মেড ইন বাংলাদেশ সিল মারা গহনা বিশ্বের বড় বড় শপিং মলে দেখব এটা অনেক বড় গর্বের ব্যাপার। পাশাপাশি গোল্ড রিফাইনারি প্লান্টের কথা শুনলাম। এটাও অনেক বড় ব্যাপার। বাংলাদেশের নাম বিশ্বের দরবারে সম্মানিত হবে। বাংলাদেশকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। দেশের নারী-পুরুষের জন্য নিত্যনতুন ডিজাইন আনবেন। পাশাপাশি যারা এখনো হাতে গহনা তৈরি করেন, যারা ছাঁচে ফেলে এখনো সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করেন। একটা গহনার সঙ্গে আরেকটার মিল থাকে না। প্রতিটি গহনা ইউনিক হয়। তাদেরও বাঁচিয়ে রাখবেন। সামনে এগিয়ে দেবেন। এই আশা রাখছি।

বি: দ্র: উল্লেখিত লেখাটি বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত 'সেলিব্রেটিদের গহনা ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

হালকা ওজনের জুয়েলারি রপ্তানিতে সীমাহীন সম্ভাবনা

তাসনিম নাজ
সদস্য সচিব, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট

আমাদের টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন দরকার। আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আছি। দ্যাট ইজ ডিসরাপ্টিং টু মার্কেট ইনোভেটিভ টেকনোলজি। আমরা আওটি, রোবোটিকস, এআইসহ অনেক কিছু শুনছি। টেকনোলজি দিয়ে ব্যবসাটাকে কীভাবে এক্সপান্ড করতে পারবা এবং লাভবান হতে পারবা। তিনটা ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে টেকনোলজি ব্যবহার করতে পারি। ম্যানুফ্যাকচারিং, রিটেইল বিজনেস এবং কনজুমারস। আমাদের দেশের কারিগররা এত সূক্ষ্ম ডিজাইন করেন। তারা অনেক হালকা ওজনের জুলোরি তৈরি করতে পারেন। আমি বিষয়টি অনুভব করছি এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিচার করি। তার মানে আমরা তাদের ঠিকমতো এমপাওয়ারড করছি না সঠিক টেকনোলজিতে। আমি মনে করি আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে এখনই বিশ্বমানের টেকনোলজি ব্যবহার করার সময়। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে আমরা কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন বা ক্যাড ডিজাইন। আমরা অনেক জায়গায় ব্যবহার করছি। এটা ভারত বলেন, দুবাই বলেন সব জায়গায় এ ক্যাড টেকনোলজিটা আছে। আমাদের দেশে নাই।

আমি যতটুকু জানি লেজার কাটিং মেশিন বলি এত সাধারণ একটা মেশিনও আমরা ব্যবহার করছি না। কম্পিউটার অ্যাডেড ডিজাইন ব্যবহার করছি না।আমি কারিগরকে যখন ডিজাইন নিয়ে আসতে বলি তিনি আমাকে যে ক্যাটালগ দেন, পাশের দোকানেও একই ক্যাটালগ দেন। তো কী হলো, আমি মেকিং চার্জ ধরলেও পাশের জন্য মেকিং চার্জ ছাড়াই দিয়ে দেন। কারিগররা টু ডি ডিজাইনের প্রডাক্ট নিয়ে আসেন। আমরা নিই না। কারণ আমাদের সেই ভিজুয়ালাইজেশন ক্যাপাসিটিটা নেই। তো যখন আমি কম্পিউটার অ্যাডেড ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাব আমি থ্রি মডেলিং করতে পারব, থ্রি ডি ডিজাইন করতে পারব। থ্রি ডি প্রিন্ট করে দেখতে পারব আমার জুয়েলারিটা আসলে কেমন হয়। আমি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে খুবই বেসিক টেকনোলজির কথা বলছি। উই ক্যান প্রডিস লাইট ওয়েট জুয়েলারি।

আমাদের জিএসপির একটা অ্যাডভানটেজ আছে। আমরা যদি রপ্তানি করতে চাই উন্নত দেশগুলো সস্তায় আমাদের কাছ থেকে পণ্য নেবে। আমরা যদি হালকা ওজনের জুয়েলারি তৈরি করতে পারি আমি মনে করি আমাদের সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই আমরা বেসিক টেকনোলজি শেষ করে আরও অ্যাডভান্সে যাব। আমরা এআই আনব, আমরা রোবোটিকস আনব ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে, তখন উপলব্ধি করা যাবে একটা ব্যবসা টেকনোলজি দিয়ে কতটা লাভবান হতে পারে। গোল্ড বলেন, আরএমজি বলেন, ফার্মাসিউটিক্যালস বলেন ইআরপি ইজ মাস্ট। মানুষ এখন ইআরপি সফটওয়্যারে কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। কারণ পুরো ব্যবসাটাকে টেকনোলজি দিয় মনিটর করা। কিন্তু আমি যখন ইআরপি বানাতে যাই, আমাদের গোল্ড রিলেটেড কোনো ইআরপি নেই। কী হয়, আমি যদি নিতে চাই, আমার কস্টটা অনেক বেড়ে যায়। বাজুস বাংলাদেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অনুযায়ী গোল্ড রিলেটেড একটা ইআরপি সফটওয়্যারের উদ্যোগ নিতে পারে। কারণ আমরা কারিগরদের নির্ধারিত মজুরিই দিচ্ছি।

ইআরপি হলে যে জিনিসটা হবে সেটা হলো, দেশে-বিদেশে অনেক দোকান মনিটরিং করতে পারবেন। ব্যবসা

সম্প্রসারণ করতে পারবেন খুব সহজে। বিজনেস ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টিং আমরা যেটাকে বলি, এ জিনিসগুলো আমার খুবই দরকার। এ জিনিসগুলো যখন হবে তখন আমি বুঝতে পারব কোন আইটেমটা সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি আমার জুয়েলারি শিল্প ই-কমার্সে সেভাবে বিনিয়োগ করছে না। আমাদের ই-কমার্সে যাওয়ার দরকার নাই। কিন্তু ই-কমার্সের সুবিধাটা কাস্টমার বাসায় বসে পায়। প্রডাক্ট পড়লে কাস্টমারকে কেমন দেখাবে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি। এমন টেকনোলজিও এখন চলে এসেছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ধরুন ই-কমার্সে আমার একজন কাস্টমার ৪ থেকে ৫ ভরি হার দেখছেন। তিনি যদি আমার স্টোরে এসে দেখেন আমি একই প্রডাক্ট রিকমান্ড করছি। তার কেনার আগ্রহ বাড়বে। তো এভাবেও কাস্টমারকে একটা সিমলেস এক্সপেরিয়েন্স দিতে পারব। আমি মনে করি টেকনোলজিক্যাল পেনিট্রেশন ইজ ভেরি মাচ নিডেড। আমাদের দেশের প্রতিটি লিডিং সেক্টর ইতোমধ্যে টেকনোলজিতে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু আমরা এখনো খাতাকলমেই আছি।

সম্ভাবনার
পথ
চলায়
এগিয়ে

বাজুস

বাজুস ফেয়ার ২০২৩'র বর্ণিল উদ্বোধন

গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি, বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) দ্বিতীয় বাজুস ফেয়ার ২০২৩'র বর্ণিল উদ্বোধন করেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাবরিনা সোবহান, বাজুসের সহ-সভাপতি গুলজার আহমেদ ও রিপনুল হাসান, বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, সহ-সম্পাদক ফরিদা হোসেন, কোষাধ্যক্ষ উত্তম বণিক ও কার্যনির্বাহী সদস্য নারায়ান চন্দ্র দে প্রমুখ।

বাজুস ফেয়ার পরিদর্শনে নেতৃবৃন্দ

বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি আইসিসিবিতে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা

অতিথিঃ সাবরিনা সোবহান, পরিচালক, বসুন্ধরা গ্রুপ

- শিরীন আখতার, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ
- ফরিদা ইয়াসমিন, সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব
- রওশন আরা মান্নান, সাবেক সংসদ সদস্য
- জিন্নাতুল বাকিয়া, সাবেক সংসদ সদস্য
- সাবিনা আক্তার তুহিন, সাবেক সংসদ সদস্য
- সোহানা রউফ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন ট্রেড এন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট
- তিলোত্তমা শিকদার, সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- জোতিকা জ্যোতি, অভিনেত্রী

সভাপতিত্ব করেনঃ জনাব সায়েম সোবহান আনভীর, প্রেসিডেন্ট, বাজুস

সঞ্চালকঃ রুহুল আমিন রাসেল, বিজনেস এডিটর, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও উপদেষ্টা, বাজুস

সোনা এবং জমিতে বিনিয়োগ লোকসান নয়

সায়েম সোবহান আনভীর

একটি কথা আমি বারবার শুনতে পাচ্ছি স্বর্ণের দাম বেশি, স্বর্ণের দাম বেশি। কিনতে গেলে দাম বেশি, বেচতে গেলে দাম কম। তাহলে কেনার সময় একটু বুঝে কিনি আমরা। আপনারা যদি পিওর গোল্ড কেনেন। পিওর গোল্ড যখন কিনবেন বেচার সময় দাম খুব একটা ডিফারেন্স হবে না। গোল্ড কেনার সময় দেখতে হবে। কীভাবে আপনারা গোল্ড কিনছেন। জুয়েলারি যখন কিনবেন এতে কি কাচের টুকরা আছে, মিনা আছে, ডায়মন্ড আছে নাকি। ভ্যালুয়েশন কিন্তু ওভাবেই হয়। চিন্তা করে কিনবেন। আপনারা যদি মনে করেন সম্পদ হিসেবে আপনারা স্বর্ণ কেনেন তাহলে সম্পদ হিসেবে কিনবেন। তাহলে পিওর গোল্ডটাই কিনবেন। কাচের টুকরা সঙ্গে নেবেন না। তাহলে আপনাদের বেচার সময় দুঃখটা থাকবে না। আর স্বর্ণের দামটা আমরা কেউ নির্ধারণ করি না বাংলাদেশে। স্বর্ণের দামটা ইন্টারন্যাশনাল এলবিএম মার্কেট থেকে নির্ধারণ হয়। ওইটার আঙ্গিকেই আমাদের এদিকে প্রাইসিং করা হয়। ৬ হাজার থেকে ৯০ হাজার হয়েছে গত ২০ বছরে। আপনারা যদি সবাই সম্পদ হিসেবে চিন্তা করেন। চিন্তা করেন তাহলে আগামী ২০ বছরে কী হতে পারে। এখন ৯০ হাজার থেকে ৯ লাখ হতে পারে এটা। তো এভাবে চিন্তা করেন না কেন আপনারা? শুধু দাম বাড়ল এটা নিয়েই হতাশ। যারা আগে কিনেছেন এটা চিন্তা করেন না কেন সবাই লাভবান হয়েছেন আপনারা। এটা তো আপনারা কেউ চিন্তা করেননি। এটা চিন্তা করেন। আমরা কেনার সময় শুধু কম দামে কিনব। বেচার সময় বেশি। যারা আগে কিনছেন ৫০ হাজার, ৬০ হাজার, ৭০ হাজার, ৮০ হাজার, সবাই তো গেইনে আছেন। ঠিক দ্যাট ওয়ে। স্বর্ণ এবং জমিতে ইনভেস্টে দুনিয়াতে কোনো সময় লোকসান হয়নি। যে বুদ্ধিমান যার আইডল মানি আছে। আমি দুটি জায়গাই দেখি বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট করার আপাতত আমার দৃষ্টিতে আমি যেটা বুঝি। একটা হলো জমি। যেটার দাম গত ২০ বছরেও কমেনি। আরেকটা দাম দেখি স্বর্ণ। এটার দামও গত ২০ বছরে কমেনি।

এখন বিয়েতে বেলি ফুল খুঁজে পাওয়া যায় না

রওশন আরা মান্নান
সাবেক সংসদ সদস্য

বলা হয় গহনা সব মহিলাই পরে। আসলে গহনা কিন্তু সব পুরুষও পরে। সমান সমান হয়ে গেছে। মোটা চেইন পরে হাতে বালা পরে। আমরা এটা নিয়ে হিংসা করি না। পুরুষরা পরবে এবং মহিলাদেরও কিনে দিতে হবে। এবার ইতিহাসের সর্বোচ্চ দাম বেড়েছে সোনার ভরির। দিন দিন দাম বাড়ছে। আগে এত দাম ছিল না। তবে গহনার দাম বাড়ছে বলে বিয়েশাদি থেমে নেই। এখন সিটি গোল্ড আর বেলি ফুল দিয়ে (বেলি ফুল অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না আজকাল) বিয়েশাদি চলছে। তবে মহিলা বা দম্পতিদের মনে কষ্ট থেকে যায় এত দামের জন্য।

মহিলা কারিগরদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দরকার

জিন্নাতুল বাকিয়া
সাবেক সংসদ সদস্য

স্বর্ণ গহনা তৈরিতে শুধু পুরুষরাই কাজ করেন। মহিলা কারিগরদের জন্য একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দরকার; যাতে মহিলারা এ কাজটি শেখেন এবং ঘরে বসে কাজ করতে পারেন। পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজারে অনেক মহিলাই আছেন ঘরে বসে পাথরের কাজ করেন। এখন আর পাথরের কাজটা সে রকম হয় না। আপনারা চেষ্টা করবেন একটা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ার; যাতে আমাদের মহিলারা কাজ করে কিছু উপার্জন করতে পারেন।

স্বর্ণটা একটা সম্পদের মতো

সাবিনা আক্তার তুহিন
সাবেক সংসদ সদস্য

বাজুসের সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীর অনেক ভালো কাজ করছেন। সব সেক্টরেই। আমাদের তরুণদের জন্য আইডল তিনি। স্বর্ণের দাম নিয়ে আমাদের সংশয়, আলাপ-আলোচনা আছেই। তার পরও বিয়ের অনুষ্ঠান স্বর্ণ ছাড়া হয় না। যে যত কথাই বলুক না কেন। দরিদ্র পরিবার হলেও সেখানে কিন্তু স্বর্ণ লাগবে। আমি নিজেও ব্যবসা করি। লস করে তো আর বিজনেস করব না। আন্তর্জাতিক বাজার ও ডলারের দামের ওপর নির্ভর করে দেশে স্বর্ণের দাম নির্ধারণ হয়।

স্বর্ণটা তো সবারই লাগে। যাই হোক আমি স্বর্ণ ভালোবাসি। আমি নিজে স্বর্ণ পরি। স্বর্ণটা একটা সম্পদের মতো। কারণ এটা আপৎকালে বিক্রি করা যায়। কম কিনি। যারা ধনী আছেন, সৌন্দর্যের জন্য ডায়মন্ড অবশ্যই কিনবেন। এটা পরলে অনেক সুন্দর লাগে। আপনি তো সারা জীবন বেঁচে থাকবেন না। তাই আপনার একবারের জন্য হলেও ডায়মন্ড কেনা উচিত।

সোনায় বিনিয়োগ মহিলাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

সোহানা রউফ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফরেন ট্রেড এন্ডেড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট

আমার যখন বিয়ে হলো তখন আম্মা বলেছিলেন হাতে সব সময় দুটো চুড়ি এবং গলায় যেন সোনার কিছু থাকে। এটা থেকেই কিন্তু আমাদের সময় থেকে গহনার প্রতি মহিলাদের একটা আকর্ষণ হয়ে আছে। গোল্ডের দাম যদিও বাড়ছে। এ মুহূর্তে যেসব মহিলার কাছে গোল্ড আছে, তারা অনেক খুশি। কারণ ডলারের দাম যে রেটে না বাড়ছে গোল্ডের দাম সে রেটে বাড়ছে। এটা বিনিয়োগ হিসেবেও মহিলাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা কাজ করি না বাসায় হাউসওয়াইফ, তাদের জন্য এটা ইজ এ বিগ ইনভেস্টমেন্ট।

আমরা চাই সোনার অলংকার তৈরিতেও নারীদের অবদান থাকুক

তিলোত্তমা শিকদার
সিনেট সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারীর কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা উঠে আসে সেটা হচ্ছে সোনার অলংকার। সভ্যতার শুরু থেকে, মিসরীয় যুগে হোক, সিন্ধু যুগে হোক অথবা বলিভিয়া যুগেই হোক নারী বেশভূষা প্রকাশ করার জন্য সোনার অলংকার ব্যবহার করে থাকেন। তেমনি প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্যও আবার সোনার অলংকার ব্যবহার করে থাকেন। আমি বলব শুধু নারীর ঐতিহ্য নারীর গহনা নয়। পুরুষ সেই প্রাচীন যুগ থেকে, সেই মধ্যযুগ থেকে যখন তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অথবা প্রতিপত্তি বোঝাত সব সময় কিন্তু সোনার অলংকার ব্যবহার করত। মধ্যযুগে ঘোড়া, গরু, হাতি এবং স্বর্ণালংকারের মাধ্যমে প্রতিপত্তি প্রকাশ করা হতো।

প্রতিপত্তি বোঝানোর যে একটি প্রচলন সোনার অলংকারের সঙ্গে মিশে রয়েছে, সেই জিনিসটাই আমরা ভেঙে দিতে চাই। আমরা চাই সোনার অলংকার একজন শিক্ষার্থীও কিনতে পারবে। শুধু প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্য সোনার অলংকার ব্যবহৃত হবে, এ প্রথাটি না থাকুক। একসময় প্রথাটির মাধ্যমেই সোনার অলংকার ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আজ আমরা দেখেছি বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশ সোনা উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে। চীন রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পেরু। এ দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ নেই।

বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি আইসিসিবিতে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা

প্রধান অতিথিঃ ড. হাছান মাহমুদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

অতিথিঃ নঈম নিজাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

- নিপুণ আক্তার, অভিনেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি
- মেহের আফরোজ শাওন, অভিনেত্রী ও সংগীত শিল্পী
- আমিন হেলালী, সিনিয়র সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই
- অপু বিশ্বাস, চলচিত্র অভিনেত্রী
- ববি, চিত্রনায়িকা
- জোতিকা জ্যোতি, অভিনেত্রী
- বর্ষা, অভিনেত্রী, মডেল
- কোনাল, কণ্ঠশিল্পী
- জাহরা মিতু, মডেল, অভিনেত্রী
- রুহুল আমিন রাসেল, বিজনেস এডিটর, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও উপদেষ্টা, বাজুস

সভাপতিত্ব করেনঃ ডাঃ দিলীপ কুমার রায়, সাবেক সভাপতি, বাজুস

সঞ্চালকঃ ইমদাদুল হক মিলন, জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও প্রধান সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ

অলংকার নারীর সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক

ইমদাদুল হক মিলন
জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ও প্রধান সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ

নারী নিজেকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার উদ্দেশ্যে গহনা পড়ার প্রচলন শুরু হয়। সোনা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেও একটি মেয়ে ফুল দিয়ে নিজেকে সাজাত, কখনও কানে একটি ফুল গুজে রাখতো বা গলায় পুষ্পের মালা। বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সায়েম সোবহান আনভীর বর্তমানে বাজুসের প্রেসিডেন্ট। তিনি এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই এর অবস্থান ও কার্যক্রমে আমল পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সেই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাজুস ২০২২ সালে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করেছে দেশের সর্ববৃহৎ অলংকার শিল্পের মিলনমেলা। অলংকার শিল্পের এই মিলনমেলাকে আরো অলংকৃত করতে আমন্ত্রণ করা হয়েছে দেশের স্বনামধন্য সেলিব্রেটিদের। সেলিব্রেটিদের রুচিবোধ সব সময় সাধারণ মানুষের কাছে অনুকরণীয়।

যুগে যুগে গহনা বা অলংকার নারীর সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে সোনা ব্যবহৃত হয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে। বাংলাদেশের সোনার অলংকার বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর গোল্ড রিফাইনারী স্থাপন করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বেসরকারিভাবে প্রথম স্বর্ণ পরিশোধনাগার স্থাপিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে। এটি আমাদের দেশ ও দশের জন্য অনেক বড় অর্জন।

গহনা সবার অহংকার

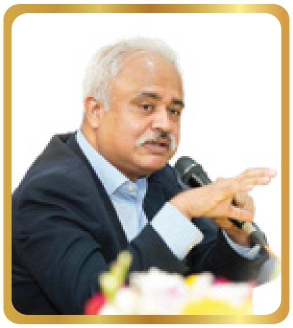

নঈম নিজাম
সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারী-পুরুষ নয়, গহনা প্রথম দিকে সবাই পরত। আমাদের এ অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি জায়গায় গহনা প্রথম পাওয়া যায় এবং গহনার অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। ব্যবসাটা শুরু হয়েছে প্রথম পূর্ব ইউরোপ এবং ইরান থেকে। আমাদের এ ভূখণ্ডে সিন্ধুর ওই পাঠ থেকে। যখন হিন্দু, বৌদ্ধ সভ্যতার বিকাশটা হতে শুরু, তখন দেবদেবীর জন্য প্রথম এ গহনটা আনা হতো বেশি। দেবদেবীকে মুকুট পরিয়ে দেওয়া হতো। বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য। তারও আগে নানা রকম বিশ্বাস থেকে নারী ও পুরুষ দুজনেই কিন্তু আংটি কিংবা অন্য গহনাগুলো পরত। নানা রকম পাথর পরত। এ পাথর পরার প্রচলনটা কিন্তু দীর্ঘ সময়, দীর্ঘ ঐতিহ্যের বিষয় ছিল। এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে শুধু নারী নয়, পুরুষরাও অনেক বেশি গহনা পরে।

আবার গহনাটা ভালোবাসার প্রতীক হিসেবেও দেওয়া হয়। এখন কিন্তু অনেক বড় পরিসরে সারা বাংলাদেশে জাগরণ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ স্বর্ণ উৎপাদন করতে যাচ্ছে। গোল্ডের গায়ে লেখা থাকবে মেড ইন বাংলাদেশ। এটা কিন্তু একটা বড় ঘটনা।

এই শিল্পকে এগিয়ে নেবে প্রযুক্তি

আমিন হেলালী
সিনিয়র সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই

দেশের প্রাচীনতম ব্যবসাগুলোর একটি হলো জুয়েলারি ব্যবসা। যে শিল্পগুলো দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করছে সে তালিকায় নতুন করে যুক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে জুয়েলারি শিল্প। বাংলাদেশের ৩৬ বছরে জিডিপির আকার ছিল ৯০ বিলিয়ন আর গত ১৪ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৭০ বিলিয়নে। এটা করেছে আমাদের বেসরকারি খাত। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি মধ্যম আয়ের দেশে। এখন মধ্যম আয় থেকে উত্তরণ করব। সেই আশা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিচ্ছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের অবদান ৮৫ ভাগ। বাকি ১৫ ভাগ পাবলিক সেক্টরের। মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই বাজুসের নতুন নেতৃত্ব এসেছেন। আমরা দেখছি একটা ভাইব্রেশন এসেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজুস যে জায়গায় পদার্পণ করেছে, দেশে গোল্ডের রিফাইনারি হচ্ছে; যেটা এর আগে আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। দেশের একটি পুরনো শিল্প। যন্ত্র কিন্তু শিল্পকে এগিয়ে নিতে পারে। যন্ত্রের পেছনে অনেক মানুষের দরকার আছে। জুয়েলারি শিল্প হাজার হাজার বছরের পুরনো। এ দেশের কারিগররা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। বসুন্ধরা গ্রুপ এবং বাজুস সঠিক সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে গোল্ড রিফাইনারি করবে। দেশের ৪০ হাজার ব্যবসায়ীর জন্য সুসংবাদ। আমাদের দেশেও একটি বড় বাজার রয়েছে স্বর্ণের। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব বলে আশা করি।

জুয়েলারি বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতির অংশ

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সাবেক সভাপতি
বাজুস

জুয়েলারি শিল্প বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। এ শিল্প দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুগোপযোগী স্বর্ণ নীতিমালা দিয়েছেন। নীতিমালার সঙ্গে আমরা একজন জনপ্রিয় উদ্যোক্তা পেয়েছি। যিনি বাজুসের সভাপতি সায়েম সোবহান আনভীর। তিনি স্বর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়নে আমাদের সংগঠিত করেছেন। আমাদের ভাবনা বিদেশি স্বর্ণালংকার বিক্রি করব না। এতে বাংলাদেশ স্বনির্ভর হবে। দেশে গোল্ড বার তৈরি হবে, লেখা থাকবে মেড ইন বাংলাদেশ। আমাদের শিল্পীদের অনেক নিপুণতা, জ্ঞানীগুণী। স্বর্ণশিল্পীদের আমরা কাজ দেব। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানি করব। গার্মেন্টসের পরই এ শিল্প হবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম সহায়ক শক্তি।

জুয়েলারি ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা জরুরি

জাহরা মিতু
মডেল, অভিনেত্রী

আমি ফ্যাশন ডিজাইনার। স্কলারশিপ নিয়ে যখন চীনে মাস্টার্স করতে যাই তখন সেখানে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। আমরা বাংলাদেশে ডিজাইনিংয়ে পড়ালেখা করি শুধু গার্মেন্টস নিয়ে। আমাদের এখানে কোনো ধরনের জুতা কিংবা অ্যাক্সেসরিজ বা অর্নামেন্টস এগুলোর ডিজাইন আমরা পরি না। সেখানে প্রত্যেকেই আমাকে একটি কথা বলেছেন। সেখানে অর্নামেন্টস অ্যান্ড এলিমেন্টস নামে একটা সাবজেক্ট ছিল। এলিমেন্টস সাবজেক্টে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আমি কোথায় এলাম। কারণ আমি কখনো এটা করিনি। সেখানে সব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। সবাই আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন। তোমাদের দেশে তোমরা এগুলো করোনি? আমরা কতটা পিছিয়ে আছি দেখুন। বাংলাদেশে কিন্তু অর্নামেন্টস ডিজাইনের ওপর কিছু পাচ্ছি না। এখানে যারা ডিজাইন করছেন তারা সবাই কারিগরকে যেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন সেটাই করছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত টেস্ট, রিসার্চের সঙ্গে একজন কারিগরের টেস্ট মিলবে না। সে তার নিজে থেকে করতে পারবে না।

এখানে যখন একটি প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়েছিল আমি দেখেছিলাম। তখন সায়েম সোবহান আনভীর সাহেব বলেছেন বাংলাদেশে একটি ইনস্টিটিউট করা দরকার। এখানে বাজুসের প্রতিনিধি যারা আছেন, তাদের রিকোয়েস্ট করব আমাদের দেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাইন নিয়ে পড়ালেখা করায় তাদের সঙ্গে কথা বলে একটা সাবজেক্ট পড়ানো যায় কি না।

গহনায় সৌন্দর্য বাড়ে

বর্ষা
অভিনেত্রী, মডেল

আসলে আমার চিন্তাভাবনাটা একটু অন্যরকম। আমার কাছে মনে হয় আমরা নারীরাই একটা অলংকার। আমি বিশ্বাস করি আমরা মেয়েরাই সবচেয়ে বড় অলংকার। সেটার সঙ্গে যখন গহনা অ্যাড হয় তখন আমাদের সৌন্দর্যটা অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে আমরা যারা সেলিব্রেটি তাদের সারা দেশের মানুষ ফলো করে। আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি, কীভাবে ড্রেসআপ করছি। তার সঙ্গে জুয়েলারিটা কীভাবে ম্যাচিং করছি। বিশেষ করে ওয়েডিং সিজনটা যখন আসে। আমার কাছে মনে হয় ওই সময়টা সেলিব্রেটিদের বেশি খোঁজে। কারণ পাবলিক মনে করে বিয়েতে আমরা কীভাবে সাজব। কীভাবে যাব।

গহনা ঐতিহ্য বহন করে চলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে

অপু বিশ্বাস
চলচিত্র অভিনেত্রী

আমার কাছে মনে হয় গহনার পেছনের প্রতিটি জিনিসই ইতিহাস। যেমন সন্তান জন্ম নেওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে গহনা উপহার দেয়। সন্তান পরীক্ষায় পাস করার পর গহনা উপহার দেওয়া হয়। গহনা আসলে ঐতিহ্য বহন করে, গহনা মানুষকে কথা বলিয়ে দেয়। কোন প্রজন্ম থেকে কোন প্রজন্ম এগিয়ে যাচ্ছে। গহনা নিয়ে প্রত্যেক মানুষের যতটুকু ভাবনা, বিশেষ করে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভাবনাটা অনেক বেশি।

আমি গহনার অনেক পাগল। আমার সৌভাগ্য হয়েছে মায়ের মালা দেখার। আমার মা মারা গেছেন। মা যেদিন মারা যান, তার এক সপ্তাহ আগে ছোট একটা মালা কিনেছিলেন। বেশ মোটা ছিলেন মা। গলা নাড়াতে গিয়ে সেই মালাটার একটা ছোট দানা খুলে যায়। তো যখনই আমি আলমারি খুলে দেখি যে মালার একটি দানা নেই সত্যি মনে হয় ওই সময়ের কথা। গহনা মানুষের ঐতিহ্য বহন করে এবং ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। তো আমার কাছে মনে হয় শুধু সেলিব্রেটি নয়, গহনা হচ্ছে নারীদের ভাবনা। ভবিষ্যতের ভাবনা, সামনে এগিয়ে যাওয়ার ভাবনা। প্রতিটি পুরুষ যখন থেমে যায়, নারীর কাছে এসে যখন বলে আমি সামনে এগিয়ে যাব। তখন নারী বলে, আমার গহনাটুকুই তোমার জীবনের পথচলা।

গহনায় নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়

ববি
চিত্রনায়িকা

নারী হিসেবে অলংকার ছাড়া ভাবাই যায় না। স্যাড মুড, গুড মুড, হ্যাপি মুড, কোনো অ্যানিভারসারি, বার্থডে প্রোগ্রাম, ছোট হোক বড় হোক অলংকারকে আসলে সেপারেট করা যাবে না। সেটা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সবার জন্য একই রকম। সো ইটস ইমপরট্যান্ট আমাদের মুডের সঙ্গে আমাদের পারসোনালিটিকে ক্যারি করা। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে অলংকার ছাড়া আমি ভাবতেই পারি না।

আমাদের অনেকেরই কমেন্ট নিতে খুব কষ্ট হয়। সে যদি খুব ট্যালেন্ট হয়, জিনিয়াস হয়। কোনো কিছুর খুব সুন্দর ডিজাইন করে। তারপর আরেকজন এসে যদি বলে না ওইটা বেটার না। আরও বেটার কিছু আমি করব। তখন ওইটাতে প্রায়োরিটিটা পায়। এখনো এটা আমাদের জন্য লজ্জার আর ভাবনার বিষয়। সো আমি বলব মেয়েদের অগ্রাধিকার সব সময় খুব ফাইট করে করে নিতে হচ্ছে সব সেক্টরেই। এটা আমাদের কাছে খুব খারাপ লাগে। আমি খুব বেশি অ্যাপ্রিশিয়েট করি। অলংকার ভালোবাসি। এরকম অনুষ্ঠানে বারবার আসতে চাই।

ছেলেদের গহনাও খুব পছন্দ করি

জ্যোতিকা জ্যোতি
মডেল, অভিনেত্রী

আমরা যখন অভিনয় করি, তখন চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন কিছু পরি, বিভিন্ন অর্নামেন্টস। এমনিতে পরা হয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে পরা হয়। কিন্তু গোল্ড একটা বিউটিফুল মেটাল। সুন্দর লাগে পরলে। যদিও আমাদের সবার পছন্দ অনুযায়ী সামর্থ্যটা হয় না। সেটাও একটা ব্যাপার। যেহেতু সেলিব্রেটিদের অন্যরা ফলো করে।

এখানে বিভিন্ন জুয়েলার্সের মালিকগণ আছেন। যদি সিনেমাগুলোয় জুয়েলারি দোকানের নামে স্পন্সর করা যায়। তাহলে খুব ভালো হয়। পাশের দেশে জুয়েলারিগুলো সিনেমায় খুব প্রমোশন করে। আমি চাই জুয়েলারিও মালিকগণ সিনেমার পাশে দাঁড়াক। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এখন বিভিন্ন ডিজাইনের প্রচুর গহনা বিদেশ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন, প্রাচীন ডিজাইন মা-দাদিরা যেটা পরতেন, সেটা আমি খুব পছন্দ করি। এখন যেহেতু বাজুস রপ্তানির উদ্যোগ নিচ্ছে। আমি চাইব আমাদের ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনগুলোকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়। যাতে বিদেশে আমাদের ডিজাইনের কদর বাড়ে। এই ট্র্যাডিশনাল ডিজাইনগুলো আশা করি মানুষের নজর কাড়বে।

গহনা আসলে গহনা না

কোনাল
কণ্ঠশিল্পী

এ ধরনের চমৎকার ফেয়ার আয়োজন করার জন্য বাজুসকে ধন্যবাদ। অনস্ক্রিনে যখন প্রয়োজন হয় তখন আমি গহনা পরি। আর আমি তো গানের মানুষ। কিন্তু তাই বলে গহনা পরি না তা না, পরি।

গহনা আসলে গহনা না এটা ইনভেস্টমেন্ট, ইমোশন। আমরা তো গানে এমনও বলেছি, 'হাতেরও কাঁকন ফেলেছি খুলে। কাজল নেই চোখে। তবু তোমার কাছে যাব। যা বলে বলুক লোকে'। কাঁকন ইমপরট্যান্ট না, মানুষটা কিংবা আমার ইমোশনটা ইমপরট্যান্ট কিংবা আমার মেমরিটা ইমপরট্যান্ট। ওইটার সঙ্গে যদি গহনা হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। গহনা চাই কিন্তু আগে ইমোশন এবং মেমরি চাই। ডেফিনিটলি সেই গহনা আর মেমরি আমাদের ইমোশন।

বাংলাদেশে বানানো স্বর্ণ এবং হীরার গহনার ওপর আমাদের আস্থা যেন আরও বাড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আমরা যে ছুটে যাই একটু দুবাই, একটু ইন্ডিয়া, একটু সিঙ্গাপুরে গহনা কিনে আনি। সেটা না করে বাংলাদেশে যেন আমাদের আস্থাটা থাকে। মেড ইন বাংলাদেশ কথাটা যখন আমরা লেখা দেখব, তখন প্রাউড ফিল করব অন্যান্য দেশে গিয়ে। তখন আমাদের গহনার প্রতি আত্মবিশ্বাসটা অনেক বাড়বে। যারা এ উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের অভিনন্দন। অভিনন্দন বাজুসকে, অভিনন্দন সায়েম সোবহান আনভীর সাহেবকে। অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর আড্ডার অংশ আমাকে করার জন্য।

বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি আইসিসিবিতে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা

প্রধান অতিথিঃ নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

অতিথিঃ মোঃ জসিম উদ্দিন, সভাপতি, সার্ক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

- ডাঃ দিলীপ কুমার রায়, সাবেক সভাপতি, বাজুস
- কাজী সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক সভাপতি, বাজুস

সভাপতিত্ব করেনঃ সায়েম সোবহান আনভীর, প্রেসিডেন্ট, বাজুস

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকঃ রাজু আহমেদ, সাংবাদিক ও গবেষক

সঞ্চালকঃ রুহুল আমিন রাসেল, বিজনেস এডিটর, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও উপদেষ্টা, বাজুস

সোনা উৎপাদন হলে আমাদের চোরাকারবারি বলতে পারবে না

কাজী সিরাজুল ইসলাম
সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক সভাপতি
বাজুস

আমরা ৫০ বছর ধরে মিটিং করছি কিছুই হয় না। আমি বলতে পারি জিরো। সায়েম সোবহান আনভীর বাজুস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে আমরা একটু আশান্বিত হতে পারি। ৫০ বছর ধরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সঙ্গে দেনদরবার করেছি। ফল বিগ জিরো। ডাকবে আবার উল্টাপাল্টা কথাও বলবে। আপনারা সোনা পান কোথায়? আমরা রিফাইনারিটা যত দ্রুত শুরু হবে তত আমাদের জন্য মঙ্গল। ৫০ বছরেও আমরা এক পা এগোতে পারিনি। অনেক দেশ আছে তাদের কাঁচামাল না থাকলেও রপ্তানি করে। সেরকম আমরা করতে পারি। সেরকম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আমরা আমাদের নেতা পেয়েছি। এ সেক্টরে যারা ব্যবসা করতে পারবেন সায়েম সোবহান আনভীর সেরকম একজন অন্যতম বড় ব্যবসায়ী। আমি আশা করি তিনি যদি আমাদের নেতৃত্ব দেন দয়া করে।

রিফাইনারির মাধ্যমে সোনা উৎপাদন হলে আমাদের চোরাকারবারি বলতে পারবে না। রাস্তায় বের হয়ে আমি নিজেও বলতে লজ্জা পেতাম আমি একজন জুয়েলার্স। জুয়েলার্স বললেই মানুষ মনে করতে ৬ আনা খাদ দিয়ে এরা বিক্রি করে। এদের মানসম্মান কিছু নেই। সেই অবস্থা আমাদের নেই। ৬ আনা খাদ দিয়ে কেউ বিক্রি করে না। আশা করি আমাদের নতুন তরুণ মেধাবী প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে আমরা ভারতের মতো রপ্তানি করতে পারব।

বিদেশি শ্রমিক প্রয়োজন

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সাবেক সভাপতি
বাজুস

জুয়েলারি শিল্প একটা প্রাচীনতম শিল্প। আজকে সত্যই গর্ববোধ করি যে আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর চারদিকে সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে। এটা আমাদের বংশপরম্পরা ব্যবসা ছিল। কারণ এখানে কোনো নীতিমালা ছিল না। আমি যে বিনিয়োগ করেছি তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আমার কোনো আইন ছিল না। আর জুয়েলারি শিল্পে এত বিনিয়োগ করার পরও আমাদের কপালে কালি লেগে যায় আমি চোরাকারবারি! ২০১৮ সালে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। কেন দিয়েছেন? দিয়েছেন এ কারণে যে আমি জুয়েলারি শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে চাই।আমরা সব সময় জনশক্তি রপ্তানি করি কিন্তু জুয়েলারি শিল্পের জন্য কিছু জনশক্তি আমাদের আমদানি করতে হবে। বিদেশে শ্রমিকেরা যাতে স্থায়ীভাবে কাজের অনুমতি পায়, এ দেশে চাকরি করতে পারে এ সুযোগটি পররাষ্ট্র সচিবের হাতে আছে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে আপনি বলে দেবেন। বাজুস আগামী দিনে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা, শেখ হাসিনার সোনার বাংলার পাশে স্বর্ণময় বাংলাদেশ গঠন করবে– এটাই আমার প্রত্যাশা।

বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি আইসিসিবিতে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা

প্রধান অতিথিঃ ড. মাসুদ বিন মোমেন, সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অতিথিঃ আবদুল মাতলুব আহমাদ, সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই

- এএইচএম আহসান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
- রেজাউল করিম লোটাস, প্রেসিডেন্ট, ডিক্যাব
- আসিফ ইব্রাহিম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-সিএসই
- এএইচএম আহসান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকঃ ড. এম মাশরুর রিয়াজ, সাংবাদিক ও গবেষক

সভাপতিত্ব করেনঃ ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন, সাবেক সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য, বাজুস

সঞ্চালকঃ রুহুল আমিন রাসেল, বিজনেস এডিটর, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও উপদেষ্টা, বাজুস

রপ্তানি আয়ে বৈচিত্র্য আনবে সোনা

মাসুদ বিন মোমেন
সিনিয়র সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জুয়েলারি শিল্প আমাদের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত; যার মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করতে পারি। শুরুর দিকে আমাদের কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে আজ উন্নয়নশীল দেশের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে সগৌরবে অবস্থান করে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার মিশনে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের উন্নয়নে যে কোনো প্রকার অবদান রাখতে প্রস্তুত রয়েছে। এবং জুয়েলারি শিল্পের যে কোনো প্রয়োজনে বিশেষত ব্র্যান্ডিংয়ে বাজুস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি অনুবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি বাজুসের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের সরকারের কোনো কমতি থাকবে না।

অচিরেই সোনা রপ্তানিকারক হবে বাংলাদেশ

আসিফ ইব্রাহিম
চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-সিএসই

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বসুন্ধরা গ্রুপ স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টর হিসেবে। কমোডিটি এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে তারা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। কমোডিটি এক্সচেঞ্জ করার জন্য চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ভারতের এমসিএক্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তারা আমাদের কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। আমাদের কমোডিটি যখন শুরু হবে তখন আমরা বুলিয়ন দিয়ে প্রথমে শুরু করতে চাই। গোল্ড ইজ দ্য ফার্স্ট আইটেম। আমরা গোল্ড দিয়ে শুরু করব।

আমাদের রপ্তানিমুখী যেসব শিল্প আছে, অনেক বছর ধরেই আমরা বলে আসছি আমরা রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে পারছি না। বেশির ভাগ নির্ভরতা তৈরি পোশাকের ওপর। বসুন্ধরার রিফাইনারি থেকে আমাদের নিজস্ব গোল্ড যখন তৈরি হবে তখন সিএসএমই, এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি দিয়ে তুলে আনা গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

অচিরেই আমরা বাংলাদেশকে স্বর্ণ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে দেখতে পাব। এজন্য সরকারের নীতিসহায়তা দরকার, ট্যারিফের বিষয়ে আমাদের কাজ করার জায়গা আছে। ২০১৬ সালে গড় ট্যারিফ ছিল ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ। স্বর্ণ যদি রপ্তানি হয়, আমি মনে করি তৈরি পোশাক যেভাবে সাবসিডি পায়, ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি সুবিধা পাই, আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন। প্রতিযোগিতামূলক দামে অগ্রাধিকার পাই। অন্যান্য দেশেও যেন আমরা রপ্তানি করি।

জুয়েলারি হোক রপ্তানির নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য

এ.এইচ.এম. আহসান
ভাইস চেয়ারম্যান
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

বাংলাদেশের এক্সপোর্টের ডাইভারসিফিকেশন হয়নি। এ নিয়ে দুই দশক ধরে কাজ করলেও আমরা খুব বেশি এগোতে পারিনি। কিন্তু ঘুরেফিরে আমরা এখনো সেই রেডিমেড গার্মেন্টসের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা যখনই এরকম সম্ভাবনাময় পণ্য দেখতে পাই, তখনই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। এর পটেনশিয়ালিটি আসলেই কতটুকু তা বোঝার চেষ্টা করি। জুয়েলারির ভালো একটি মার্কেট রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বাংলাদেশের আসলে বৈধভাবে জুয়েলারি রপ্তানির রেকর্ড নেই। বিভিন্ন স্টোন কিছু রপ্তানি হয়। যার ভ্যালু ১ মিলিয়ন ডলারের নিচে। জুয়েলারি সেক্টরের জন্য পলিসি সাপোর্ট সরকারের যথেষ্ট পরিষ্কার। বিশেষ করে ২০১৮ সালে গোল্ড পলিসি করা এবং ২০২১ সালে সেটা সংশোধন হওয়ার পর নীতিমালার দিক থেকে খুব বেশি চ্যালেঞ্জ এখন আর নেই। এখন যেটা আছে সেটা হলো বাস্তবায়নের বিষয়।

বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প এখনো হাতে তৈরি জুয়েলারির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ববাজারে বড় আকারে রপ্তানি করতে হলে বিশাল বিনিয়োগ লাগবে। মেশিনারিজ লাগবে, হলমার্কের ইস্যুটা থাকবে। তা হলেই আপনারা বিশ্ববাজারে রপ্তানি করতে পারবেন। আমরা চাই প্রতিষ্ঠিত যেসব সেক্টর এখন এক্সপোর্ট হচ্ছে। তার বাইরে অন্য সেক্টরগুলোও এগিয়ে আসুক। জুয়েলারি হোক আমাদের নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য।

এই শিল্প অর্থনীতির আত্মমর্যাদা বাড়াবে

ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
সদস্য,কার্যনির্বাহী কমিটি
বাজুস

বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর স্বপ্ন দেখেছেন দেশের জুয়েলারি শিল্পকে দেশে এবং বিদেশে আত্মমর্যাদাশীল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পরই সারা দেশের জুয়েলার্সদের বাজুস পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করেছেন। আজকের মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার যে সম্ভাবনার অন্যতম অংশীদার হতে পারে বাংলাদেশ জুয়েলারি শিল্প, সেটা তুলে ধরেছেন। আমরা শুধু বলতে চাই আইসবার্গে যে টিপ দেখা যায়, ঠিক তেমনি আজকে জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পের কেবল টিপটা দেখা যাচ্ছে। একদিন আসবে যেদিন এ দেশের অর্থনীতিতে মাউন্টেন এভারেস্ট যেমন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তেমন সমগ্র শিল্পটা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যাবে যেটা অন্য কোনো সেক্টরের সঙ্গে তুলনা করে নয়, আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বিরাট ভূমিকা রাখবে।

বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে হবে

রেজাউল করিম লোটাস
সম্পাদক-ডেইলি সান

বাংলাদেশের জুয়েলারি পণ্যের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে বিশ্ববাজারে। চেষ্টা করলে বিদেশে মার্কেট করা যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলো এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে। বিশ্বের যে কোনো দেশে জুয়েলারি মার্কেট হতে পারে। বাজুস এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশে বাজুস ফেয়ার আয়োজন করতে পারে; যাতে বাংলাদেশের পণ্য প্রদর্শন করা যায়।

বিনিয়োগকারীরা আসতে প্রস্তুত

মাসুদুর রহমান
সহ-সভাপতি
বাজুস

আমাদের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে অবহেলিত জুয়েলারি সেক্টর আলোর দিশারি হয়ে হিমালয়ের চূড়া দেখার সুযোগ পেয়েছে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ভাগ্য। শুধু আমাদের জন্য নয়, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য এটা একটা আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবাই বাজুসকে চেনে। সেভাবে আমাদের প্রচারটা হয়ে গেছে। আমরা সরকারকে অনেক কিছু দিতে চাই। সরকারের কাছে কিছুই চাই না। একটাই আবদার– গোল্ড ম্যাটেরিয়াল কীভাবে রপ্তানির সুযোগ পেতে পারি। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছেন।

বিনিয়োগকারী আসার জন্য পা উঁচু করে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু অপেক্ষা কবে বাংলাদেশের নীতিমালার আলোকে গোল্ড ইন্ডাস্ট্রি করার সুযোগ পাব। অনেক দেশি উদ্যোক্তা শুধু শুরু করতে বাকি রেখেছেন। সরকারের সহায়তা যদি আমরা পাই অবশ্যই দেশের তরুণ উদ্যোক্তারা এগিয়ে এসেছেন, আসবেন।

প্রয়োজন বিশ্বমানের কারিগরি দক্ষতা

জয়দেব সাহা
সদস্য ,কার্যনির্বাহী কমিটি
বাজুস

জুয়েলারি শিল্পের সম্ভাবনা আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর যে সম্ভাবনার আশা দেখিয়েছেন সেই আশায় আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের কারিগর যারা আছেন তাদের তৈরি গহনা বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু কাজের সুযোগ না থাকায় কারিগররা অবহেলিত রয়ে গেছেন।

বর্তমান প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে দেশের ৪০ হাজার জুয়েলার্স একত্র হতে পেরেছি। এ সম্ভাবনা আমরা এগিয়ে নিতে চাইলে আমাদের দেশের কারিগরদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রথমেই আমাদের একটি ইনস্টিটিউট প্রয়োজন। বিষয়টি আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্টকে আমি বলেছি। অর্থনীতিতে যদি আমরা একটা অবদান রাখতে পারি, তার জন্য আমাদের কারিগরদের আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ করে তৈরি করতে হবে। এজন্য খুব সহজে দেশে মেশিনারিজ আনা দরকার। আমাদের কারিগরদের এ মেশিনারিজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। তখনই আমরা সম্ভাবনার দ্বারে পৌঁছাতে পারব। সহজে মেশিনারিজ আনা এবং ইনস্টিটিউট খুবই জরুরি।

সোনা কেন শিল্প হবে না?

মোঃ আলী হোসেন
সদস্য ,কার্যনির্বাহী কমিটি
বাজুস

২০১৮ সালের আগ পর্যন্ত জুয়েলারি শিল্প নিয়ে আমরা অনেকটাই হতাশ ছিলাম। আমাদের কাছে কোনো ফোকাসিং পয়েন্ট ছিল না। ২০১৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীতিমালা করার পরই মনে হয়েছে আমরা সামনে এগোতে যাচ্ছি। গত ৫০ বছরে অনেক নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে আমাদের দেশে। তারা আজকে শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। শিল্পায়ন হয়েছে। কিন্তু আমাদের এ সেক্টর এখনো শিল্পায়নের পথে এগোয়নি। বাজুস আয়োজিত দুটি ফেয়ার আমাদের প্রচণ্ড রকম আশা জাগিয়েছে। তাই এত প্রেস্টিজিয়াম, এলিগ্যান্ট, এত সফস্টিকেটেড প্রডাক্ট গোল্ড এটা কেন শিল্প হবে না

বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি আইসিসিবিতে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা

প্রধান অতিথিঃ অধ্যাপক ড. শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিএসইসি

অতিথিঃ ড. আহসান এইচ মনসুর, নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট

- এম এ সিদ্দিকী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আইবিএফবি
- ড. মাহফুজ কবির, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)
- শাহ মো. মাহবুব, মহাপরিচালক, বিডা
- রেজাউল করিম লোটাস, সম্পাদক, ডিইলি সান
- আসিফ ইব্রাহিম, চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-সিএসই

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকঃ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সভাপতিত্ব করেনঃ ডাঃ দিলীপ কুমার রায়, সাবেক সভাপতি, বাজুস

সঞ্চালকঃ রুহুল আমিন রাসেল, বিজনেস এডিটর, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও উপদেষ্টা, বাজুস

জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়ন চান প্রধানমন্ত্রী

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সাবেক সভাপতি
বাজুস

সরকারি নীতিমালার অভাবে পুঁজিবাজারের কোনো শিল্পোদ্যোক্তা জুয়েলারি শিল্পের আসেন না। ২০১৮ সালে সরকার নীতিমালা দেওয়ার পর আমরা যেমন উজ্জীবিত হতে পেরেছি, তেমন এশিয়ার বৃহত্তম শিল্প গ্রুপ বসুন্ধরা এ সেক্টরে এসেছে। এ বাস্তবতার জন্য দায়ী আমাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। সরকারকে যারা বোঝান তারা এত দিন বিষয়টি ঠিকমতো উপস্থাপন করতে পারেননি। এ সেক্টরের উন্নয়ন করতে হলে সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনকে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করেছেন যে জুয়েলারি সেক্টরের উন্নয়ন দরকার। তিনি আগ্রহ নিয়ে নির্দেশনা দিয়ে এ আইনটা করেছেন। তিনি চিন্তা করেছেন এ দেশে যেহেতু আইন নেই বিকল্প কোনো রাস্তায় আনা যায়। আমাদের প্রেসিডেন্ট একটা পরিকল্পনা দিয়েছেন। আমরা ইকোনমিক জোন করব। ছোট-বড়-মাঝারি শিল্পকারখানা হবে। আমাদের কারিগররা কীভাবে প্রশিক্ষণ নেবে তার জন্য ইনস্টিটিউট হবে। বিদেশে রপ্তানি করব। বাংলাদেশে আর বিদেশ থেকে আনা স্বর্ণ বিক্রি করব না। দেশে উৎপাদিত স্বর্ণ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করব। এটাই আমাদের স্বপ্ন।

আমরা কারিগরদের কোন সুযোগ করে দিতে পারিনি

সমিত ঘোষ অপু
সহ-সভাপতি
বাজুস

জুয়েলারি সেক্টরে অনেক সম্ভাবনা আছে। আমাদের দক্ষ কারিগরদের কোনো সুযোগ করে দিতে পারিনি এত দিন। আমরা সবাই রিটেইল নিয়ে কাজ করেছি। কেউ রপ্তানির চিন্তা করিনি এবং সরকারের তরফ থেকেও এ ধরনের কোনো পরামর্শ পাইনি। বাজুস বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে দাবি নিয়ে গেলেও তেমন কিছু আনতে পারেনি। স্বর্ণ একটি দামি প্রডাক্ট হওয়ার কারণে অনেক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। বিভিন্নভাবে প্রডাক্ট এলেও সরকার কোনো ট্যাক্স পাচ্ছে না। তার পরও আরোপ করে রেখেছে অনেক। সরকার আমাদের রপ্তানির কোনো উপায় দেয়নি। সরকার থেকে এখন রপ্তানিতে সব সহযোগিতা পেলে অবশ্যই রপ্তানি করতে পারব। কারণ আমাদের দক্ষ জনশক্তি আছে।

১৫০ বছর ধরে ব্যবসা করছি, রপ্তানি করতে পারবো না কেন?

নিহার কুমার রায়
সদস্য, বাজুস ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং কমিটি

তিন বছর আগেও বাজুস নিয়ে এমন স্বপ্ন দেখিনি। যেটা এখন দেখছি। ফেয়ার হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, আমরা এ সেক্টর নিয়ে গবেষণা করছি। আমাদের এ সেক্টরে অনেক দক্ষ আর্টিস্ট রয়েছে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তাদের আমরা নার্সিং করতে পারছি না। আমরা যদি প্রপারলি নার্সিং করতে পারি এবং আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো কম্পোজিট করতে পারি অবশ্যই আমরা ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রপ্তানি করতে পারব। সেই অবস্থান এবং সম্ভাবনা আমাদের আছে। প্রায় ১৫০ বছর ধরে আমরা ব্যবসা করছি। এত বছর ধরে আমাদের ব্যবসা টিকে থাকতে পারলে কেন রপ্তানিতে যেতে পারবে না?

রপ্তানি বহুমুখিকরণে ভূমিকা রাখবে জুয়েলারি শিল্প

শাহ মো. মাহবুব
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা)

গত ১২ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেড়ে চার গুণ হয়েছে। আগে সোনার অলংকার কেনা যাদের জন্য অনেক দূরে ছিল, তাদের জন্য আস্তে আস্তে সহজলভ্য হচ্ছে। ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। সেজন্য এ ব্যবসায় সবার নজর বেড়েছে। বিডা সব সময় চায় নতুন নতুন ব্যবসা আসুক। এর পেছনে আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের রপ্তানি আয়ের একটা খাত থেকে ৮৬ ভাগের মতো আসে। একটা সেক্টরের ওপর রপ্তানি নির্ভর করে আছে সেটাও ভালো বিষয় নয়। সেজন্য আমরা চাই রপ্তানি যাতে বহুমুখী হয়। নতুন নতুন সেক্টর সামনে এলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে। সেজন্য আমরা নতুন সেক্টর এলে সব সময় হেল্প করার চেষ্টা করি।

বিশ্ববাজারে স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এলে তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে কাজ শেখার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে যাওয়ার পথ সুগম হবে। দুবাইভিত্তিক অলংকার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে গিয়েছে ভারত থেকে। তখন আসলে আমরা ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের শাসন থেকে বের হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সংগ্রাম করেছি। এখন সময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার। আপনাদের ইস্যুগুলো নিয়ে বাজুস থেকে প্রস্তাব দিলে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা বা সংলাপ শুরু করতে পারি। আলোচনা করলেই সমাধান হবে বিষয়টা তেমন না, তবে ভয়েস রেইজ করতে হবে। যখনই ভয়েস রেইজ করবেন তখনই শোনার মানসিকতা আসবে। প্রস্তাব দিলে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান বের করতে পারি। যাতে শিল্পটা আরও প্রস্ফুটিত হয়। আরও পরিচিত হয়। যাতে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করতে পারি।

অর্থনীতিকে বিশ্বের কাছে সম্মানের নিতে চাই

ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন
সদস্য ,কার্যনির্বাহী কমিটি
বাজুস

বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্প আগামী দিনে আত্মমর্যাদাশীল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের নেতৃত্বে। ৪০ হাজার জুয়েলার্স আজ একতাবদ্ধ। আমরা এ দেশের অর্থনীতিকে এমন একটি আসনে নিয়ে যেতে চাই সবাই মিলে, যে আসনটি হবে বিশ্বদরবারে সম্মানের।

নতুন প্রযুক্তি দরকার

শিমু দেব
কর্ণধার, রাজেশ্বরী

আমাদের অনেক বড় সম্ভাবনা আছে রপ্তানির। এত দিন সনাতনভাবে কাজ চলত। এখন প্রযুক্তি আসা দরকার। প্রযুক্তি নিয়েই আমরা কাজ করছি; যাতে আন্তর্জাতিক মানের ও রপ্তানিমুখী হয় আমাদের গহনা। এ সেক্টর নিয়ে জোরালোভাবে কাজ করছি। বাজুসের অনেক সহযোগিতা পাচ্ছি। ভবিষ্যতেও পাব। আমাদের কোনো নীতিমালা নেই। বিনিয়োগ করলে বৈধ হবে কীভাবে। নীতিমালা যত দ্রুত হবে তত আমরা এগিয়ে যেতে পারব। এ সেক্টরে মনোযোগ দিলে অনেক ভালো করতে পারব। সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমাদের প্রেসিডেন্ট যেভাবে কাজ করছে আমি খুবই আশাবাদী গার্মেন্টসের চেয়ে এগিয়ে যাবে জুয়েলারি খাত।

সোনার ব্যবসায় অনেক স্বচ্ছতা এসেছে

ফাহাদ কামাল লিংকন
সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট

আমাদের দেশে একটি গোল্ড রিফাইনারি হচ্ছে, সোনার ব্যবসায় অনেক স্বচ্ছতা এসেছে। আজ থেকে আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি ভবিষ্যতে এগিয়ে যাব, আমাদের দেশ থেকে রপ্তানি হবে। কিন্তু রপ্তানিতে বড় বাধা যেটা কাঁচামালের সংকট। তো কাঁচামাল যদি বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি থেকে পেতে পারি তাহলে কারিগরদের মাধ্যমে যুগোপযোগী ডিজাইনের পণ্য তৈরি করে রপ্তানি করতে পারব। বাজুস একটা ডিজাইন ইনস্টিটিউটও করতে যাচ্ছে। এটা খুব কাজে আসবে।

বাজুস ফেয়ার ২০২৩ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি আইসিসিবিতে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা

প্রধান অতিথিঃ ডাঃ দিলীপ কুমার রায়, সাবেক সভাপতি, বাজুস

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকঃ তাসনিম নাজ, সদস্য সচিব, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-বাজুস

অতিথিঃ রিপনুল হাসান, সহ-সভাপতি

- আসলাম খান, সহ-সম্পাদক, বাজুস
- অভি রায়, ভাইস চেয়ারম্যান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট
- আজাদ আহমেদ, সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং এন্ড প্রাইস মনিটরিং
- আসিফ ইকবাল, সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ফেয়ার এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- শাওন সাহা, সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এন্টি স্মাগলিং ল এনফোর্সমেন্ট

সভাপতিত্ব করেনঃ ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন, সাবেক সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য, বাজুস

সঞ্চালকঃ রুহুল আমিন রাসেল, বিজনেস এডিটর, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও উপদেষ্টা, বাজুস

জুয়েলারি শিল্পে এখন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূণ

অভি রায়
ভাইস চেয়ারম্যান, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট

এ দুটিতে আমাদের ঘাটতি আছে। যথাযথ শিক্ষাটা থাকলে আমরা নিজেরা জানানোর পাশাপাশি কাস্টমারকেও জানাতে পারব। কাস্টমার জুয়েলারির বিষয়ে তখন ভালো অনুভব করবে। এ মুহূর্তে প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। অ্যাডভান্স টেকনোলজির কারণে আমাদের ডিজাইন খুব ভালো। বাট যাদের মেশিনারিজ নেই তাদের সঙ্গে অনেক গ্যাপ তৈরি হয়েছে।

উন্নয়নের জন্য নতুন মেশিন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ভেরি ভেরি ইমপরট্যান্ট। ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজে অনেক ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। তো ট্রেনিং স্কুল, ডিজাইন স্কুল দিস আর ভেরি ইমপরট্যান্ট। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হলে বাজুসকে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে একটি জুয়েলারি স্কুল করতে পারলে (তৈরি পোশাক খাতে যেটা আছে) এ সেক্টরের ফ্লারিশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আমি খুশী! আনন্দিত!

শাওন সাহা
সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এন্টি স্মাগলিং ল এনফোর্সমেন্ট

আজকের সেমিনারে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আশা করি ভবিষ্যতে সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করতে পারব। ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো শেয়ার করব। ভবিষ্যতে কীভাবে ব্যবসা আধুনিকায়ন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারব।

সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন ইনস্টিটিউট

আজাদ আহমেদ
সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং এন্ড প্রাইস মনিটরিং

জুয়েলারি শিল্পে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। সেগুলো সুন্দরভাবে সমাধানের জন্য একটি স্কুল বা ইনস্টিটিউটের প্রয়োজন আছে। সেখান থেকে নতুন কিছু দিকনির্দেশনা পেলে পর্যায়ক্রমে ব্যবসা শুরু করেতে পারবেন। বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও কিন্তু এগিয়ে যাব। বর্তমানে একটি প্রতিযোগিতার যুগ এসেছে। আমরা যেন বিশ্ববাজারের সেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারি। সেদিক থেকেও সবাইকে চিন্তা করা উচিত।

সরকারের বর্ণিল ঠিকানা বাজুস

রিপনুল হাসান
সহ-সভাপতি
বাজুস

সায়েম সোবহান আনভীর বাজুসের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা সাহসের বর্ণিল ঠিকানা পেয়েছি। আপনারা কী পেয়েছেন আমি জানি না, আমি কিন্তু সাহসের ঠিকানাটা পেয়েছি। আমি স্বপ্ন দেখছি বসুন্ধরা গ্রুপের রিফাইনারি হতে কাঁচামাল পেলে আমি এ বছরই জুয়েলারি রপ্তানি করব ইনশা আল্লাহ। আমার মতো আরও অনেকেই আছেন। এখন ব্যবসায়ীর ছেলেমেয়ে আসছেন, বসছেন। যে কোনো প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, তরুণদের সঙ্গে আছি।

জুয়েলারি শিল্পে বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে

আসলাম খান
সহ-সম্পাদক
বাজুস

বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর জুয়েলারি শিল্প নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন সেটা হলো এ শিল্পের প্রতিটি মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে বড় হওয়া। আমি অনেক আশাবাদী এ স্বপ্ন অচিরেই বাস্তবায়ন হবে। কারণ যখন একটা টিম একসঙ্গে সবাই মিলে কাজ করব, স্বাভাবিকভাবে সবাই সফল হতে পারব। আমি বিশ্বাস করি শিগগিরই জুয়েলারি শিল্পে একটা বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রেসিডেন্ট সবাইকে নিয়ে সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তার জন্য শুভকামনা রইল।

ডিজাইনার ও কারিগর আসছে না

আসিফ ইকবাল
সদস্য, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ফেয়ার এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

বাজুসের নতুন প্রেসিডেন্ট আসার পরে আমাদের সাহস অনেক বেড়েছে। আমরা এখন ইন্ডাস্ট্রিটাকে দেখছি অন্যভাবে। অনেক এগোনোর চেষ্টা করছি। সমস্যা হলো আমাদের বিনিয়োগকারীরা মূলধন দিতে অনেক ভয় পান। যেমন মেশিনারিতে ইনভেস্ট করলে কত দিনে রিটার্ন আসবে খুব একটা হিসাব করতে পারেন না। দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা খুব একটা করতে পারেন না।

আমরা ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করছি কিন্তু ডিজাইন মানুষের মেধা থেকেই আসবে। বিশেষ করে কারিগর ও ডিজাইনারদের। এটার জন্য একটা ইনস্টিটিউটের কাজ চলছে, যেখানে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ডিজাইনিং স্কুল হবে। আশাবাদী খুব তাড়াতাড়িই হবে। বাজুস উদ্যোগ নিচ্ছে। কিছুদিন পরই হয়তো সুফল দেখব। অনেক ডিজাইন বের হবে। এ ব্যবসাটাই সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করে। কারিগরদের পরবর্তী প্রজন্ম এ পেশায় আসছে না। মার্কেট বড় হলেও ডিজাইনার ও আর্টিস্ট কমে যাচ্ছে। আমরা যখন রপ্তানি করতে পারব তখন লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। পাশের দেশ অথবা অন্যদের সঙ্গে মিলিয়ে কিছুটা হলেও প্রতিযোগিতা করতে পারব। আমরা বলছি একবারেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে যাব। তখন তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারব।

আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন

ডা. দিলীপ কুমার রায়
সাবেক সভাপতি
বাজুস

আসলে মানুষকে বড় হতে হলে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। আমাদের এখন সাহস আছে। এ সেক্টরে খুব বেশি ধনী লোক নেই। হয়তো ১০০-২০০ কোটি টাকার মধ্যেই আমরা আছি। জুয়েলারি সেক্টরে ৫ হাজার কোটি টাকার এরকম কেউ আর নেই। না হওয়ার কারণ আমাদের নীতিমালা ছিল না। আমরা এ পুঁজিটা অন্য জায়গায় ডাইভার্ট করেছি। জুয়েলারির সঙ্গে হয়তো বিকল্প আরেকটা রাস্তাও রাখছি। যদি এখানে হারিয়ে যাই। আরেক জায়গা দিয়ে আমার সন্তান বেঁচে থাকবে। আজ কিন্তু সেই জায়গাটা নেই। বসুন্ধরা গ্রুপ যদি ৫ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে পারে; আমি আপনি কিন্তু ২০০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করার সাহস পাব। কারণ পুঁজির একটা গ্যারান্টি এখন আছে। বৈধতা এখন আছে। আমাদের নিজস্ব বাজার আছে। আগামীতে আমরা বিশ্ববাজারে প্রবেশ করব। হাতের কারিগর যে শিল্পীদের নিয়ে আমরা গর্ব করতাম। তারাও থাকবে। আগামী দিনে লেখাপড়া কম জানারাই শিল্পী হবে না।

আমাদের প্রেসিডেন্টের যে চিন্তাভাবনা তাতে শিক্ষিত সন্তানরা আগামী দিনের কারিগর হবে। একেকজন মেশিন ইনচার্জ হবে। একেকটা সেক্টর ইনচার্জ হবে। এ ভাবনাগুলো একসঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাব। আমরা শুধু জানতে চাই, আমাদের প্রত্যাশা থাকে। আমাদের রেখে যাওয়া জুয়েলারি একটা গর্ব করার জায়গা রয়েছে। যারা এখানে রয়েছে আমরা আসলে একটা পরিবারের মতোই। আগামী দিনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসবে সেগুলোও আমরা একসঙ্গে এক পরিবার থেকে মোকাবিলা করব। নতুনদের আগমনে আমরা যেন হারিয়ে না যাই। হারিয়ে না যাওয়ার জন্য আমাদের সামনে পেছনে যারা রয়েছে তাদের ঐক্যবদ্ধতা প্রয়োজন। নতুন প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীরের হাতে হাত রেখে তাঁর নির্দেশনায় জুয়েলারি সেক্টরে আগামী দিনে উন্নয়নের প্রধান সেক্টর হিসেবে কাজ করব। সব জল্পনাকল্পনা, ভয়ভীতির অবসান ঘটিয়ে একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ী মর্যাদা পাবে। রাষ্ট্র তাঁকে সম্মান দেবে, নিরাপত্তা দেবে।

উৎসবের আমেজে বাজুস ফেয়ার-২০২৩

বাজুস ফেয়ারে সমাপনী

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো তিন দিনের বাজুস ফেয়ার-২০২৩। ফেয়ারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও দর্শনার্থীদের র‍্যাফেল ড্রর পুরস্কার হিসেবে তিনটি ২ লাখ টাকার ডায়মন্ডের জুয়েলারি ও সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।

রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) নবরাত্রি হলে গত ১১ ফেব্রুয়ারি সম্মাননা স্মারক প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্রর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজাম। একই সঙ্গে বাজুস ফেয়ারে আটটি প্যাভিলিয়ন, ১২টি মিনি প্যাভিলিয়ন ও ৩০টি স্টলের ঐতিহ্যবাহী ৫০টি জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।

বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেলের সঞ্চালনায় ও বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের সহ-সভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম শাহীন, কোষাধ্যক্ষ ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান উত্তম বণিক, মেলা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নারয়ণ চন্দ্র দে, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যসচিব উত্তম ঘোষ, বাজুসের সম্পাদক জয়নাল আবেদীন খোকনসহ অন্য সদস্যরা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন সম্পাদক নঈম নিজাম বলেন, বাজুসের এ যাত্রা জুয়েলারি শিল্পকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। জুয়েলারির এ বাজার বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের নতুন জায়গা তৈরি করবে। তৈরি পোশাক নয়, একদিন জুয়েলারি শিল্প বাংলাদেশকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে। দেশের অর্থনীতির নতুন করে উঠে দাঁড়ানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য। আমাদের উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। এ ধরনের মেলা বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাবেন বলে আশা করছি।

বাজুস উইমেন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত ৭০ জুয়েলারি শিল্পউদ্যোক্তা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জুয়েলারি শিল্পে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭০ নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। সংগঠনটি দ্বিতীয়বারের মতো বাজুস উইমেন অ্যাওয়ার্ড দিল। রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের বাজুস কার্যালয়ে গত ১৪ মার্চ আয়োজিত বর্ণিল অনুষ্ঠানে বাজুস উইমেন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন দেশের শীর্ষ শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাবরিনা সোবহান।

বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেলের সঞ্চালনায় ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ফরিদা হোসেন। বক্তব্য দেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের ভাইস চেয়ারম্যান সোহানা রউফ চৌধুরী। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের সদস্য তাসনিম নাজ মোনা। অনুষ্ঠানে বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর বলেন, ৩২ বছর ধরে নারীরা দেশ চালাচ্ছেন। এ বিষয়টা কিন্তু ভোলা উচিত নয়। আমিও চাই বাজুসে নারীরা আরও এগিয়ে আসুক। আমি চাই আগামীতে নারীরা আরও সক্রিয় হবেন। আমিও চাই আপনারা দোকানে গিয়ে বলবেন কীভাবে গহনা সুন্দর হবে। আপনারা (নারী) পুরুষের চেয়ে ভালো বলতে পারবেন।

বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক সাবরিনা সোবহান বলেন, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও জুয়েলারিসহ সব খাতে আরও বেশি এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা করছি। আগামী দিনের অর্থনীতিতে জুয়েলারি খাত বড় ভূমিকা রাখবে। সেখানে নারী উদ্যোক্তাদেরও অনেক অবদান থাকবে। বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান ফরিদা হোসেন বলেন, নিজ নিজ যোগ্যতায় সমাজের নারীরা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীরা নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছেন।

বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন অ্যাফেয়ার্সের ভাইস চেয়ারম্যান সোহানা রউফ চৌধুরী বলেন, খুব কমসংখ্যক নারী জুয়েলারি শিল্পে আছেন। আরও মেয়েরা জুয়েলারি শিল্পে এলে আমরা আরও শক্তিশালী হব। নারীদের জুয়েলারি শিল্পে নিয়ে আসতে কাজ করছি আমরা। আরও বেশি নারীকে এ পেশায় যুক্ত করতে আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করছি।

বাজুস উইমেন অ্যাওয়ার্ড জয়ী ৭০ নারী জুয়েলারি উদ্যোক্তা হলেন : কাজী তুহুরা রশিদ, শেফালী মালাকার, ফরিদা হোসেন, কাজী নাজনীন হোসেন, সোহানা রউফ চৌধুরী, সবিতা আগরওয়ালা, মুক্তা রানী ঘোষ, তাসনিম নাজ, সুলতানা রাজিয়া, ডলি কর্মকার, প্রতিমা সাহা, কোহিনুর আক্তার চৌধুরী, আফরিনা হাসনাত, কাজী নূরজাহান (রিনা), সুমা দাস, কাজল রানী ঘোষ, মেহেরুন নেছা, ফেরদৌসী সাদেক, সংযুক্তা দেবনাথ, ফিরোজা আকতার, প্রভাবতী বর্মণ, মমতাজ বেগম, রীতা দে, মঞ্জু রানী দাস, তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, নমিতা কর্মকার, সর্বরী কর্মকার, সেলিমা আক্তার, ফাহিমা আক্তার, হেলেনা আক্তার, শিউলী শারমিন, রুম্পা মল্লিক, নাহিদা সুলতানা, রিতা বসাক, শারমিন নুসরাত, রুবাইয়া আমিন রূপা, সুমাইয়া আক্তার, ইতি বাড়ৈ, লিপি রানী রায়, আলেয়া বেগম, লক্ষ্মী রানী ঘোষ, সেলিমা বেগম, শিখা রানী সরকার, সুমাইয়া সিন পাশা, ফারহানা আক্তার সাথী, মনিকা কর্মকার, বিলকিস আরা, অনিতা সেন, শাহানা বেগম, তুলসী রানী ঘোষ, ভারতী ঘোষ, শাবানা পারভীন, মিনতী রানী ঘোষ, মাখন রানী মণ্ডল, সঞ্চিতা বসাক, রেখা রানী সাহা, সিতিমা ভট্টাচার্য্য, পূর্ণিমা ঘোষ, সালমা বেগম, তাহেরুন্নেসা, কুসুম আগরওয়াল, শীলা হাজরা, ববি ঘোষ, প্রতিমা কর্মকার, লিলি রানী সূত্রধর, অঞ্জনা রানী ঘোষ, শামিম আরা জোসনা, লাবণীতা রানী কর্মকার, করুণা ঘোষ ও শাহিনা খাতুন।

জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন

জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ চেয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস। একই সঙ্গে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জুয়েলারি পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপিত ভ্যাট ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ, অপরিশোধিত আকরিক সোনায় আরোপিত সিডি ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১ শতাংশ এবং আংশিক পরিশোধিত সোনার সিডি ১০ শতাংশের পরিবর্তে আইআরসিধারী ও ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্পের শুল্কহার ৫ শতাংশ করার দাবি জানিয়েছে বাজুস।

রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে বাজুস কার্যালয়ে গত ৪ এপ্রিল ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট উপলক্ষে আয়োজিত প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাজুস প্রেসিডেন্ট সায়েম সোবহান আনভীর। আরও উপস্থিত ছিলেন বাজুসের সহসভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বাজুসের সহসভাপতি রিপনুল হাসান, বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের সহসম্পাদক ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের ভাইস চেয়ারম্যান সমিত ঘোষ অপু, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের সদস্যসচিব পবন কুমার আগরওয়াল।

বাজুসের ১১ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি

প্রস্তাবিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আশার আলো দেখা গেলেও জুয়েলারি শিল্পের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নতুন অর্থবছরের (২০২৩-২৪) বাজেটে বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের পক্ষ থেকে জানানো ১২টি প্রস্তাবের মধ্যে ১১টিই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

এখন এই ১১টি প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের এ সংগঠনটি। একই সঙ্গে ব্যাগেজ রুলের সংশোধন করায় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ দেশের অর্থ দেশে রাখার এই আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে সংগঠনটি।

বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে বাজুস কার্যালয়ে গত ৫ জুন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জনানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সহসভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের সহসম্পাদক ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের ভাইস চেয়ারম্যান সমিত ঘোষ অপু, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের সদস্যসচিব পবন কুমার আগরওয়াল।

সংবাদ সম্মেলনে বাজুসের পক্ষে দাবিগুলো তুলে ধরেন সংগঠনটির সহসভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, বাজুস মনে করে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করতে জুয়েলারি খাতে আরোপিত কর ও ভ্যাট হার কমানো এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। এতে যেমন সরকারের বৈদেশিক আয় আসবে, তেমন বাড়বে রাজস্ব। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেকটি খাত তৈরি হবে।

তিনি বলেন, আমরা আশা করছি ব্যাগেজ রুল সংশোধন করায়, এ দেশে স্বর্ণের চোরাচালান এবং মুদ্রা পাচার অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কারণ ব্যাগেজ রুলের সুবিধা নিয়ে এর আগে অবাধে স্বর্ণর বার বা পিণ্ড বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ করছে। চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অর্থমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি উৎসাহিত করবে। ব্যাগেজ রুলের আওতায় বিদেশ থেকে আনা গহনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ১০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৫০ গ্রাম করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, এতে স্থানীয় স্বর্ণশিল্পীদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় জুয়েলারি শিল্পের দিকে ক্রেতাসাধারণ আকৃষ্ট হবে। স্থানীয় স্বর্ণশিল্পীদের বাঁচানোর জন্য এ পদক্ষেপ সময়ের দাবি। বাংলাদেশের স্বর্ণশিল্পীদের হাতে তৈরি গহনা স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে সমানভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে। তাই স্থানীয় স্বর্ণশিল্পীদের টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারের এ পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলনে আমরা ১২টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম, যা ছিল আমাদের জুয়েলার্স মালিকদের আশার প্রতিফলন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের ১২টি প্রস্তাবের একটি বাদে অন্য কোনো প্রস্তাবই সংযুক্ত হয়নি, যা শুধু আমাদের আশাহতই করেনি, জুয়েলারি শিল্প হুমকির মুখে ফেলেছে। এ সময় বাজুসের ১১টি প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তিনি।

বাজুসের যে ১১টি প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়েছে সেগুলো হলো : স্বর্ণ, স্বর্ণের অলংকার, রুপা বা রুপার অলংকার বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপিত ভ্যাটহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা। ইএফডি মেশিন যত দ্রুত সম্ভব নিবন্ধন করে সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করতে হবে। অপরিশোধিত আকরিক স্বর্ণের ক্ষেত্রে আরোপিত সিডি ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে আমদানি শুল্ক শর্ত সাপেক্ষে ১ শতাংশ নির্ধারণ করা। আংশিক পরিশোধিত স্বর্ণের ক্ষেত্রে সিডি ১০ শতাংশের পরিবর্তে আইআরসিধারী ও ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্পের জন্য শুল্কহার ৫ শতাংশ করা।

হীরা কাটিং এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমদানি করা রাফ ডায়মন্ডের সিডি ২৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা, এসডি ২ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা। এ ছাড়া ভ্যাট, এআইটি, আরডি ও এটি অপরিবর্তিত রাখা। বৈধ পথে মসৃণ হীরা আমদানি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমদানি করা মসৃণ হীরার এসডি ৬০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ করা। আয়কর আইনে ৪৬-(বিবি) (২) ধারার অধীনে স্বর্ণ পরিশোধনাগার শিল্পে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা দেওয়া।

স্বর্ণের অলংকার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমদানি করা কাঁচামাল ও মেশিনারিজের ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুল্ক-কর অব্যাহতি প্রদানসহ ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা দেওয়া। বৈধভাবে স্বর্ণের বার, স্বর্ণের অলংকার, স্বর্ণের কয়েন রপ্তানি উৎসাহিত করতে কমপক্ষে ২০ শতাংশ ভ্যালু অ্যাডিশন করার শর্তে রপ্তানিকারকদের মোট ভ্যালু অ্যাডিশন ৫০ শতাংশ হারে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া। এইচ এস কোড-ভিত্তিক অস্বাভাবিক শুল্কহার হ্রাস করে পাশের দেশগুলোর সঙ্গে শুল্কহার সমন্বয়সহ এসআরও সুবিধা দেওয়া। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০২২ ধারা-১২৬ক অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১০ নম্বর আইন)-এর ১০২ ধারাবলে চোরাচালান প্রতিরোধ করতে গিয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা র উদ্ধার করা স্বর্ণের মোট পরিমাণের ২৫ শতাংশ সংস্থাগুলোর সদস্যদের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া।

দেশব্যাপী বাজুসের ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

অলংকার রপ্তানিতে আসবে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা

আহমেদ আকবর সোবহান, চেয়ারম্যান, বসুন্ধরা গ্রুপ

দেশের শীর্ষ শিল্পপরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান বলেছেন, জুয়েলারি শিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি করে তৈরি পোশাকের চার গুণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। তিনি বলেন, যারা স্বর্ণালংকার বিক্রি করেন তারা সবাই রপ্তানির মাধ্যমে শিল্পপতি হতে পারেন। আপনারা রপ্তানির জন্য জুয়েলারি কারখানা করেন আমি জায়গা দেব। রাজধানীর কেরানীগঞ্জে জুয়েলারি মালিকদের কারখানা করার জন্য ৪০ হাজার স্কয়ার ফুটের একটি জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হবে। বাজুসকে আমি এটা উপহার হিসেবে দিতে চাই। সেখান থেকে আপনারা সারা বিশ্বে স্বর্ণালংকার রপ্তানি শুরু করেন।

তিনি বলেন, এই জুয়েলারি শিল্পের যে সম্ভাবনা, প্রধানমন্ত্রী ক্ষণে ক্ষণে সচিবালয়ে স্বর্ণ রিফাইনারির খবর নেন। স্বর্ণ রিফাইনারিতেই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। গত ১৭ জুলাই রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাজুসের ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বসুন্ধরা চেয়ারম্যান বলেন, এখন এক কনটেইনার তৈরি পোশাক রপ্তানি করলে আয় হয় ২০ হাজার ডলার। আর এক কনটেইনার স্বর্ণালংকার রপ্তানি করলে আসবে ২০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের স্বর্ণ কারিগরদের বিশ্বজোড়া সুনাম রয়েছে। হাতের কাজে তারা পৃথিবীর সেরা। বাংলাদেশ থেকে অনেক কারিগর বিদেশে গিয়ে কাজ করছে। যখন তারা জানতে পারল বাংলাদেশেও একটা গোল্ড রিফাইনারি হবে, সবাই তাকিয়ে আছে কখন এটা শুরু হবে। কখন আমরা বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করব।

তিনি বলেন, বাজুসের প্রেসিডেন্টের একটা স্বপ্ন, তিনি একটা স্বর্ণের পার্ক বানাচ্ছেন বসুন্ধরা সিটিতে এবং একটা রিফাইনারি করা হচ্ছে। আমি আনন্দিত প্রধানমন্ত্রী ৫০ বছর পর একটা রিফাইনারির অনুমতি দিয়েছেন। অনেকেই বলেছিলেন, বাংলাদেশ রিফাইনারি করতে পারবে তো? আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলব, অন্যান্য দেশ পারলে আমরাও পারব। যুদ্ধ ও করোনার কারণে কিছুটা পিছিয়ে গেছে। আশা করি, এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে রিফাইনারির কাজ পুরোদমে শুরু হবে। আমি অনুরোধ করব বাজুসকে আমরা যে ফ্লোরটা দেব, সেখানে উৎপাদন ও রপ্তানির কাজ শুরু করুন। ইচ্ছা করলে ১ হাজার কর্মচারী দিয়ে কাজ করাতে পারবেন। ১ হাজার ২০০ মেম্বার ১০ জন করে হলেও ১২ হাজার লোক সেখানে কাজ করতে পারবে। এ স্বর্ণ রপ্তানি হলে আপনাদের অনেক অনেক সুবিধা হবে।

বসুন্ধরা চেয়ারম্যান বলেন, এখন আমাদের ডলারের মূল সোর্স হচ্ছে গার্মেন্টস ও প্রবাসীরা। যখন আমরা স্বর্ণ রপ্তানি করব তখন বাংলাদেশের জিডিপি ২ শতাংশ এগিয়ে যাবে। একই সঙ্গে আমাদের লাখ লাখ শ্রমিক কাজে লাগাতে পারব। তিনি বলেন, বাজুস যদি কেরানীগঞ্জে কারখানা করে তাহলে সেখান থেকেই শুরু হতে পারে জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি। রিফাইনারি শুরু হওয়ার আগে আপনারা রপ্তানি শুরু করতে পারবেন। এ স্বর্ণ রিফাইনারি আপনাদের অনেক সম্মান ও সমৃদ্ধি এনে দেবে। আপনাদের সবাইকে ছোট হলেও কারখানা করতে হবে। সেটা ২০০ ফুটের হোক তবু একটা কারখানা করেন। সেখানে উৎপাদন করে রপ্তানি করুন। রপ্তানির জন্য সরকার প্রচুর সুযোগসুবিধা দেবে। এ দেশের স্বর্ণশিল্পের যে সুনাম সেটা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির ছায়া সংসদে অভিমত

স্বর্ণশিল্পের বিকাশে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন দরকার

জুয়েলারি শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীরা স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত নন। স্বর্ণ চোরাচালানের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। আইনি দুর্বলতার করণে স্বর্ণ চোরাচালান সংক্রান্ত মামলার বিচার দীর্ঘায়িত হচ্ছে। আমাদের দেশে শুল্ক গোয়েন্দারা যেভাবে স্বর্ণের দোকানে অভিযান চালিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল করেন তা সঠিক নয়। স্বর্ণশিল্পের বিকাশের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন করে ট্যাক্স-ভ্যাট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে।

ঢাকার এফডিসিতে গত ১৩ আগস্ট জুয়েলারি শিল্পের বিকাশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ভূমিকা নিয়ে আয়োজিত ছায়া সংসদে পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এসব কথা বলেন। 'ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট' শিরোনামে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ।

আহসান এইচ মনসুর আরও বলেন, বাংলাদেশের জুয়েলারি পণ্য বিদেশের বাজারে জনপ্রিয় করতে এর নান্দনিকতা ও আধুনিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপসহ ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, দেশের বৈদেশিক আয়ের সিংহভাগই আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি ও অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স থেকে। দেশের জুয়েলারি শিল্পে যে অমিত সম্ভাবনা

দেখা দিচ্ছে তাতে অনুমান করা যায়, সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে জুয়েলারি শিল্পও তৈরি পোশাক রপ্তানির মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশের চাহিদার ৮০ থেকে ৯০ ভাগ সোনাই আসছে চোরা পথে। প্রায় প্রতিদিনই বিমানবন্দরে স্বর্ণের ছোটবড় চালান জব্দ হচ্ছে। কখনো কখনো জব্দ এ স্বর্ণের দাম দেশি বাজারের হিসাবে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্বর্ণের চোরাচালান জব্দ হলেও কিছু কিছু অবৈধ স্বর্ণের ক্যারিয়াররা ধরা পড়লেও নেপথ্যের হোতারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। বর্তমানে ডলার সংকটে ১০০ ভাগ মার্জিন দিয়েও স্বর্ণ আমদানি করা যাচ্ছে না। স্বর্ণ আমদানি ব্যাহত হলে চোরাচালান বাড়বে, সরকার রাজস্ব হারাবে। তাই দেশের চাহিদা অনুযায়ী ন্যূনতম হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক স্বর্ণ আমদানিতে ছাড় দিলে চোরাচালান বন্ধ হবে, রাজস্বও বাড়বে। শুল্ক গোয়েন্দা তথ্যমতে, স্বর্ণ চোরাকারবারির বেশির ভাগ মামলাই রহস্যজনক কারণে থেমে যায়। এরা এতই শক্তিশালী যে সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। এদের মধ্যে বেশির ভাগই সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও দুবাই থেকে স্বর্ণ চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

জুয়েলারি শিল্পের বিকাশে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসিতে ১০ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। সুপারিশগুলো হলো : সোনা, সোনার অলংকার, রুপা বা রুপার অলংকার বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপিত ভ্যাটহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা, সোনার অলংকার রপ্তানি ও দেশি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অলংকার প্রস্তুত করার কাঁচামাল ও মেশিনারিজের ওপর বিশেষ শুল্কছাড় দেওয়াসহ অন্তত পাঁচ বছরের জন্য কর অবকাশ প্রদান করা, গ্রাহকদের আস্থা তৈরিতে নিম্নমানের অলংকার, জুয়েলারি পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে কঠিন শাস্তির আওতায় আনা, আইন প্রয়োগকারী যে সংস্থার মাধ্যমে স্বর্ণ চোরাচালান ধরা পড়ছে, তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বাজারমূল্যের ১০ শতাংশ পুরস্কার হিসেবে প্রদানের সুপারিশ করছি, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনিবন্ধিত জুয়েলারি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে বাজুসের সদস্যপদ না দেওয়া এবং নিবন্ধিত সব প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) যত দ্রুত সম্ভব বিতরণ করা, পাশের দেশ যাতে বাংলাদেশকে স্বর্ণ চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য স্থল ও বিমান বন্দরকে সতর্ক

থাকতে হবে, স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে নামের তালিকা প্রকাশ করে দৃশ্যমান শাস্তির আওতায় আনা, স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রদান করা, জুয়েলারি শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বিশেষ ইকোনমিক জোন গঠন করা এবং জুয়েলারি শিল্পের বিকাশে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদান করা।

'জুয়েলারি শিল্পের বিকাশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ভূমিকা' শীর্ষক ছায়া সংসদে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির বিতার্কিকদের পরাজিত করে ঢাকা কলেজের বিতার্কিকরা চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন ড. এস এম মোর্শেদ, সাংবাদিক মো. আলমগীর হোসেন, বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, সাংবাদিক কাবেরী মৈত্রেয় ও সাংবাদিক রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলকে ট্রফি ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সেবার পরিধি বাড়াতে ১৪ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বাজুসের

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস দেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যভিত্তিক সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন। সংগঠনের সদস্যদের সেবার পরিধি বাড়ানোর অংশ হিসেবে স্বনামধন্য ছয়টি হাসপাতাল এবং আটটি তারকা হোটেল ও রেস্তোরাঁর সঙ্গে করপোরেট চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাজুস।

রাজধানীর পান্থপথে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে বাজুস কার্যালয়ে গত ২৬ অক্টোবর ১৪টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ করপোরেট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সাবেক সভাপতি ও বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড মেম্বারশিপের চেয়ারম্যান এম এ ওয়াদুদ খান বাজুসের পক্ষ থেকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেলের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বাজুসের সহসভাপতি মো. রিপনুল হাসান, সহসম্পাদক মাসুদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজার রবিন জেমস এডুয়ার্ড, র‍্যাডিসন ব্লুর পক্ষ থেকে পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম, দি ওয়েস্টিনের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজার স্টেফেন ম্যাসি, ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম ম্যানেজার আল-আমিন, হলিডে ইনন-এর পক্ষ থেকে ম্যানেজার মাহফুজা মাসুদ চৌধুরী, ফার্স হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের পক্ষ থেকে সিনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক আনোয়ার পারভেজ, গ্রান্ড সিলেট হোটেলস অ্যান্ড রিসোর্টের পক্ষ থেকে ইয়ামেনুল হক, দি রিয়ো লাউঞ্জের পক্ষ থেকে সহকারী ব্যবস্থাপক মাহাবুব আলম; এভারকেয়ার হাসপাতালের পক্ষ থেকে মহাব্যবস্থাপক এ এম আবুল কাশেম রনি, ইউনাইটেড হাসপাতালের পক্ষ থেকে জিএম বিজনেস কমিউনিকেশন ডা. ফজলে রাব্বি খান, ল্যাবএইড হাসপাতালের পক্ষ থেকে উপব্যবস্থাপক জাহিদুর রহমান, ল্যাবএইড ক্যান্সার হাসপাতালের পক্ষ থেকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক এরশাদুল হক, আজগর আলী হাসপাতালের পক্ষ থেকে ডিজিএম গাজী জে ইউ আহমেদ, ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের পক্ষ থেকে সহকারী মহাব্যবস্থাপক এ কে এম শাহেদ হোসেন স্বাক্ষর করেন।

সায়েম সোবহান আনভীর দ্বিতীয়বার বাজুসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

দেশের জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নের রূপকার ও শীর্ষ শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টানা দ্বিতীয়বার ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেড ও আরিশা জুয়েলার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। দেশের খ্যাতনামা উদ্যমী শিল্পোদ্যোক্তা সায়েম সোবহান আনভীর ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করায় সারা দেশের সব জুয়েলারি ব্যবসায়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বাজুসের নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান জড়োয়া হাউজ (প্রা.) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদল চন্দ্র রায়।

রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে বাজুসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গত ২ নভেম্বর সংগঠনটির ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রিহ্যাব সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাজুস উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল বাজুস নির্বাচন বোর্ডের সদস্য এফবিসিসিআই পরিচালক ও জেসিএক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইকবাল হোসাইন চৌধুরী জুয়েল এবং এফবিসিসিআই পরিচালক মো. রকিবুল আলম (দীপু)। তাঁদের স্বাক্ষরিত নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল বাজুসের নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। বাজুস নির্বাচনে আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র সহসভাপতি আমিন হেলালী।

আপিল বোর্ডের দুই সদস্য ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক এম জি আর নাসির মজুমদার ও বাজুসের প্যানেল ল-ইয়ার অ্যাডভোকেট মো. শাহজামান ফিরোজ (তুহিন)। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাকালে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল বলেন, 'বাজুস অফিসের সবার সহযোগিতায় আমরা ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের নির্বাচন সম্পন্ন করতে পেরেছি। আশা করছি নতুন কমিটি দেশের জুয়েলারি খাতে যেসব সমস্যা আছে তা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার বিশ্বাস যাঁরা জুয়েলারি ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁরা এ কমিটিকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে এবং বাংলাদেশের পণ্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। আমরা আনন্দিত আপনারা যাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছেন তিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। দেশের জুয়েলারি সেক্টরকে নতুনভাবে সামনে উপস্থাপন করার জন্য তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। জুয়েলারি খাতে যেসব সমস্যা আছে আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সেসব সমস্যার সমাধান করবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি।'

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন-বাজুস নির্বাচন বোর্ড ঘোষিত চূড়ান্ত ফলের তথ্যানুযায়ী সংগঠনটির ২০২৩-২০২৫ মেয়াদে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বসুন্ধরা গোল্ড রিফাইনারি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর। তাঁর সঙ্গে নির্বাচিত সাতজন সহসভাপতি হলেন অলংকার নিকেতন (প্রা.) লিমিটেডের কর্ণধার এম এ হান্নান আজাদ, মেসার্স দি আপন জুয়েলার্সের কর্ণধার গুলজার আহমেদ, দি আমিন জুয়েলার্সের কর্ণধার কাজী নাজনীন ইসলাম, জুয়েলারি হাউজের কর্ণধার মো. রিপনুল হাসান, গোল্ড ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার মাসুদুর রহমান, মেসার্স রিজভী জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. জয়নাল আবেদীন খোকন ও ফেন্সী ডায়মন্ডের কর্ণধার সমিত ঘোষ অপু।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জড়োয়া হাউজ (প্রা.) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদল চন্দ্র রায়। এ কমিটিতে নির্বাচিত নয়জন সহসম্পাদক হলেন বায়তুল জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. মজিবর রহমান বেলাল, দি ডায়মন্ড সীর কর্ণধার মো. ইমরান চৌধুরী, মণিমালা জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. তাজুল ইসলাম, গোল্ড কিং জুয়েলার্সের কর্ণধার এনামুল হক ভুঞা লিটন, আফতাব জুয়েলার্সের কর্ণধার উত্তম ঘোষ, মেসার্স আলভী জুয়েলার্সের কর্ণধার মোস্তফা কামাল, জারা গোল্ডের কর্ণধার কাজী নাজনীন হোসেন জারা, রয়েল মালাবার জুয়েলার্স (বিডি) লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. আসলাম খান অপু ও গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড জুয়েলার্সের কর্ণধার ফরিদা হোসেন। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জায়া গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড লিমিটেডের কর্ণধার উত্তম বণিক।

নবনির্বাচিত কমিটিতে ১৬ জন সদস্য হলেন ডায়মন্ড হাউজের কর্ণধার ও বাজুসের সাবেক সভাপতি ডা. দিলীপ কুমার রায়, সিরাজ জুয়েলার্সের কর্ণধার ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন, নিউ জেনারেল জুয়েলার্সের কর্ণধার আনোয়ার হোসেন, পি সি চন্দ্র জুয়েলার্সের কর্ণধার পবিত্র চন্দ্র ঘোষ, গীতাঞ্জলী জুয়েলার্সের কর্ণধার পবন কুমার আগরওয়াল, মেসার্স বৈশাখী জুয়েলার্সের কর্ণধার নারায়ণ চন্দ্র দে, ভেনাস জুয়েলার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিধান মালাকার, রহমান জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. মজিবর রহমান খান, আলনুর জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. ওয়াহিদুজ্জামান, দি পার্ল ওয়েসিস জুয়েলার্সের ম্যানেজিং পার্টনার জয়দেব সাহা, মেসার্স সাজনী জুয়েলার্সের কর্ণধার ইকবাল উদ্দিন, রিয়া জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. ছালাম, গৌরব জুয়েলার্সের কর্ণধার গণেশ দেবনাথ, মেসার্স স্বর্ণালী জুয়েলার্সের কর্ণধার হাজি মো. শামছুল হক ভুঞা, আদর জুয়েলার্সের কর্ণধার মো. নাজমুল হুদা লতিফ ও ড্রিমস ইনস্ট্রুমেন্ট টেকনোলজির কর্ণধার মো. আলী হোসেন।

বাজুস

BANGLADESH JEWELLER'S ASSOCIATION

বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন

প্রধান কার্যালয়:
লেভেল-১৯, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১০১২, হটলাইন: +৮৮ ০৯৬১২১২০২০২
ইমেইল: info@bajus.org, ওয়েবসাইট: www.bajus.org